অনুবাদ সিরিজ

দ্য ফেয়ার মেইড অব পার্থ

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অনূদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর
১৯৫৫

ছেপেছেন—
বি সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

লেখক-পরিচিতি :—

স্কটল্যাণ্ডের সর্বাধিক যশস্বী কবি-ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কটের জন্ম হয় এক মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে, ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। সেই সাধনার প্রথম ফল "দ্য লেডী অব দ্য লেক" নামক অনতিবৃহৎ অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ। তারপর ধারাবাহিক ভাবে তার লেখনী থেকে বেরুতে থাকে মার্মিয়ন, লে অব দ্য লাস্ট মিনস্ট্রেল, বর্ডার মিনস্ট্রেলজী প্রভৃতি রচনা, যাদের বিষয়বস্তু ছিল ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে বহুশ্রুত বীররস সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক সব কাহিনী।

কবিপ্রতিভায় এবং রচনাশৈলীর মাধুর্যে দিনে দিনে যখন তিনি খ্যাতির তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করছেন, সেই সময়, দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি জড়িয়ে পড়েন প্রভূত ঋণজালে। এক প্রকাশনী সংস্থার অংশীদার হয়েছিলেন তিনি, পরিচালনার দোষে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধুরা অনেক তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন দেউলিয়া-খাতায় নাম লিখিয়ে ঋণের দায় থেকে রেহাই নিতে, সে-পথে যেতে রুচি হয় নি স্কটের। তার বদলে তিনি বেছে নিলেন, অক্লান্ত পরিশ্রম ঋণশোধের সাধনা।

একটি তাগিদে জীবনের বাকী দিনগুলি তিনি কাটিয়ে দিলেন ক্রমাগত ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে লিখে। প্রথম উপন্যাসখানির নাম ছিল "ওয়েভার্লি।" তাই সমগ্রভাবে এই উপন্যাসমালা "ওয়েভার্লি নভেলস্" নামে খ্যাত। তাঁর এই সমাজসেবিক লেখনীর সাধক ছিল। সেই পর্বতপ্রমাণ ঋণ তিনি শোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তার সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস হ'ল কেনিলওয়ার্থ, আইভ্যানহো, দ্য ফেয়ার মেইড অব পার্থ, ট্যালিসম্যান, ওল্ড মর্টালিটি, লিজেণ্ড অব মণ্টরোজ, রব রয় ইত্যাদি। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় তাঁর সমকক্ষ লেখক, ফ্রান্সের আলেকজাঁদ্রে ড্যুমা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি। তার প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাকে "স্যার" উপাধিতে ভূষিত করেন।

স্যার ওয়াল্টার স্কটের মৃত্যু হয় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রশ্নকারী সতর্ক হতে পারার আগেই তা বিঁধিয়ে দিয়েছে তার পাজরায়।

[পৃঃ ৪

১

"পা চালিয়ে যাও, পা চালিয়ে যাও!"—রাত্রি শেষের হাল্কা আঁধারের বুক চিরে ছুটে এলো একটা ভরাট কণ্ঠস্বর—"যেখানে যাচ্ছ, সেখানে হয়ত বিপদ ঘটে গেল এতক্ষণে।"

"কে? কে তুমি?"—থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হেনরি উইণ্ড, হাই স্ট্রীটের উপরে। সে-প্রশ্নের আর জবাব পেলো না হেনরি। হুঁসিয়ারি যে-লোক দিয়েছে, সে হয়ত আত্মপ্রকাশে ইচ্ছুক নয়। স্বাভাবিক খুবই। স্কটল্যাণ্ডের যা অবস্থা আজকাল সৎ লোকের মনে সাহস বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই, দুর্বৃত্তদেরই জয়জয়কার। কী যেন কোন্ দুর্বৃত্ত এখন এই শেষ রাতে কী অনর্থ ঘটিয়ে বসল সাইমন গ্রোভারের বাড়ী! ও-লোকটি জানে তা, কিন্তু দাঁড়িয়ে বুঝিয়ে বলার সাহস পাচ্ছে না।

আর ডাকাডাকি না করে হেনরি দৌড় শুরু করল জনপ্রাণীহীন হাই স্ট্রীট ধরে, সাইমন গ্রোভারের বাড়ির উদ্দেশে। সেইখানেই ও যাচ্ছিল, তা ঠিক। হুঁসিয়ারি যে দিচ্ছিল, সে জানে তা। অর্থাৎ সাইমন বুড়োকেও ও চেনে, চেনে হেনরি উইণ্ডকেও, কে হতে পারে ও?

ভাবছে আর ছুটছে হেনরি। রাত পোয়ালেই সেণ্ট ভ্যালেণ্টাইনের উৎসব। ঘুমচোখে উঠে তরুণ তরুণীরা প্রথমেই বাইরের দিকে তাকাবে জানালা দিয়ে। যে যাকে প্রথম দেখবে সেই হবে সারা বছরের জন্য তার ভ্যালেন্টাইন, অর্থাৎ প্রিয় সখা বা প্রিয় সখী, তরুণীরা অবশ্য ঘর থেকে বেরুবে না, কিন্তু তরুণেরা? তারা আকাশ পৃথিবী আলোড়ন করে ফিরবে আজকার রাতটা। পছন্দমত বাড়ীর জানালায় গিয়ে আগে থাকতে জায়গা দখল করবার জন্য। হেনরি উইণ্ড তাই ছুটেছে সাইমন গ্রোভারের বাড়ী।

কারণ, সাইমনের মেয়ে ক্যাথারাইন ওরফে কেটি পার্থ্ নগরীর সেরা সুন্দরী বলে স্বীকৃতা। বলতে গেলে, 'ফেয়ার মেইড অব পার্থ' অর্থাৎ 'পার্থ্-সুন্দরী' নামই তাকে দিয়েছে নগরবাসীরা এক বাক্যে। বলা বাহুল্য, এমন যুবক নেই পার্থে, যার অন্তর জুড়ে একটা উচ্চাশা বাসা বাঁধে নি, ঐ পার্থ্-সুন্দরী ক্যাথারাইনকে বিবাহ করে নিজের ঘরে এনে প্রতিষ্ঠা করবার। হেনরি তা জানে। কিন্তু তার দরুন সে ভয় পায় না, চিন্তাও করে না বিশেষ কিছু। কারণ, ক্যাথারাইনের বাবা সাইমন খুবই ভালবাসে হেনরিকে; নিজের জামাই হিসেবে তাকে পেলে সে যে খুশী ছাড়া অখুশী হবে না, এমন আভাস সে প্রতিনিয়তই দিচ্ছে। তার সে-পক্ষপাতের কারণও আছে বইকি! ক্যাথারাইন যেমন পার্থের সেরা সুন্দরী, হেনরি উইণ্ডও তেমনি আবার পার্থের সেরা বীর। গায়ের জোর বল, অস্ত্রচালনার নৈপুণ্য বল, যে-কোন দিক দিয়ে পার্থের যুবক মহলে হেনরিই হল অগ্রগণ্য।

ভাবতে ভাবতে ছুটছে হেনরি। হাই স্ট্রীট ছেড়ে কার্ফু স্ট্রীটে পড়ল। এই মোড় থেকে অল্প দূরেই সাইমন গ্লোভারের বাড়ী। একটা কথা বলে রাখা ভাল। গ্লোভার পারিবারিক নাম নয় সাইমনের। কী যে তার পারিবারিক নাম, তা অন্যে ত জানেই না, সাইমনের নিজেরও তা মনে নেই হয়ত। পার্থ্-অঞ্চলের সার্বজনীন রীতি এটা। প্রত্যেক পরিবারকে তার ব্যবসাগত নামে ডাকা। গ্লোভার, অর্থাৎ হাতের দস্তানা (গ্লোভ্স্) বানানোর ব্যবসা সাইমনের। তেমনি হেনরিরও পারিবারিক নাম আজকাল আর জানে না কেউ। ছুটো নাম লোকের মুখে মুখে সেঁটে গিয়েছে তার ব্যক্তিগত নামের সঙ্গে। হেনরি উইণ্ড আর হেনরি স্মিথ। "উইণ্ড" হল একটা পাড়া, সেই পাড়াতেই বাস করে হেনরি। আর স্মিথ মানে ত কামার। হেনরি হল পার্থশায়ারের সবচেয়ে বিখ্যাত লৌহকার। তার হাতের তৈরী একখানা দোধারী তরোয়াল বা একখানা লৌহবর্ম পাওয়ার জন্য দূর দূরান্তর থেকে নাইট * আর্ল

* বীরধর্মে দীক্ষিত অসিজীবী, সাধারণতঃ স্টার উপাধি হত এঁদের।

ভূস্বামীরা লোক পাঠাচ্ছেন থলে-ভর্তি মোহর নজর দিয়ে। কাজেই রীতিমত অর্থবান লোক সে। সাইমন গ্রে তার কেন তাকে পছন্দ করবে না ভাবী জামাই হিসেবে?

ঐ দেখা যায় সাইমনের বাড়ী। সামান্য কুয়াশাতেও স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, কারণ আকাশে চাঁদটাও আজ বেশ বড়। হেনরি দৌড়েই আসছে, হঠাৎ সাঁ করে দু'জন লোক বেরিয়ে এল একটা গাছের আড়াল থেকে। হেনরির বাঁ-হাতে পড়বে সাইমনের বাড়ী, আর একটু এগিয়ে গেলেই। ডান-হাতের দিকটাতে বাড়ী নেই একটাও। খানিকটা পোড়ো জমি, তাতে বড় বড় গাছ, ছোট ছোট ঝোপ সবই আছে।

লোক দুটো বেরিয়ে এসেই অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করল— "ছুটছ কেন? পাড়ার লোক আঁচ পেয়েছে নাকি? দলবল জোটাচ্ছে?"

ডাইনের দিক থেকে দু'টো লোক আসছে, তা ত দেখেছেই হেনরি, তেমনি আবার বাঁ-দিকেও দেখবার জিনিস যা আছে, তাও দেখতে ভোলে নি। সে-জিনিস হল একখানা মই। রাস্তার উপরেই মইটার গোড়া বটে, কিন্তু তার মাথা ঠেকেছে সাইমনের দোতলার একটা জানালায়। জানালা অবশ্য বন্ধ। কিন্তু গেরস্তবাড়ীর জানালায় লোহার গরাদ কদাচিৎ থাকে এসব শহরে পল্লীতে। বেশীর ভাগ জানালাই গরাদহীন। যদি-বা রইল গরাদ, তা কাঠেরই হবে। কাটারির এক কোপই যথেষ্ট তা কেটে নামাতে।

শুধু মই দেখে নি হেনরি, দেখেছে মইয়ের উপরে একটা মানুষও। এখনো দোতলার জানালায় সে পৌঁছোতে পারে নি।

মইয়ের গোড়াটা যেখানে, সেখানেও ঝোপ একটা। ওর ভিতরেও কি মানুষ আছে? আটক কি থাকার?

ঐ জানালাই ক্যাথারাইনের ঘরের জানালা। রাত্রিশেষে ঐ জানালা দিয়েই ক্যাথারাইন বাইরের দিকে তাকাবে, এবং তাকিয়েই রাস্তায় দেখতে পাবে হেনরিকে, এই আশা নিয়েই এতখানি পথ

পেরিয়ে এসেছে কামার হেনরি, আজ এই ভ্যালেন্টাইন দিবসের শুভক্ষণে। এসেই এ কী দেখছে সে?

"পাড়ার লোক আঁচ পেয়েছে নাকি?"—এই যে লোক দু'টো প্রশ্ন করেছে, এরা অবশ্যই ধাবমান হেনরিকে ঠাউরেছে নিজের লোক বলে। তাহলে নিজের লোক এদের অনেকেই আছে কাছেপিঠে। তাদের সঙ্গে পথে কেন দেখা হল না হেনরির? হয়ত তারাও অন্য বাড়ীর জানালা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে—যে যার নিজের তালে আছে।

মাথায় মাথায় চিন্তা হেনরির। কিন্তু চিন্তা আর কাজ, দু'টো একই সঙ্গে করার অভ্যাস হেনরির আছে। "পাড়ার লোক আঁচ পেয়েছে নাকি?"—প্রশ্নটা শুনেই, এবং বাঁয়ের দিকে জানালায় মই দেখেই সে ঝনাৎ করে তরোয়াল খুলে ফেলেছে খাপ থেকে, আর, প্রশ্নকারী সতর্ক হতে পারার আগেই তা বিঁধিয়ে দিয়েছে তার পাঁজরায়। বুকটা সাধারণতঃ এ-ধরনের নিশাচরেরা লোহার জামা দিয়ে ঢেকে রাখে, তাই আঘাত করতে হলে এদের বুকে না করে পাঁজরায় বা গলায় করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পাঁজরাতেই তরোয়াল বিঁধিয়ে দিয়েছে হেনরি। আহত দুশমন আর তার সাথীর তর্জন একসাথে শুনতে পেল সে। শুনতে পেল মইয়ের দিকে ছুটে যেতে যেতে। সেখানে, মই বেয়ে যে উঠছিল, সে নেমে আসছে মই থেকে।

এই তৃতীয় শত্রুকে আক্রমণ করার আগে একবার পিছনের দুই দুশমনের অবস্থা দেখে নেওয়া সঙ্গত মনে করল হেনরি। এক পলক দেখেই সে নিশ্চিন্ত হল তাদের সম্পর্কে। আহত লোকটা বেশ ভাল রকমই আহত হয়েছে। নিজে হেঁটে যাওয়ার শক্তি আর তার নেই। সাথীটাই তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ঐ পোড়ো জমিটা পেরিয়ে যাবারই যেন ঝোঁক তাদের। যাক তাই—

ওদিক থেকে ভয়ের কিছু নেই। এবার হেনরি সমুখের শত্রুর মোকাবিলায় পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে। মই থেকে নেমেছে

এই তৃতীয় লোকটা, লম্বা তরোয়াল হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে হেনরির দিকে মুখ করে। গলা তার চাপা, কিন্তু মেজাজ তার হিংস্র —"এত গোস্তাকি তোর? ফাঁসীতে লটকাব, জানিস? ভাল চাস ত নিজের পথে চলে যা।"

হেনরি রীতিমত অবাক। কথার সুর মার্জিত, কথায় আভিজাত্যের ঝঙ্কার। এ ত মেহনতী গরিব বংশের লোক নয় কখনো! তাহলে কি নাইট-ব্যারন-আর্ল শ্রেণীর কেউ সাইমন দস্তানাওয়ালার বাড়ীতে হানা দিতে এল, পার্থসুন্দরী ক্যাথারাইনের সৌন্দর্যে লুব্ধ হয়ে?

ভাবতেই মাথা গরম হয়ে এল হেনরির। অত উপরের ধাপের লোক যদি ক্যাথারাইনের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তার মতলব কখনো সাধু হতে পারে না! সে সব-কিছুই দিতে চাইবে, দিতে পারবে ক্যাথারাইনকে। কিন্তু পারবে না শুধু ধর্মপত্নীর মর্যাদা দিতে।

আর তাই যদি হয়, তার অপর সব দান বা উপহার ত সাইমনের কন্যা পদাঙ্গুলি দিয়েও স্পর্শ করবে না! ক্যাথারাইনকেও জানে হেনরি, জানে সাইমনকেও। তারা সে-শ্রেণীর মানুষই নয়। ধনী তারা নয়, কিন্তু সম্মানী আত্মমর্যাদার মূল্যে যদি কিনতে হয়, রাজ-মুকুটের দিকেও ফিরে তাকাবে না এই দস্তানাওয়ালার মেয়ে ক্যাথারাইন।

এসব চিন্তা আসছে, যাচ্ছে হেনরির মগজে, বিজলী চমকের মত। হাত তার কাজ করে যাচ্ছে ততক্ষণ। মই থেকে নেমে অচেনা অভিজাতটি দীর্ঘ অসি আস্ফালন করে তেড়ে এলেন হেনরিকে। আর তারপরই পিছিয়ে গেলেন একটা আর্তনাদ করে। সে-আর্তনাদ যেমন তীব্র, তেমনি মর্মান্তিক। আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে লোকটির হাত থেকে ঝনঝন করে পড়ে গেল তরোয়ালখানা।

ভদ্রলোক পিছিয়ে গিয়েছিলেন, তারপরই মরি-কি-বাঁচি করে তীরবেগে দৌড়ে গেলেন, রাস্তা পেরিয়ে ওধারের পোড়ো জমিটাতে। সেখানে ঝোপঝাড়ের আড়ালে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন তৎক্ষণাৎ।

হেনরি তাঁর অনুসরণ করতে পারত, কিন্তু করল না। তার প্রথম

কর্তব্য হচ্ছে এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যে হানাদার দলের অন্য কোন দুর্বৃত্ত এখনো ঘুরঘুর করছে না কাছে-পিঠে। মাত্র তিনজনকেই চাক্ষুষ দেখেছে হেনরি। আরও লোক অবশ্যই থাকতে পারে দলটাতে। তারা কোথায়? তারা কোথায়? হেনরির এখন যা মনের অবস্থা, একা-হাতে সে দশ বিশটা মুণ্ডু ছ্যাডাভাং করে দিতে পারে।

না, শত্রু আর চোখে পড়ছে না। চোখে পড়ছে ক্যাথারাইনকে; সে জানালা খুলে উঁকি দিয়েছে রাস্তার দিকে। রাস্তায় গোলমাল শুনেই সে চটপট জানালা খুলে ফেলেছে। ক্ষণিকের উত্তেজনাবশে একথা সে বেমালুম ভুলে বসে আছে যে রাত ঐ ভোর হয়েছে, এবং আজকার ভোরই হল সেণ্ট ভ্যালেণ্টাইনের ভোর। এই ভোরে না-দেখে-শুনে হঠাৎ জানালা খোলা ঠিক নয়, কারণ জানালা খুলে প্রথম চোখোচোখি দেখতে পাবে যাকে, সেই হবে এক বছরের জন্য তার ভ্যালেণ্টাইন, প্রিয়সখা, ইচ্ছে করলেই তাকে ঝেড়ে ফেলা যাবে না নিজের সান্নিধ্য থেকে। একটু বিশেষ অন্তরঙ্গতার দাবি সে দেশাচারের দৌলতেই করতে পারবে পার্থ্ সুন্দরীর কাছে।

না-ভেবে-চিন্তেই জানালা সে খুলে ফেলেছে, এবং খুলেই দেখতে পেয়েছে তার বহু পরিচিত সুহৃৎ হেনরিকে। একটু লজ্জা, একটু সংকোচ, একটু ক্রোধ তার না হল, তা নয়। কিন্তু মনের ভাব কথায় প্রকাশ করার সময় তার হল না। বাড়ীর দরোজা খুলে এদিকে বেরিয়ে এল নিজে সাইমন গ্লোভার, ওদিকে কলরবে রাজপথ সরগরম করতে করতে ছুটে এল সাইমনের প্রতিবেশীরা।

ঐ শেষের আর্তনাদটা সবাই শুনেছে। হেনরির অস্ত্রাঘাতে অজ্ঞাতপরিচয় অভিজাত ভদ্রলোকটির হাত থেকে তরোয়াল যখন ঝনঝনিয়ে পড়ে গেল, তখন আকস্মিক তাঁর মুখ থেকে যা বেরিয়ে পড়েছিল সব সতর্কতার বাঁধ ভেঙে। সবাই ভেবেছিল রাস্তায় তারা দেখতে পাবে বৃহৎ একটা গুণ্ডার দল, যেমন আখছারই পথে পথে

দেখা দেয় পৌরশাসকদের ভ্রূকুটিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। হয়ত তারা মদ খেয়ে হল্লা করে বাঁধভাঙ্গা জান্তব উল্লাসে। শহরবাসীদের শান্তিভঙ্গ হচ্ছে—সেকথা খেয়াল রাখা আবশ্যক মনে করে না। সেক্ষেত্রে ভদ্র নাগরিকরা দল বেঁধে এসে তিরস্কার করলে, দুই এক মিনিট হয়ত তারা কথা-কাটাকাটি করে, কিন্তু তারপরই আস্তে আস্তে সরেও যায় ভগবানের দরবারে নালিশ জানাতে জানাতে—"এ কী অরাজক! আমাদের কি একটু আনন্দ করাও মানা?"

আজকের ব্যাপারও সেইরকম কিছু দাঁড়াবে, এই ধারণা নিয়েই গেরস্তরা বেরিয়েছিল লাঠিসোটা নিয়ে। কিন্তু রাস্তায় এসে তারা জনপ্রাণী দেখতে পেলো না। শান্তিভঙ্গকারীরা ইতিমধ্যে গা-ঢাকা দিয়েছে পোড়োজমিটার ঝোপে ঝাড়ে।

শান্তি যারা ভঙ্গ করেছে, তারা কেউ নজরের ভিতরে নিই, আছে একা সেই মাত্র, শান্তিটা শেষ পর্যন্ত রক্ষা হয়েছে যার দ্বারা। দাঁড়িয়ে আছে একা হেনরি উইণ্ড রাস্তার মাঝখানে। হাতে তার তরোয়াল বটে, এবং সে-তরোয়ালে রক্তেরও দাগ দেখা যায় বটে, কিন্তু লড়াইটা সে করল কার সঙ্গে? ঐ যে দোতলার জানালায় অতি সুন্দর মুখ একখানা দেখা যায়, ও-মুখের অধিকারিণীর সঙ্গে নিশ্চয়ই নয়?

শহরে কোটাল আছে একজন, তার কাজটা অবৈতনিক। তার অধীনে সান্ত্রী আছে এক জোড়া, তারা মাইনে পায় পৌরসভা থেকে। ব্যস্, পার্থ্ নগরীর শান্তি রক্ষার জন্য এর চেয়ে বড় ফৌজ এ-যাবৎ দরকার হয় নি কোনদিন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধলে ত নাগরিকরাই তা দমন করবে! তাদের সামর্থ্যে যদি তা না কুলোয়, তখন তারা শরণ নেবে কিনফাউন্স দুর্গের অধিপতি স্যার প্যাট্রিক চার্টেরিজের। তিনিই পার্থ্ নগরীর প্রভোস্ট বা ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁর কেল্লায় যে-কোন-সময় দুই চার শো সশস্ত্র সৈনিক তরোয়াল বল্লম নিয়ে তৈরী থাকে প্রভুর আদেশ পালনের জন্য। কিনফাউন্স কেল্লা

এমন কিছু দূরেও নয় পার্থ্ থেকে, বড়-জোর মাইল দশেক হতে পারে।

যা হোক, কোটাল-পদে যিনি অধিষ্ঠিত বর্তমানে, তাঁর নাম হল ক্রেইগডালি, সাইমনের বয়সী, এবং সাইমনের বন্ধুস্থানীয়ও বটে। অন্য নাগরিকদের হল্লা শুনে তিনিও শয্যাত্যাগ করে রাস্তায় বেরিয়েছেন, পায়ে পায়ে এসে পড়েছেন সাইমনের বাড়ীর সামনে। তিনি এসে দেখলেন, ক্যাথারাইন তার জানালা বন্ধ করছে। জানালার নীচে একখানা মই তখনও খাড়া করাই আছে, আর সেই মইয়ের নীচে, একটা মাঝারি-আকারের ঝোপের ধারে খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে হেনরি স্মিথ, তাঁর এবং অন্য সব নাগরিকবৃন্দের পরমপ্রিয় পালোয়ান লৌহকার।

"এ কী ব্যাপার? সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের ভোরে তুমি আসবে সাইমন গ্লোভারের বাড়ীর জানালার নীচে, তার কারণ বুঝতে পারি। কিন্তু তুমি মই আনবে সঙ্গে করে, এটা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তাও যদি বা বিশ্বাস করি, তোমার হাতে তরোয়ালই বা কেন, আর সে-তরোয়ালের খোঁচা খেয়ে আকাশ ফাটিয়ে চীৎকারই বা করল কে, এগুলো কিন্তু মোটেই মাথায় আসছে না আমাদের। চীৎকারটা তুমিই করেছ, একথা তুমি নিজে বললেও আমরা কেউ তা বিশ্বাস করব না। কারণ চোট খেয়ে চ্যাঁচাবার লোক তুমি নও, আর চ্যাঁচাবার মত চোট তোমার গায়ে কোথাও লাগেও নি।"

হেনরি ক্রমাগত গোঁফে পাক দিচ্ছে—"কোটাল মশাই, ওটা আপনি ঠিক ধরেছেন, চ্যাঁচাবার লোক আমি নই। এ-যাবৎ হাজারের উপরে লড়াই করেছি দেশে বিদেশে, যুদ্ধেও বটে, দাঙ্গায়ও বটে, ডুয়েলেও বটে, চ্যাঁচাই নি কখনো। উল্টে প্রতিপক্ষেরা কেউ কেউ, মানে ছিঁচকে লোক যারা, সত্যিকার তরোয়ালবাজ যারা নয়, হ্যাঁ, তেমন লোক কেউ কেউ চেঁচিয়েছে এর আগে। আজকের লোকটাও শহরের শান্তিভঙ্গ করল, সাতসকালে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে। আগেও একটা লোক, ফুটো পাঁজরা নিয়েও নিঃশব্দে সরে গেল, কিন্তু এই

দ্বিতীয় আদমি, আরে ছিঃ ছিঃ, তরোয়ালখানা হাত থেকে পড়ে যেতেই পরিত্রাহি কান্না। এমন লোক যে পার্থ্ শহরে আছে, এটা মনে করতেই ঘেন্না করছে আমার।"

"তরোয়াল হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল তার? ওটা খুঁজে বার করতে হয় তা হলে! স্যার প্যাট্রিকের কাছে যদি নিয়ে যেতেই হয় নালিশটা, সে-তরোয়ালখানা হবে আমাদের মস্ত সাক্ষী।"

ভোরের আলো তৎক্ষণে ভালই ফুটেছে! সেই আলোতে ঝোপটার ভিতরে তল্লাসী শুরু হয়ে গেল। বেশী হল না খুঁজতে। যাক একখানা তরোয়াল ত পাওয়া গেলই, তার সঙ্গে আর যা পাওয়া গেল, তা দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল সন্ধানকারী নাগরিকদের।

পাওয়া গেল একখানা হাত। সুপুষ্ট সুদৃঢ় একখানা হাত, যা দেখলেই উচ্চতম শ্রেণীর কোন লোকের হাত বলে এক নজরে চেনা যায়। তরোয়ালের হাতলটা সেই হাতের মুষ্টিতে তখনও শক্ত করে ধরা আছে।

কনুইয়ের ঠিক নীচে কেটে নেমেছে হাতখানা। রক্ত বয়ে যাচ্ছে সেই থানটাতে দুই ইঞ্চি পুরু হয়ে, জমে যাওয়ার সময় পায়নি এখনো। হাতটা কেটে নেমেছে তরোয়ালের এক কোপে। হেনরি কামারের কোপই ঐরকম। ষাঁড়ের মুণ্ডু এক কোপে নামিয়ে দেয়।

কোটাল ক্রেইগডালিকে স্বভাবতঃই সকলে পথ ছেড়ে দিয়েছে এগিয়ে যাওয়ার। তিনি ক্ষণকাল নীচু হয়ে তাকিয়ে রইলেন হাতখানার দিকে, তারপর বললেন—লোকটার অমন আকাশ-ফাটানো চীৎকারের কারণ এইবার বোঝা গেল। আচমকা হাত যার কেটে পড়ে যায় বেমালুম, চ্যাঁচাবার কৈফিয়ত তার আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এটা কী? ঐ হাতে চকচক করছে?"

কথার সঙ্গে সঙ্গে কুঁজো হয়ে তিনি সেই কাটা-হাত তুলে ধরলেন। সে-হাতের অনামিকায় একটা আংটি। এখনও রোদ ওঠেনি, তাতেও জিনিসটা ঝকমক করছে দেখ। রোদ্দুর লাগলে ত এর দিকে তাকাতে গেলে চোখই যাবে ধাঁধিয়ে। ক্রেইগডালি বললেন চিবিয়ে

চিল্লিয়ে—"কমসে কম পাঁচশো পাউণ্ড দাম হবে এই হীরেখানার। হেনরি স্মিথ, তুমি বাপু সাংঘাতিক কর্ম করে বসেছ একটি। যার অঙ্গচ্ছেদ করেছ, সে অতি-সম্ভ্রান্ত লোক, হয়ত কোন লর্ড-ফর্ডই হবে বা। হেঁজিপেঁজি লোকে হীরে পরতে পারে না আঙুলে।"

"লর্ডও জানিনে, ফর্ডও জানিনে"—স্পষ্ট শুনিয়ে দিল হেনরি স্মিথ—"রাতের বেলায় মই বেয়ে জানালায় ওঠার চেষ্টা যে করে, সে লর্ড হলেও চোর ছাড়া কিছু নয়। চোরের সাজা হিসেবে হাত কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে আমাদের দেশের আইনে।" *

"আইন কি সকলের উপরে সমান ভাবে চালানো যায় না-কি ?"—মুখ ব্যাজার করে জবাব দিল ক্রেইগডালি। তারপর বলল—"যার হাত এখানা, তার হয়ত ধারে কাছেই বন্ধুলোক আছে শত শত। হয়ত তারা পল্টন সাজিয়েই এসে চড়াও হবে আমাদের শহরে। আজই রাত্রে হবে হয়ত। এ-অবস্থায় আমার ত মনে হয়, স্যার প্যাট্রিক চার্টেরিসকে খবরটা আমাদের দেওয়া দরকার। তিনি আমাদের প্রভোস্ট যখন ! আপদে বিপদে আমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব ত তাঁর !"

হেনরি খুশী হল না কথা শুনে। সে মেজাজ গরম করে না-কখনো। বিশেষ করে বয়সে বা পদমর্যাদায় যারা শ্রেষ্ঠ, তাদের সঙ্গে কথা কইবার বেলায় ত নয়ই। তবু বেশ রুষ্ট ভাবেই সে বলল—"বিপদে আপদে আমাদের রক্ষা করার শক্তি আমাদের নিজেদেরই আছে, তবে স্যার প্যাট্রিকের কাছে একবার যাওয়া আমিও উচিত মনে করি। তিনি যখন প্রভোস্ট, তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ সব ব্যাপারই জানিয়ে রাখতে বাধ্য আমরা।"

অতএব, প্রভোস্টের কাছে দৌত্য নিয়ে যাওয়ার জন্য একদল লোক তৈরী হল তক্ষুণি। দলে ক্রেইগডালি ত থাকবেনই। থাকবেন সাইমন গ্লোভারও, কারণ তাঁর বাড়ীতেই ঘটেছে ঘটনাটা। আর হেনরি, তাকেও অবশ্যই হবে থাকতে, কারণ যা কিছু ঘটেছে ঘটনা,

* তখন ছিল।

তা তার হাত দিয়ে এবং তাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে। আরও দুই চার জন সঙ্গে গেলে ভাল হয়। ক্রেইগডালি বললেন—"দলটা ভারী হলে প্রভোস্ট বুঝতে পারবেন যে ব্যাপারটা গুরুতর। যার যার হাতে বিশেষ কাজ নেই, চলে আসতে পার আমাদের সঙ্গে।"

এগিয়ে এল পাঁচ সাতজন। তার মধ্যে উৎসাহ বেশী টুপির দর্জি প্রাউড ফুটের। তার জীবনে উচ্চাশা বলে যদি কিছু থাকে, তবে তা হ'ল এই যে দেশে তার খ্যাতি রটে যাক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বলে। কথায় বার্তায় সে হেনরির সমকক্ষ পালোয়ান বলেই নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করে সব সময়। সে কখনও এ-দলে না গিয়ে পারে ?

২

টুপির দর্জি অলিভার প্রাউডফুট। মোটাসোটা চেহারা তার নিজেরও যেমন, তার ঘোড়াটারও তেমনি। অল্প দূর দৌড়ে গেলেই হাঁফ ধরবে দু'জনারই। তা জেনে শুনেও গোটা দলটারই আগে আগে চলছে সে। যেন সেই দলনেতা।

তার রকম-সকম সবাই জানে। পড়শী মানুষ, টুপিও বানায় ভাল। উপস্থিত এখানে যে-কয়জন আছে, প্রত্যেকেরই মাথার টুপি ঐ অলিভারের তৈরী। খোঁচাখুঁচি করে তার অহমিকার বেলুন ফাঁসিয়ে দেবার মত নিষ্ঠুরতা এ-দলে কারও নেই।

দলনেতার গৌরবে সে খানিকটা করে ছুটে যায় আগে আগে, তার পরেই দাঁড়িয়ে পড়ে। আসলে তার দাঁড়ানোটা হাঁফ ছাড়ারই গরজে। কিন্তু লোককে দেখানো চাই যেন পশ্চাদ্বর্তীদের প্রতীক্ষাতেই সে দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিছক সৌজন্যেরই খাতিরে।

দাঁড়িয়ে যখন পড়ছে, ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝোলোনো লম্বা থলেটার ভিতর তাকিয়ে দেখছে এক নজর। আছে, কাটা-হাতখানা ঠিকই আছে, আঙ্গুলের হীরে-বসানো আংটি সমেত। সরকারী কর্মচারী হিসাবে ক্রেইগডালির হেফাজতেই এটা থাকার কথা ছিল। কিন্তু অলিভার যখন আগু বাড়িয়ে এসে নিজের থলেতে ভরে ফেললো এটা, "আমিই রাখছি এটা কোটাস মশাই" বলে, তখন আর ক্রেইগডালি বা অন্য কেউ দরকার মনে করল না আপত্তি করবার।

দলটার তাড়াহুড়ো নেই। মাত্র দশটা মাইল পথ। পথ অবশ্য পথ-নামের যোগ্য নয়, মানুষের বা জন্তু-জানোয়ারের পায়ে পায়ে একটা রেখাই শুধু পড়ে গিয়েছে। কোথাও সবুজ কোথাও হল্‌দে ঘাসভরা মাঠ পাহাড়ের উপর দিয়ে দিয়ে। সে-পথে একটা ঘোড়াই

চলতে পারে একা একা। দু'টোকে যদি পাশাপাশি চলতে হয়, ঘাসবন মাড়িয়েই চলতে হবে তাদের। তাড়াহুড়ো থাকলে তাই অবশ্য করতে হত এদের। কিন্তু তা আপাততঃ নেই। স্যার প্যাট্রিক সকাল বেলাটা ক্ষেতখামারগুলো দেখে বেড়ান নিজের। প্রাতরাশ সেরেই বেরিয়ে যান। বাড়ী ফেরেন লাঞ্চের ঠিক আগে। সেই সময়টাই তাঁকে ধরবার পক্ষে উৎকৃষ্ট সময়।

এখন ত বেলা সবে দশটা। দু'ঘণ্টা সময় হেসে-খেলে ওদের হাতে রয়েছে। যাওয়া যাক আস্তে আস্তে। গালগল্প অবশ্য জমে না, একানি লাইনে ঘোড়া চালাবার সময়। তবু, ক্রেইগডালিতে আর হেনরি স্মিথে দুই চারটা কথার হচ্ছে বিনিময়। ক্রেইগডালি ঘাড় ফিরিয়ে হয়ত জিজ্ঞাসা করছেন—"লোকটা কে, কোন আন্দাজ আছে তোমার হেনরি? ঐ হাতখানা দেখে কোন বিশেষ লোকের কথা কি মনে পড়ছে তোমার? সব নাইট, সব ব্যারনকেই ত তোমার কামারশালে ঢুকতে হয় কখনো না কখনো, অস্ত্রশস্ত্রের জন্য। অমন সুডৌল একখানা হাত. একবার দেখলে ত চিরদিন মনে থাকার কথা!"

সমুখের দিকে ঝুঁকে পড়েছে হেনরি, তার ঘোড়ার গলার উপরে —"না কোটালমশাই! আপনি একটা কথা খেয়াল করছেন না। নাইট ব্যারন মশাইরা যখন কামারশালে আসেন, তাঁদের আস্তিন পর্যন্ত ঢাকা থাকে ভেলভেটের জামায়। জানালা বেয়ে পরের বাড়ীতে দোতলায় হানা দেওয়ার সময় ছাড়া ত জামা খোলেন না গা থেকে! কোন সুমুন্দি নাইটের হাতের চামড়া আমি আলগা দেখেছি বলে ত মনে পড়ে না আমার—"

অলিভার প্রাউডফুটকে হঠাৎ দেখা গেল, সে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসছে দলের দিকে—" ও কোটাল মশাই, একটা হাইল্যাণ্ডার দেখলাম যে! হরিণ মারছে আমাদের!"*

---

* হাইল্যাণ্ডার—স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের সীমান্তবর্তী পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। এদের পরিচ্ছদ ত বটেই, জীবনযাত্রার ধারাও স্কটল্যাণ্ডের অন্য অধিবাসীদের থেকে পৃথক।

এখন, হরিণের ব্যাপারে স্কটল্যাণ্ডের আইন বড় কড়া। নিজের গ্রামসীমার বাইরে গিয়ে কেউ যদি হরিণ মারে, সে হয় দণ্ডনীয়। এক্ষেত্রে সত্যিই যদি কোন হাইল্যাণ্ডার এসে পার্থশায়ারে হরিণ মারার চেষ্টা করে থাকে। তাকে শাসিয়ে তাড়িয়ে দেওয়াই কর্তব্য কোটালের।

কর্তব্য সম্পাদনে তৎপরও হতেন হয়ত ক্রেইগডালি, কিন্তু দলের এক চ্যাংড়া হঠাৎ লাইনের পিছন থেকে বলে উঠল, "একটা মাত্র হাইল্যাণ্ডার? তা ত টুপিওয়ালা মশাই, আপনি একাই তাকে পিটিয়ে তার পাহাড়ে ফেরত পাঠাতে পারতেন। কোটাল সাহেব একটা জরুরী আলোচনা করছেন হেনরি ভাইয়ের সঙ্গে—

হেনরিও সায় দিল—"আরে ভাই অলিভার। একটা হাইল্যাণ্ডার দেখে তুমি দলবল ডাকতে এসেছ তাকে তাড়াবার জন্য, এও কি বিশ্বাস করবার মত কথা? এটা নিছক ঠাট্টা তোমার। যাও, যাও, পিটিয়ে বিদায় কর চোরটাকে। তবে হ্যাঁ, যদি দেখ যে ও একা নয়, তখন একটা হাঁক দিও, আমরা এসে পড়ব তক্ষুণি।"

একথার উপরে আর কথা চলে না বাস্তবিক। চালাতে গেলে প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয় যে হাইল্যাণ্ডারটা একা হলেও তার মহড়া নিতে ভয় করছে অলিভারের। উঃ, তা হলে বলবে কী পার্থশহরের লোক? তারা না, প্রাউডফুট অলিভারকে তুলনা করে সম্রাট শার্লামেনের বিখ্যাত নাইট অলিভারের সঙ্গে?"

সত্যিই করে। বোকা প্রাউডফুট ত ঠাট্টাও বোঝে না কি না! যদি সে-ঠাট্টা তার অভ্রভেদী অহমিকার অনুকূল হয়!

অলিভার গেল এগিয়ে অগত্যা। ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে বাধ্য হল। না গিয়ে উপায় নেই বলেই গেল।

হাইল্যাণ্ডারটা তখন হরিণ মেরে শেষ করেছে। তার ঘোড়া আছে পাশে দাঁড়িয়ে। সে নিজে মাটিতে নেমে সদ্যোনিহত হরিণটার দেহ থেকে ফালা ফালা করে মাংস কেটে নিচ্ছে তীক্ষ্ণ ধার ছুরি দিয়ে।

আর সেই মাংসের ফালাগুলো তুলে ফেলছে একটা বড় থলের ভিতর।

অলিভার খুব নিকটে গেল না। ঘোড়ার পিঠে বসেই হেঁকে বলল—"কে হে তুমি? পার্থ্শায়ারের লোক তুমি নও। পার্থ্শায়ারের এলাকায় ঢুকে তুমি হরিণ মার কোন্ সাহসে?"

হাইল্যাণ্ডারটা উঠে দাঁড়ালো। কী দৃপ্ত ভঙ্গী তার! সে আরো দ্বিগুণ ঝাঁজের সঙ্গে হেঁকে বলল—"কবে কোথায় দেখেছ বন্ধু যে ডগল্যাসের হাইল্যাণ্ডার কারও অভাব আছে সাহসের? আমরা যেখানে হরিণ পাই, সেখানেই হরিণ মারি। তা সে পার্থ্শায়ারই হোক আর যে-কোন শায়ারই হোক। ভাল যদি চাও, ভেগে পড়।"

ভেগে-পড়া যে ভাল, তা ইতিমধ্যে অলিভারও সমঝে গিয়েছে। কিন্তু উপায় কী ভেগে-পড়ার? নিজের সাথী সঙ্গীরা পিছনেই আছে, তারা অবশ্যই টের পাবে যে একটিমাত্র পাহাড়িয়ার ভয়ে হকের হরিণ তার হাতে সঁপে দিয়ে অলিভার-তুল্য বীর কেশরী তাদের অলিভার প্রাউডফুট, সব প্রাইড (গর্ব) হাওয়ায় ছুঁড়ে দিয়ে ভেগে পড়েছিল এক অশুভ ভ্যালেন্টাইন উৎসবের দিন বেলা এগারোটার সময়। সে-কলঙ্কও ত বেগবতী টে নদীর সমস্ত জল ঢেলেও ধুয়ে পরিষ্কার করা যাবে না।

অতএব সেও চেষ্টা করে ঝাঁঝালো করে তুলল নিজের গলা— "ওসব ন্যাকামি বন্ধ করে গুটি গুটি চলে এসো আমার সঙ্গে। আমাদের শেরিফ (কোটাল) নিকটেই আছেন। তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে তোমায়। তাঁর সঙ্গে দশজন তরোয়ালবাজ রয়েছে, জনে জনে তারা ওয়ালেস্* এক একটা।"

হাইল্যাণ্ডারটা যেন হরিণের মতই লাফ দিল একটা। লাফিয়ে উঠে বসল নিজের ঘোড়ায়। চোখের পলকে সেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিল

* সার উইলিয়াম ওয়ালেস। স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ইনি নিহত হন।

অলিভারের দিকে, একেবারে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার উপরে। কী যে হল, অলিভার তা ঠাউরে উঠতে পারার আগেই তার ঘোড়াটা পড়েছে উল্‌টে, অলিভার ছিটকে পড়েছে ছয় ফুট তফাতে, আর হাইল্যাণ্ডারটা তার পেটের উপর চেপে বসেছে ছুরি বাগিয়ে। যে-ছুরি দিয়ে হরিণটাকে ফালা ফালা করছিল ক্ষণপূর্বে। তাই দিয়েই সে যে এখন অলিভারকেও ফালা ফালা করতে প্রস্তুত, তার চোখ মুখের হিংস্র চেহারা দেখে অলিভারের তা বুঝতে দেরি হওয়ার উপায় ছিল না। এ-অবস্থায় মড়ার মত নির্জীব হয়ে পড়ে থাকাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করছে অলিভার।

পকেটে দুই এক শিলিংই ছিল, তার বেশী কী করতে থাকবে প্রাউডফুটের? সে ত আর বাজার করবার জন্য বেরোয় নি। হাইল্যাণ্ডার পকেট ঝেড়ে ঝুড়ে তা নিয়ে নিল। তারপর ছেড়ে দিল অলিভারকে, আগে তার তরোয়ালখানা কেড়ে নিয়ে।

সে উঠে দাঁড়ালো, তারপর এগিয়ে গেল অলিভারের ঘোড়ার দিকে। সে-ঘোড়া উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। তার পিঠ থেকে ঝুলছে অলিভারের ব্যাগ। "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই / পেলেও পাইতে পার লুকানো রতন"—নীতিটা জানা আছে হাইল্যাণ্ডারদের। সে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিল ব্যাগের ভিতর, টেনে বার করল তা থেকে একখানা কাটা হাত। প্রথমে লোকটা চমকে আঁৎকে উঠল, কেমন একটা রহস্যভরা দৃষ্টিতে প্রাউডফুটের দিকে তাকাল, তারপর হাতখানা ব্যাগের ভিতর ভরে রাখতে গেল সুস্পষ্ট বিতৃষ্ণার সঙ্গে। কিন্তু তারপরই—

ঐ যাঃ, শুয়ে শুয়ে প্রাউডফুট চোখে সর্ষেফুল দেখছে। পাপিষ্ঠ হাইল্যাণ্ডারের দৃষ্টি শেষ মুহূর্তে পতিত হয়েছে কাটা-হাতের আঙুলের উপর। কী সে আনন্দের অট্টহাসি তার! এক টানে আংটিটা আঙুল থেকে খুলে নিয়ে, এক লাফে সে উঠে পড়ল তার ঘোড়ায়। ভোঁ দৌড়! ভোঁ দৌড়!

দ্য ফেয়ার মেইড অব পার্থ-

হাইল্যান্ডারটা তার পেটের উপর চেপে বসেছে ছুরি বাগিয়ে । পৃঃ ১৬

তাড়াতাড়ি করবার কারণ আছে ওর। পার্থ শহরের দলটা এসে পড়েছে।

সে-দল ত কিছুই জানে না, অলিভার প্রাউডফুটের ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা! "তুমি একাই পারবে হাইল্যাণ্ডার হরিণচোরটাকে মেরে তাড়াতে"—এই বলে তারা যখন এগিয়ে দিয়েছিল অলিভারকে, তখন তো তারা কেউই ভাবে নি যে সত্যি সত্যি মুখোমুখি দ্বন্দ্বযুদ্ধে এগিয়েই যাবে সে। তাদের ধারণা ছিল, নিরাপদ দূরত্ব থেকে দুই একটা বাক্যবাণ নিক্ষেপ ছাড়া অন্য কিছু করবে না প্রাউডফুট। অবশ্য প্রাউডফুট তা করেও নি ঠিকই। কিন্তু হানাদারটা যে পরদেশে এসেও তেড়ে আক্রমণ করবে স্থানীয় লোককে, এ তো কেউ সম্ভব ব'লে বিবেচনা করে নি। দিনের বেলায় একক বিদেশীর পক্ষে এটা তো অসমসাহসের কাজ!

না, এটা কেউ সম্ভব বলে ভাবে নি। আর তা ভাবে নি বলেই এখন তারা সবাই অতিমাত্র বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হল সেই কল্পনাতীত ব্যাপারকে বাস্তবে পরিণত দেখে। বিশেষ করে হেনরি উইণ্ড। ছিঃ-ছিঃ, সে সশরীরে হাজির থাকতে, তারই প্রতিবেশী, বন্ধুস্থানীয় একটা লোক মার খেয়ে মরল হাইল্যাণ্ডারের হাতে, এ যে হেনরির পক্ষেই দুরপনেয় কলঙ্ক হয়ে রইল একটা! সারা স্কটল্যাণ্ড যে তাকে জানে পার্থশায়ারের সিংহ বলে।

কিন্তু প্রাউডফুট! নিজের পরাজয় এবং লাঞ্ছনাকে ছাপিয়ে যা এখন তাকে অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছে, তা হল ঐ আংটি-চুরি। ধিক্ তার অসম সাহসে! সে কেন আংটি-শুদ্ধ কাটা-হাত তার ব্যাগে তুলে নিতে গেল। নিতে পারত হেনরি স্মিথ! নিতে পারত নিজে কোটাল ক্রেইগডালি! তারা লড়াই দিতে পারত ঐ দস্যুটার সঙ্গে। অলিভার তো তাও পারে নি!

সে কাঁদো-কাঁদো মুখে আংটি-লুঠের কথা যখন প্রকাশ করল সকলের কাছে, তখন কিন্তু তারা কেউ বিশেষ ক্ষোভের কোন লক্ষণ প্রকাশ করল না। গিয়েছে, যাক্। আমাদের আংটি তো নয়! হাত-

খানা নিয়েই কথা আমাদের। আংটি থাকুক বা না-থাকুক, হাত যে কার, তা সনাক্ত হবেই একদিন। আংটি চুরি যাওয়া সত্ত্বেও হবে। সবাই মিলে এই সান্ত্বনাই দিল প্রাউডফুটকে, তারপর হাতখানা সত্যি সত্যি ব্যাগের ভিতর আছে কিনা, কোটাল তা নিজের চোখে দেখলেন একবার।

এইবার চল সবাই স্যার প্যাট্রিকের কেল্লায়। খানিকটা সময় নষ্ট হয়েছে, তা আর করা যাবে কী? একথাটাও এই সুযোগে বলে আসা যাবে স্যার প্যাট্রিককে। হাইল্যাণ্ডারের অত্যাচার শুরু হয়েছে পার্থশহরের কানাচেই, এটাও তো একটা দুশ্চিন্তার বিষয়। এদিকে দুষ্ট দুশ্চরিত্র অভিজাত যুবকরা হানা দেবে ভদ্র গৃহস্থদের অন্তঃপুরে, ওদিকে আবার হানাদার পাহাড়িয়ারা মেরে নিয়ে যাবে বনের হরিণ, এরকম হলে ত এদেশে বাস করাই শক্ত হবে!

অবশেষে সবাই এসে উপনীত হল কিনফাউন্স কেল্লায়। স্যার প্যাট্রিক এই কিছুক্ষণ হল ফিরে এসেছেন তাঁর দৈনন্দিন রোঁদ থেকে। এইবার একটু বিশ্রাম করে নিয়ে পারিবারিক লাঞ্চে বসে যাবেন ঘণ্টাখানিকের সমারোহ সেটা। তার কমে আর একটা নাইট-জমিদারের খাওয়া মেটে কেমন করে?

স্যার প্যাট্রিক খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন দরবার-ঘরের একটা স্তম্ভে হেলান দিয়ে। এক পা তাঁর টুলের উপরে তোলা। সেই পা থেকে হাঁটু-পর্যন্ত-উঁচু বুট খুলে নিচ্ছে এক ছোকরা চাকর। এমন সময় আর এক মধ্যবয়সী চাকর এসে খবর দিল, পার্থ শহরের শেরিফ ক্রেইগ-ডালি এসেছেন বেশ কয়েকজন সাথী সঙ্গী নিয়ে। স্যার প্যাট্রিক কি খুশী হলেন খবর শুনে? আদৌ না। "জাহান্নামে যাক ক্রেইগডালি আর তার সঙ্গী সাথী! নিরিবিলিতে বসে খাব-দাবো একটু, তারও উপায় নেই।"

কিন্তু এরকম কথা মনে যদি-বা ভাবা যায়, মুখে কদাচ প্রকাশ করা যায় না। কারণ সময়কাল খারাপ। ভূ-স্বামী হোক, দুর্গস্বামী হোক, আর বহু বহু শায়ার কাউন্টিতে ছড়ানো বিস্তীর্ণ

আর্লডমেরই অধিপতি হোক*, লোকবল প্রয়োজন ছিল সবাইয়েরই। প্রতিবেশীদের সঙ্গে ছোটখাটো লড়াই তখন ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। চার্টেরিসেরও ছিল। সে-অবস্থায় পার্থের মত বৃহৎ শহরের অধিবাসীদের আনুগত্য কি তিনি হেলায় হারাতে পারেন ?

টুপি খুলে অভিবাদন জানাতে জানাতে ক্রেইগডালি এবং তাঁর সহচরেরা সারি বেঁধে ঘরে এসে ঢুকছেন। আর চোখে মুখে উচ্ছ্বসিত আনন্দের আভাস ফুটিয়ে, হাত মুখ নেড়ে প্রত্যেককে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছেন নাইট—"আসুন, আসুন, আমার মাননীয় সহকর্মী মিস্টার ক্রেইগডালি আসুন। মহানগরীতে কোন অশান্তির কারণ ঘটে নি তো? ঘটবার উপায়ই বা কী? এই যে আমার বীর ভাই হেনরি উইণ্ড রয়েছেন, তাঁর হাতে অস্ত্র থাকতে কার সাধ্য পার্থের শান্তিভঙ্গ করে? আরে মিস্টার প্রাউডফুটও এসেছেন দেখছি, অন্ততঃ এক ডজন টুপি, নানান ফ্যাশানের, আমি দুই একদিনের মধ্যেই বানাতে দেব ভাই প্রাউডফুট। দেখলাম তো! লণ্ডনের দর্জিও দেখলাম, প্যারির দর্জিও ঢের দেখলাম। আমাদের পার্থের টুপির ওস্তাদ এই প্রাউডফুটের হাতের কাজ তাদের সবাইয়ের উপরে টেক্কা দিয়েছে। ওহে ও জেফ্রিস, কয়েক বোতল উৎকৃষ্ট সরাব। সত্যিকারের ভাল জিনিস, সব-চেয়ে সেরা মাল, যা ভাঁড়ারে থাকে, নিয়ে এস চটপট! বন্ধুরা রোদে পুড়ে এসেছেন। আর ঘোড়াগুলো, রেগুাল, তুই সইসদের বলে দে পার্থের ঘোড়াগুলিকে দানাপানি দিক আস্তাবলে নিয়ে, দলাই-মলাই করুক।"

রেগুাল দ্বিতীয় বুটখানা টেনে খুলল মনিবের পা থেকে, তারপর একজোড়া হরিণ-চামড়ার চটি তাঁর সমুখে এগিয়ে দিয়ে বুটজোড়া হাতে নিয়ে দৌড়োলো সইসদের উদ্দেশে। স্যার প্যাট্রিকের উচ্ছ্বাস তখনও সংযত হয় নি। অনর্গল কথা কয়ে যাচ্ছেন—"বসুন বন্ধুরা, এ তো নিজের বাড়ী আপনাদের। কিনফাউন্স কেল্লা আর পার্থ

* আর্লডম=যে-কোন আর্ল জমিদারের অধিকৃত ভূখণ্ড। সেকালে আর্লরাই ছিলেন প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

মহানগরী, এ-দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক তো আজ চার পুরুষের, কী বলেন? লাঞ্চের সময় এসেছেন, আপনাদের নিয়ে একসঙ্গে আনন্দ করে বসে খাব। হরিণ মাংসের কাবাব যা বানাচ্ছে আমার বাবুর্চি আজকাল, বুঝলেন মিস্টার ক্রেইগডালি।"

কথায় মনোভাব প্রকাশে অক্ষম হয়েই বোধ হয় স্যার প্যাট্রিক হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গী করলেন, যার অর্থ নিশ্চয়ই এই যে অমন চীজ দুনিয়ার অন্য কোন বাবুর্চির হাত দিয়ে কোন দিন পয়দা হয় নি, হবেও না কোনদিন। আর সেই সুযোগে ক্রেইগডালি নিবেদন করলেন—"হরিণের কথা যখন উঠে পড়ল, মাননীয় প্রভোস্টকে ঐ নালিশটাই আগে জানিয়ে নিই। এখানে আসবার পথে একটা হাইল্যাণ্ডারের সঙ্গে খানিকটা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল বন্ধু প্রাউডফুটের। উঁন আমাদের থেকে বেশ-খানিকটা এগিয়ে ছিলেন। হাইল্যাণ্ডারটাকে দেখতে পেলেন যখন, তখন সে আমাদের হরিণ মেরে নিয়েছে একটা, তার মাংস ফালা ফালা করে কেটে কেটে ঝোলায় ভরছে। প্রাউডফুট তার পরিচয় চাওয়া মাত্র সে লাফিয়ে উঠে একান্ত অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে বসল ওঁকে। উনি এরকম ব্যবহারের জন্য তৈরী ছিলেন না। দুর্বৃত্ত ওঁর ব্যাগের মধ্যে থেকে একটা দামী জিনিস তুলে নিয়ে—কিন্তু সেকথা পরে হচ্ছে, সে এক অন্য নালিশ, অনেক বেশী গুরুতর নালিশ, আর সত্যিকথা বলতে গেলে, সেই অন্য নালিশটা নিয়েই আমরা আসছিলাম পার্থ থেকে কিন কাউন্সে। তবে হরিণের কথা উঠে পড়ল বলেই হাইল্যাণ্ডার প্রসঙ্গ আগে তুলছি—আমাদের এ-অঞ্চলে ডগলাসের হাইল্যাণ্ডার তো আগে কোনদিন দেখা যায় নি স্যার প্যাট্রিক! এবার এরা কোথা থেকে এলো? ওরা তো একা কোথাও যায় না! যেখানে যাক, দলে পুরু হয়েই যায়! কালো ডগলাস কি ধারে কাছে কোথাও ছাউনি ফেলেছেন?"

"ছাউনি যাকে বলে, তা ঠিক নয়", স্যার প্যাট্রিক জবাব দিলেন থেমে থেমে। "তবে কালো ডগলাসের গোষ্ঠী বিপুল সংখ্যায় চলাচল

করছে টে-নদীর ওপার দিয়ে। তাদের উদ্দেশ্য যে কী, তা বোঝা যায় না ঠিক। হয়ত বিশেষ কিছুই না, আর্ল ডগলাস নিজের সৈন্যবল দেখিয়ে দেশের লোককে তাক লাগিয়ে দিতে চান শুধু। দেশের লোককেও বটে, দেশের রাজাকেও বটে।"

"রাজার সঙ্গে তো বেশ খানিকটা মন-কষাকষিই চলছে ডগলাসের, কী বলেন আপনি ?"—জিজ্ঞাসা করলেন ক্রেইগডালি।

"যা জানেন, তা জানেন। তা নিয়ে আলোচনা আবার কেন ? আমি রাজার কেল্লাদার, আপনি রাজার শেরিফ। অন্য লোকের যেটুকু বাক্-স্বাধীনতা আছে, আপনার আমার তা নেই। ওসব কথায় আমাদের দরকার নেই। তবে ডগলাসের বিশাল ফৌজ মোতায়েন আছে টে-নদীর ওপারে। তা ঠিক। কিন্তু এপারেও তারা দেখা দিচ্ছে, এ-খবর এই আপনাদের কাছেই শুনছি। এ-সম্বন্ধে যা বলবার, তা পরে বলছি আমি। আগে বলুন, আপনাদের প্রথম নালিশটা কী ছিল আমার কাছে। দুটো ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক কিছু আছে কিনা, সেটা বুঝবার চেষ্টা করি।"

"তা বোধ হয় নেই। কিন্তু প্রথম ঘটনাটা আপনাকে আগে শুনিয়ে দেওয়াই উচিত আমাদের। আর তা শুনিয়ে দিতে হলে আমার চেয়ে তা সাইমন গ্লোভার আর হেনরি উইণ্ডই ভাল পারবেন। কারণ, ঘটনাটা ঘটেছিল সাইমনের জানালায়। আর ঘটনাস্থলে প্রথম থেকে উপস্থিত ছিলেন হেনরি উইণ্ড। বল ভাই সাইমন, আগে তোমার যা বলবার আছে, বল তা।"

সাইমন বললেন—"এটা তুমি ভুল করলে শেরিফ। আমার বাড়ীতে ঘটনাটা ঘটেছে, তা ঠিক, কিন্তু নিজে আমি বাস্তবিকপক্ষে সে-ঘটনার কিছুই চোখে দেখিনি। বাড়ীর পাশে রাস্তায় খানিকটা সোরগোল শুনলাম প্রথমে। তখনও রাত আছে কিছু। প্রথমে গা করিনি। জানতাম, সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের উষা, আজ তো আমার মেয়ের জানালার নীচে শহরের যুবকদের হবেই আনাগোনা। মেয়েকে বলেই রেখেছিলাম, আমি তাকে ডাক না দেওয়া পর্যন্ত সে

যেন না খোলে জানালা। কাজেই গোলমাল শুনেও আমি উঠিনি। এ-শহরের কেউ আমার বাড়ীর জানালায় মই লাগাবে, এ তো আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।"

"তা হলে উঠলেন কখন?"—অধীরভাবে প্রশ্ন করলেন স্যার প্যাট্রিক।

"উঠলাম, হঠাৎ একটা তীব্র চীৎকার, মর্মান্তিক আর্তনাদ একটা শুনতে পেলাম যখন। নিশ্চয় একটা ভয়াবহ ঘটনা কিছু ঘটেছে, এই রকমই আমার ধারণা হল সে-চীৎকার শুনে। লাফিয়ে নেমে পড়লাম কম্বলের তলা থেকে। মেয়েকে তবু ডাকলাম না, সদর দরোজা খুলে ছুটে বেরুলাম রাস্তায়। দেখি সেখানে তখন হেনরি উইণ্ড দাঁড়িয়ে আছে খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে। আর আমার মেয়ের জানালায় খাড়া করা রয়েছে মই একখানা। প্রতিবেশীরা, এঁরা সবাই এবং আরও কেউ কেউ এধার ওধার থেকে দৌড়ে আসছেন আমার বাড়ীর দিকে। ব্যস, এরপরের ব্যাপার, আমার বদলে হেনরি বললেই ভাল হয়। কারণ ব্যাপারগুলোতে তারই হাত ছিল সকলের চাইতে বেশী।"

স্যার প্যাট্রিক মাথা নাড়লেন—"পার্থ শহরে এমন অনাচারের কথা এর আগে আপনারা কেউ শুনেছেন কি না, জানি না আমি। কিন্তু আমি নিজে যে শুনি নি, তা বলতে পারি হলফ করে। পার্থের যুবকেরা হৈ-চৈ করে ঠিকই, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না। ঐ যে সেণ্ট ডোমিনিকের বিহারে রাজা বসবাস করছেন প্রায় এক মাস ধরে। আমার তো সন্দেহ হয়—কিন্তু এখন থাকুক সেকথা। হেনরির কথাটা শুনি আগে।"

হেনরি এবার শুরু করল তার কাহিনী। ভ্যালেণ্টাইন-উষায় ক্যাথারাইনের জানালায় হাজিরা দেবার অভিপ্রায়ে সে বাড়ী থেকে রাত থাকতেই বেরিয়েছিল। ভোর হওয়ার তখনও ঢের দেরি দেখে বেশ ধীরে ধীরেই সে হাঁটছিল। এমন সময়ে পথের ধারের ঝোপ-ঝাড়গুলোর মধ্যে থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল—"তাড়াতাড়ি

যাও। নইলে, যেখানে যাচ্ছ সেখানে বিপদ ঘটে যাবে।" লোকটির গলা চেনা-চেনা মনে হয়েছিল হেনরির। কিন্তু চিনতে ঠিক পারে নি তাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা-চালাচালি করাও সে উচিত মনে করে নি। মিস্টার গ্লোভারের বাড়ীতে বিপদ ঘটে যেতে পারে, এই সতর্কবাণী শুনেই সে দৌড়ে চলে গেল সেই বাড়ীর উদ্দেশে। বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই ত্বটো লোক বেরিয়ে এল একটা পোড়ো জমি থেকে, আর জিজ্ঞাসা করল—"ছুটছ কেন? পাড়ার লোক আঁচ পেয়েছে নাকি? দলবল জোটাচ্ছে?"

হেনরির এক চোখের দৃষ্টি তখন ঐ লোক ত্ব'টোর উপরে, আর এক চোখ নিবদ্ধ ক্যাথারাইনের জানালার নীচে, যেখানে দেয়ালে লাগানো রয়েছে একটা মই, আর সেই মই বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে তৃতীয় একটা লোক। তার পরের ঘটনা আরও সংক্ষিপ্ত। হেনরির তরোয়ালের এক ঘায়ে পেট ফুটো হয়ে গেল এদিকের একটা লোকের, তাকে টেনে নিয়ে তার সাথী ঝটিতি অদৃশ্য হল পোড়ো জমিটার ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে হেনরি ছুটল মইয়ের দিকে, মইয়ের আরোহী মই থেকে নেমে তরোয়াল বার করল, তারপরই মর্মভেদী আর্তনাদ করে সে ছুটে পালিয়ে গেল। মইয়ের গোড়ায় ফেলে রেখে গেল, তরোয়াল-শুদ্ধ তার ডান হাতখানা।"

ক্রেইগডালি প্রাউডফুটের ঝোলা থেকে বার করলেন কাটা-হাত একখানা, স্যার প্যাট্রিকের সামনে ধরলেন উঁচু করে—"চাষীমজুরের হাত বলে মনে হয় না, কী বলেন?"

"নিশ্চয়ই না।"—বিস্মিত, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলেন স্যার প্যাট্রিক —"আমি যা সন্দেহ করেছিলাম গোড়ায়, সেই সন্দেহই বদ্ধমূল হতে চাইছে। ডোমিনিক বিহারে রাজা বসে আছেন এক মাসের উপরে। তাঁর সঙ্গে আছেন যুবরাজ। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা একদল বানর বললেই হয়। হ্যাঁ, কী একটা দামী জিনিস চুরি করে পালিয়েছে সেই হরিণচোর হাইল্যাণ্ডারটা, বলছিলেন না?"

"দামী অর্থাৎ একটা হীরে-বসানো আংটি"—বললেন ক্রেইগডালি —"ও-রকম আংটি বানরের হাতেই মানায় বলেই মনে হয় আমাদের।"

৩

সাইমন গ্রোভারের কাজ হল দস্তানা শেলাই করা। পশমের, সাটিন-ভেলভেটের দামী দামী জিনিস। কতক স্রেফ সৌখিন, কতক আবার রীতিমত মজবুতও। রীতিমত খাটনির কাজ। তা সাইমন খাটতে অরাজী নন। বংশ-পরম্পরায় খেটে আসছেন এই একই ব্যবসা নিয়ে। সারা স্কটল্যাণ্ডে এ-বাড়ীর খ্যাতি আছে, উঁচুদরের দস্তানাওয়ালা বলে। রাজার হাতেও ওঠে এ-বাড়ীর দস্তানা। যুবরাজ তো ইদানীং বাঁধা মক্কেল হয়ে দাঁড়িয়েছেন এদের।

কাজ অনেক কাজেই সহকারী রাখতে হয় সাইমনকে। সূক্ষ্ম কাজ নিজেই করেন। অথবা মেয়ে ক্যাথারাইনকে দিয়ে করান। কিন্তু মোটা কাজও তো ঢের আছে, যথা চামড়া পরিষ্কার করা। সে-সব কাজের জন্য লোক রাখতে হয়। শিক্ষানবিশ। তারা মাইনে তো পায়ই না, উল্‌টে কাজে ভর্তি হওয়ার সময় কিছু নগদ সেলামী দেয় ওস্তাদকে। তিন চার বছর বসে তারা কাজ শেখে সাইমনের কাছে। গুরুগৃহেই বাস করে, খায় দায় পরিবারভুক্ত লোকের মত। ইদানীং ওরকম একটি ছেলেই আছে সাইমনের কাছে। এ-অঞ্চলের লোক সে নয়। বাড়ী পাহাড়ের ভিতরে কোন দূরবর্তী উপত্যকায়। ওর বাবার সঙ্গে চামড়া কেনাবেচার সূত্রে আলাপ ছিল সাইমনের। অনেকদিনের আলাপ, ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছে গিয়েছিল, বৃত্তিব্যবসায় ঘোরতর অমিল সত্ত্বেও। গিল ক্রাইস্ট ম্যাক-আইয়ান হলেন কুহেল হাইল্যাণ্ডার গোষ্ঠীর দলপতি বা সর্দার। এদিকে সাইমন গ্রোভার তো, আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি, অতিমাত্র শান্তি-প্রিয় শিল্পী এবং ব্যবসায়ী একজন।

এই গিলক্রাইস্ট ম্যাকাইয়ানই তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্রকে সাইমনের কাছে রেখে গিয়েছিলেন, চার বৎসর আগে, শিক্ষানবিশ হিসাবে।

আশ্চর্য নয়? হাইল্যাণ্ডার স্কট! আগুন-খাওয়া জাত, "ভীলশিশু সিংহ মেরে খায়"। হাইল্যাণ্ডার শিশুও সেইরকম ভাবেই বেড়ে ওঠে তুঙ্গ পাহাড়ে, অসূর্যম্পশ্যা উপত্যকায়। অথচ সেই হাইল্যাণ্ডার সমাজের অন্যতম দুর্ধর্ষ দলনেতা কিনা নিজের পুত্রকে রেখে গেলেন নিম্ন স্কটল্যাণ্ডের সমতলে, নিরীহ দস্তানাওয়ালার কাজ শিখবার জন্য? যে শুনবে, সেই বলবে যে এর চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার দুনিয়ায় আর কিছু ঘটতে পারে না।

তবু যে ঘটেছিল এমন একটা ব্যাপার, কারণ আছে তার। গিলক্রাইস্ট সর্দারের এটিই হল কনিষ্ঠ পুত্র, 'কোনাকার' নাম দিয়ে যাকে তিনি রেখে গিয়েছেন সাইমনের কাছে। তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সন্তান এটি। এর অগ্রজ ছিল সাতটি। কোনাকারের যখন জন্মই হয় নি, তখনই সেই সপ্ত অগ্রজের বয়স আঠারো থেকে ত্রিশের মধ্যে।

গিলক্রাইস্টের তখন কী সে জমজমাট সংসার! পরিণত বয়সে নিজেও তিনি তখন পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য আর সামর্থ্যের অধিকারী, আবার তাঁকে ঘিরে সাত দিকে যে-সাত পুত্র তাঁর দাঁড়িয়ে আছে, বনস্পতির চারিপাশে সতেজ শালতরুর মত, তারাও শৌর্যে সাহসে কুহেল-কুলের গৌরবের জিনিস।

কথায় বলে—বেশী সুখ কারও বেশীদিন সয় না। ভরাট সংসারে ভাঙ্গন ধরল গিলক্রাইস্টের। চ্যাটান-গোষ্ঠী হাইল্যাণ্ডারদের সঙ্গে কুহেল গোষ্ঠীর শত্রুতা আজ কয়েক শতাব্দী ধরেই চলেছে। চোরা-গোপ্তা হানা থেকে শুরু করে রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধ পর্যন্ত কত যে হয়ে গিয়েছে এই দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে, কেউ তা হিসাব করে বলতে পারবে, না। হয়ে গিয়েছে এবং হচ্ছেও। হয়ে গেল একটা ছোটখাটো লড়াই। কারও তাতে মরবার কথা নয়, কিন্তু দৈবকে কে ঠেকাবে? একটা উড়ো তীর এসে গিলক্রাইস্টের বড় ছেলের বুকে বিঁধে গেল, মারা গেল সে।

সেই যে শুরু হল, যমরাজের আনাগোনা তার পর থেকে চলতেই

থাকল ক্রমাগত। এক ছেলে পড়ে গেল পাহাড় থেকে, মারা গেল। এক ছেলেকে বানে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, তার আর পাত্তা পাওয়া গেল না। সাপ যে অত্যন্ত বিরল স্কটল্যাণ্ডে, সেই সাপে কামড় বসালো আর একটিকে, মারা গেল সেও। এইভাবে, তুই বৎসরের মধ্যে সাত সাতটি তেজীয়ান লড়ুয়ে ছেলে গিলক্রাইস্টের, মরে শেষ হয়ে গেল সবাই। দেশের লোক কানাঘুষা করছে তখন, কোন প্রেতপিশাচের বিষদৃষ্টি পড়েছে গিলক্রাইস্টের উপরে।

পড়েই যদি থাকে, গিলক্রাইস্ট তার করবেন কী! মোটামুটি ধার্মিক লোক তিনি। ভগবানের উপর নির্ভর করে বসে আছেন চুপ করে। এমন সময় তিনি জানতে পারলেন, তিনি আবারও পিতা হতে চলেছেন এক নবজাতকের। শুনে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। আবার যদি ছেলে হয়, সেও আবার মরবে তো! প্রেতপিশাচের কোপ যে আর নেই তাঁর উপরে, তা তিনি কেমন করে বুঝবেন? এই ত তাঁর ভেড়ার পালে মড়ক লেগে তু'শোটা ভেড়া তিন দিনের মধ্যে মরে গেল সবে সেদিন!

না, না। আশা করবার কিছু নেই। ছেলে যদি হয়, সে নিশ্চয় মারা যাবে। তবে—

পাহাড়িয়াদের ধ্যানধারণা সমতলবাসীদের থেকে অনেক পৃথক্। ক্রুদ্ধ প্রেতপিশাচদের ফাঁকি দেবার একটা পথ বাৎলে দিল কোন এক হিতৈষী। আসন্নপ্রসবা পত্নীকে গিলক্রাইস্ট বনে পাঠিয়ে দিন, কিছুদিন কোন রকমই সংশ্রব রাখবেন না তাঁর সঙ্গে। তাহলে অপদেবতারা জানতে পারবে না যে আবারও ছেলে হয়েছে গিলক্রাইস্টের, সে-ছেলেকে যমালয়ে পাঠাবার জন্য উদ্যোগীও তারা হয়ে উঠবে না। তারপর? বরাতে থাকে তো বনের ভিতরেও বেঁচে যাবে শিশু। প্রেতেরাও অবশ্য চিরদিন রাগ পুষে রাখবে না। হয়ত দশ বিশ বছর বাদে ঐ সন্তানই আবার ফিরে আসতে পারবে লোকালয়ে, গিলগ্রাইস্টের অবর্তমানে কুহেল গোষ্ঠীর সর্দারিতে সেই হয়ত পারবে প্রতিষ্ঠিত হতে।

এর চেয়ে সৎপরামর্শ তো দিতেও পারছে না কেউ। সুতরাং পাষাণে ~~বুক~~ বেঁধে গিলক্রাইস্ট পত্নীকে রেখে এলেন ঘোর অরণ্যে একাকিনী। সেইখানেই যথাসময়ে অষ্টমপুত্রের জন্ম হল তাঁর।

জন্ম হল অষ্টমপুত্রের। এবং তারপরই অভাগিনী মায়ের হল মৃত্যু। শিশু ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ট্যাঁ ট্যাঁ করে বনের ভিতর, এক হরিণী ছুটে এল সেই কান্না শুনে। সে অল্পদিন আগে সন্তান প্রসব করেছে, নিজের স্তন্যদুগ্ধ দিয়ে সে প্রাণরক্ষা করল শিশুর। তারপর সে রোজই আসে, রোজই দুধ খাওয়ায় বাচ্চাটাকে।

এক বনবাসী কাঠুরে সেই শিশুকে দেখতে পেলো একদিন। একটি মৃতদেহ পড়ে আছে নিকটেই, আর শিশুকে স্তন্যদান করছে এক হরিণী। কাঠুরে দেহটিকে কবর দিয়ে শিশুকে নিয়ে গেল নিজের কুঁড়েতে। সেখানেও যায় সেই হরিণী-মা, দুধ খাইয়ে আসে পড়ে-পাওয়া দোপেয়ে ছেলেকে।

কাঠুরের নিজের আট ছেলে। যেমন কাঠুরে নিজে, তেমনি তার ছেলেরা, মহা মহা পালোয়ান তারা প্রত্যেকেই। তারা সবাই প্রাণ দিয়ে ভালবাসে ছেলেটিকে, নিজেদের মত পালোয়ান করে তোলবার চেষ্টা করে তাকে। গায়ে তার বল কিছু এলোও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে। কিন্তু কী পরিতাপ! কাঠুরে আর তার ছেলেদের শিক্ষিত চোখে প্রতিনিয়তই ধরা পড়ে যে পড়ে-পাওয়া এই ছেলেটির মনে সাহস জিনিসটার রীতিমত অভাব আছে। এ কেমন ধারা ব্যাপার, তা তারা বুঝতেই পারে না। কুহেল হাইল্যাণ্ডারের রক্তে যার জন্ম, সাহস আর শৌর্য তো তার জন্মগত সম্পদ!

ছেলেটার নাম তারা দিয়েছে কোনাকার। প্রাণের মত তাকে ভালবাসে এই কাঠুরে-পরিবারের সবাই। কোনাকার কাঠুরেকে ডাকে বাবা বলে, তার ছেলেদের ডাকে ভাই বলে। এই বাবা আর এই ভাইয়েরা, সদাই সাবধান থাকে, অন্য লোকে যাতে ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে যে কোনাকারের চরিত্রে একটি মহৎ দোষ রয়েছে,

ভীরুতা। এ-দোষের কথা যদি প্রকাশ পায় কোন রকমে, কুহেল গোষ্ঠীর সর্দার পদে বৃত হওয়ার আশা তার আর থাকবে না।

কোনাকার বড় হয়ে উঠল। তার ভাগ্যচক্রেও এল নতুন আবর্তন। ডাইনীদের ক্ষমতার উপরে অপার আস্থা হাইল্যাণ্ডারদের। তাদেরই একজন একদা জানিয়ে দিল বৃদ্ধ সর্দার গিলক্রাইস্টকে যে তাঁর অষ্টমপুত্র জীবিত আছে, বিজন অরণ্যে এক কাঠুরের পরিবারে সে মানুষ হচ্ছে দীন দরিদ্র ভাবে।

গিলক্রাইস্টের মনে হরিষে বিষাদ এ-খবর শুনে। পুত্র জীবিত আছে? হয়ত, অজ্ঞাতবাসে আছে বলেই জীবিত আছে। কুহেল গোষ্ঠীর মধ্যে মানুষ হচ্ছে না বলেই প্রেতপিশাচেরা ভুলে আছে তার কথা। যে-মুহূর্তে তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন গিলক্রাইস্ট, পিশাচেরা আবার হয়ত হিংস্র হয়ে উঠবে আগের মত, যে পথে আগেকার দিনে পাঠিয়ে দিয়েছে গিলক্রাইস্টের সপ্ত পুত্রকে, একেও সেই পথেই পাঠিয়ে দেবে যে-কোন প্রকারে। না, তাকে ঘরে ফিরিয়ে এনে কাজ নেই। বনবাসেই থাকুক সে।

ডাইনী কিন্তু আশ্বস্ত করল গিলক্রাইস্টকে—"তোমার আর চিন্তা করার কিছু নেই। প্রেতেরা শান্ত হয়েছে, তোমার উপরে আর বৈরভাব নেই তাদের। এই শেষ পুত্রটি তোমার, অকালমৃত্যু যদি তার হয়ই কোনদিন, প্রেতপিশাচের রোষে তা হবে না। হবে স্বাভাবিক ভাবেই, যেমন না কি যে-কোন লোকেরই হতে পারে যে-কোন দিন।"

ডাইনীর এ-আশ্বাসে মন খুব ভরল না গিলক্রাইস্টের। তিনি এ-থেকে বুঝলেন যে প্রেতপিশাচদের রোষবশতঃ না হোক, অন্যভাবে অকালমৃত্যুর একটা আশঙ্কা খুবই আছে তাঁর এই ছেলের। তবু তিনি তাকে নিয়ে এলেন বনবাস থেকে। ভবিষ্যতে যাতে সে কুহেল গোষ্ঠীর সর্দার-পদে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করতে পারে, তার উপযুক্ত শিক্ষাদানের বন্দোবস্তও করে ফেললেন সবই।

এইখানেই বাধল মুস্কিল। শিক্ষা যারা দেবে, তারা আচরেই লক্ষ্য

করল যে সর্দারের এই ছেলেটি বেশ-একটু ভীরু স্বভাবের ছেলে। হাইল্যাণ্ডার ভীরু? এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! তারা গিয়ে গিলক্রাইস্টকে বলল। বেচারী গিলক্রাইস্টও চমৎকৃত! তিনি ছুটে গেলেন ডাইনীর কাছে—এ কেমন ব্যাপার? ডাইনী বলল—"উপায় কী? শৈশবে হরিণীর দুধ খেয়েছিল যে! হরিণীর মতই ভীরু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওকে এখন কুহেল-পাহাড়িয়াদের কাছে রেখো না। বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দাও। দুনিয়াটা দেখে আসুক। তাহলে হয়ত ভীতু স্বভাব ঘুচতেও পারে। না যদি ঘোচে, ও কোনদিন কুহেলদের সর্দার হতে পারবে না।"

নিজের অদৃষ্টকে অভিশাপ করে গিলক্রাইস্ট ছেলেকে নিয়ে গেলেন পার্থ শহরে। বাইরের দুনিয়ায় সাইমন গ্লোভারই তাঁর একমাত্র বন্ধু। তাঁকে গিয়ে বললেন—"আমার ছেলেটিকে তোমার ব্যবসা শেখাও।"

"হাইল্যাণ্ডার সদারের ছেলে দস্তানা সেলাইয়ের ব্যবসা শিখে কী করবে?"—অবাক হয়ে গেলেন সাইমন।

"পাহাড়ে একটা দস্তানার কারখানা খুলব, ভাবছি।"—হাসি মুখে জবাব দিলেন গিলক্রাইস্ট, সাইমন বুঝলেন, বন্ধু মনের কথা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নন, তিনিও সেজন্য আর পীড়ন করলেন না বন্ধুকে। কোনাকার ভর্তি হয়ে গেল শিক্ষানবিশিতে।

স্বভাবে তার ভীরুতা থাকলে কী হবে, দম্ভও আছে যথেষ্ট। নিজে একটা হাইল্যাণ্ড সর্দারের ছেলে, একথা সে কখনো ভোলে না। কাজেই চামড়া-পরিষ্কারের মত হীন কাজে হাত দিতে মনও চায় না তার। কাজে তার সদাই গাফিলতি। এজন্য সাইমন তাকে তিরস্কার করতে বাধ্য হন প্রায়শঃই। আর তিরস্কৃত হলেই তার ভিতরকার দম্ভ ফণা তুলে গর্জে ওঠে দলিত বিষধরের মত। সে-সময়ে তাকে সংযত করার শক্তি ও-বাড়ীতে অন্য কারও নেই, একমাত্র ক্যাথারাইনের ছাড়া। ক্যাথারাইনের চোখের একটি মাত্র ইসারায় সে নির্বাক হয়ে মাথা নীচু করে।

কোনাকার শিক্ষানবিশি করছে এখানে, আজ চার বছর হল! পরন্তু রাত্রেই ঘটে গিয়েছে ঐ সব মারাত্মক ব্যাপার। ক্যাথারাইনের জানালা বেয়ে উঠতে গিয়ে কোন-একজন অভিজাত শ্রেণীর লোকের হাতই কাটা গিয়েছে একখানা। কার হাত তা জানা যাচ্ছে না। স্যার প্যাটিক চার্টেরিস পার্থে এসেছিলেন ক্রেইগডালিদের সঙ্গে, প্রকাশ্য বাজারে একখানা বিজ্ঞাপন লটকে দিয়ে গিয়েছেন। তার উপরে মোটা গজাল দিয়ে আটকানো সেই কাটা-হাত। বিজ্ঞাপনটা এই রকম—

"যার এই হাত, সে এসে দাবি করুক, পুরুষ বলে যদি তার কিছুমাত্র গর্ব থাকে। সে যদি অভিজাত বংশীয় হয়, তবে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে হবে কিনকাফ্রাস দুর্গাধিপতি স্যার প্যাট্রিক চার্টেরিসের সঙ্গে। আর তা যদি না হয় সে, তাকে শক্তিপরীক্ষা দিতে হবে পার্থ-বাসী লৌহকার হেনরি উইণ্ডের সঙ্গে। হাত কাটা যাওয়ার দরুন নিজে যুদ্ধ করা তার পক্ষে সম্ভব না হতে পারে। সেক্ষেত্রে সে প্রতিনিধি পাঠালেও চলবে।"

কাল বিকালে হাত আর ইস্তাহার লটকানো হয়েছে বাজারে, এ-যাবৎ কোন দাবিদার আসে নি হাতের। অর্থাৎ হাতের মালিক ব্যাপারটা চেপে যেতে চায়। খুবই স্বাভাবিক সেটা। হাত যা যাওয়ার, তা তো গিয়েইছে। আবার দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে এসে কেন যেচে চূন-কালি মাখবে মুখে? স্যার প্যাট্রিক চেয়েছিলেন পৌরুষগর্বে আঘাত দিয়ে লোকটাকে আত্মপ্রকাশে প্রলুব্ধ করা। তা আর হয় না।

শুনতে আশ্চর্য লাগবে, সাইমনের ভাল লাগে নি স্যার প্যাট্রিকের এই ব্যবস্থা। ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশী হৈ-চৈ না হয় যদি, তাহলেই খুশী হবেন সাইমন। কারণ এর সঙ্গে তাঁর কন্যার সুনাম জড়িত আছে। সেণ্ট ভ্যালেণ্টাইনের উষায় তরুণ-তরুণীদের সাক্ষাৎকার কোনই দোষাবহ ব্যাপার নয়। আবহমান কাল এ-রীতি চলে আসছে দেশে। কিন্তু তারই উপলক্ষে হানাহানি দ্বন্দ্বযুদ্ধ যদি ঘটে

যায, সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। রাজা পার্থের উপকণ্ঠেই আছেন। তাঁর মনোযোগ যদি এদিকে আকৃষ্ট হয়, অনেক বেশী অশান্তির সৃষ্টি হবে।

এই সব নানা কারণে সাইমন আজ প্রভাতে খুবই অপ্রসন্ন। প্রাতরাশে ব'সে একবার তাকিয়ে দেখলেন, সবাই এসেছে কি না। না, কোনাকার আসে নি। অমনি খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি—"কোনাকার কোথায়? এখনও ঘুম ভাঙেনি বুঝি? পরশু রাতে বাড়ীতে খুনোখুনি হয়ে গেল, তাতেও তার ঘুম ভাঙল না। আজ আবার এত বেলা হল, এখনও ওর—"

তিনি কথা শেষ করার আগেই কোনাকার ঘরে এসে ঢুকল। তার পিঠে একটা ঝোলা। "একী? ঝোলা কিসের?"

"সুপ্রভাত!"—বলল কোনাকার উদ্ধত সুরে—"এবং বিদায়! আমি নিজের দেশে চলে যাচ্ছি। পরশু রাতে ঘুম আমার ভাঙেনি, তা ঠিক। তার কারণ, আমার ঘুমোবার জায়গা হচ্ছে রান্নামহলে, রাস্তার দিকের কোন আওয়াজ সেখানে পৌঁছোয় না। যা হোক, আমার বাবাকে যদি কোন খবর আপনি দিতে চান, বলুন, আমি জানাব তাকে।"

"কিন্তু তুমি যাচ্ছ কেন? ব্যবসা শেখার জন্য তোমার বাবা তোমায় পাঠিয়েছেন এখানে, এখনও তো কিছুই তোমার শেখা হয় নি বলতে গেলে। তোমার বাবা তো ডেকেও পাঠান নি তোমাকে।"

"না, তা পাঠান নি"—স্বীকার করল কোনাকার—"কিন্তু পরশু রাতে এ-বাড়ীতে যা সব কাণ্ড ঘটে গেল, তা শুনলে পরে এতক্ষণ নিশ্চয়ই ডেকে পাঠাতেন। আমরা হাইল্যাণ্ডারেরা নিজেদের মধ্যে লড়ালড়ি হামেসাই করি। কিন্তু পরের ঝগড়া থেকে দূরেই থাকি বরাবর। এখানে থাকলে সেই পরের ঝগড়াতেই জড়িয়ে পড়তে হবে তো! মিস্ গ্রোভারের জানালায় যখন লর্ড-দলের লোক হানা-হানি শুরু করেছে, তখন আমি—কি আর আলগা থাকতে পারব?"

কোনাকার আর দাঁড়া'ল না। সাইমনেরও আর প্রবৃত্তি হ'ল না তার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করার। ক্যাথারাইন হেসে ফেলল—"ছেলেটা ভীতু না কি? রাস্তায় গোলমাল শুনে হাইল্যাণ্ডারের ছেলে দৌড়ে পালায়, এমন তো কেউ কখনো শোনে নি!"

৪

স্কটল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় রবার্ট, ধর্মভীরু বৃদ্ধ। কীর্তিমান রবার্ট ব্রুসের সাক্ষাৎ পৌত্র, কিন্তু ব্রুসের সে শৌর্য সাহস বা অধ্যবসায়ের কণামাত্র তিনি লাভ করেন নি উত্তরাধিকার সূত্রে।

ছেলেবেলায় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে একখানা পা ভেঙে গিয়েছিল তাঁর, এখনও একটু খুঁড়িয়ে হাটেন। তা নইলে মানুষটি তিনি সুপুরুষ। দীর্ঘ দেহ, উদার ললাট. উন্নত নাসিকা। কিন্তু মুখের নীচের দিকটা, চিবুক বা চোয়াল, এ-সব থেকে যে-জিনিসের আভাস পায় তাঁর সভাসদরা, তা হল অস্থির চিত্ততার। রাজোচিত মর্যাদাবোধ তাঁর যথেষ্টই আছে, কিন্তু পুরুষোচিত চারিত্রিক দৃঢ়তার একান্তই অভাব এই মন্দভাগ্য রাজাটির।

শান্তি স্কটল্যাণ্ডে কোনদিন নেই। ভূস্বামী আর্ল ব্যারন নাইটবৃন্দ জনে জনে দাম্ভিক, লোভী, কলহপরায়ণ। কোন দুইজনের মধ্যে সদ্ভাব নেই একদিনের তরেও। ওদিকে হাইল্যাণ্ডারেরা যুদ্ধবিগ্রহে মেতেই আছে, প্রত্যেকটা দলের জাতবৈরী হচ্ছে অন্য প্রত্যেকটা দল। পাহাড় থেকে রক্তের স্রোত প্রায়ই নেমে আসে সমতলে, রাজার সিংহাসনেও এসে লাগে তার ঢেউ।

এ-সবেও তো তবু পার ছিল, সম্প্রতি মহামান্য পোপ হয়ে দাঁড়িয়েছেন অশান্তির আর এক হেতু। স্কটল্যাণ্ড এ-যাবৎ যথারীতি অনুরক্তই রয়েছে পোপের। রোমে বসে তিনি যখন যা নির্দেশ পাঠাচ্ছেন তাঁর আজ্ঞাবহ যাজকদের মারফত, রাজা কখনো তা অমান্য করেন নি। খ্রীষ্টান জগতের একচ্ছত্র ধর্মগুরুর যা প্রাপ্য সম্মান, তা কড়ায়-গণ্ডায় তাঁকে দিয়ে আসছেন ব্রুসবংশের রাজারা।

কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট নন পোপ। তাঁর সদাই ভয়, এই বুঝি

স্কটল্যাণ্ড তাঁর ছত্রচ্ছায়া থেকে বেরিয়ে যায়, ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে তাঁর প্রভুত্ব উপেক্ষা করে। ভয়ের অবশ্য কারণও আছে পোপের। সারা ইউরোপে পোপের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ঝড় উঠেছে প্রতিবাদের। যেখানে স্বৈরশাসন, সেখানেই অনাচার, দুর্নীতি এবং পাপ। তা সে-স্বৈরশাসন যদি পোপের মত ঈশ্বর-আনিত ব্যক্তির শাসনও হয়, তবুও। প্রতিবাদ যারা তুলেছে, তারা নিজেদের চিহ্নিতই করে নিয়েছে প্রোটেস্টাণ্ট বা প্রতিবাদকারী বলে। এখন পর্যন্ত স্কটল্যাণ্ডে তাদের অনুপ্রবেশ সামান্যই ঘটেছে। তবু তাইতেই পোপ মহোদয় বিরক্ত, ত্রস্ত। তিনি রাজার উপরে প্রতিনিয়ত চাপ দিচ্ছেন, "ওদের দমন কর শীঘ্র। ওদের বাড়তে দিও না, সূচনাতেই মূলোচ্ছেদ কর ওদের।"

মূলটা যে কোথায়, তার সন্ধান কিন্তু জানে না কেউ। এই অনিশ্চিত অবস্থাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে যত অশান্তির আকর। এক এক যাজক এক এক দিন এসে খবর দিচ্ছেন—"অমুক জায়গায় অমুক লোককে প্রোটেস্টাণ্ট বলে সন্দেহ করার কারণ দেখতে পেয়েছি আমি—" তাঁর ইচ্ছেটা এই যে ধর্মদ্বেষিতার যা চরম দণ্ড পোপের আইনে, সেই দণ্ডই এক্ষুণি দেওয়া হোক সন্দেহভাজন লোকটাকে। সে-দণ্ড আর কিছু নয়, আগুনে পুড়িয়ে মারা।

রাজার শত দুর্বলতা সত্ত্বেও, অন্তরটা তাঁর কোমল। খামোকা একটা লোককে আগুনে পুড়িয়ে মারার কথা চিন্তাও করতে পারেন না তিনি। এ-পর্যন্ত যাজকদের শত প্ররোচনা সত্ত্বেও তিনি অমন আদেশ একটা ক্ষেত্রেও দেন নি। এজন্য স্থানীয় যাজকমুখ্যেরা অপ্রসন্ন তাঁর উপরে। তাঁদের এত্তেলা পেয়ে পোপও চিঠির পরে চিঠি দিচ্ছেন রাজাকে। ধাপে ধাপে বেশী বেশী কড়া হয়ে উঠছে তার সুর। রাজাটি যদি দুঁদে হতেন, এসব চিঠিকে ছেঁড়া কাগজের চুপড়িতে ফেলে দিতেন। কিন্তু লোক তিনি শান্তিপ্রিয়, নিরীহ, কড়া চিঠির কড়া উত্তর দিতে তাঁর সাহস হয় না। ভয়ে ভয়ে থাকেন, সংবাদবাহী যাজকদের শান্ত রাখবার চেষ্টা করেন মিষ্ট কথায়। ফলে,

তাঁরাই পেয়ে যান উত্তরোত্তর বেশী বেশী প্রশ্রয়। আবদারে আবদারে রাজাকে করে তোলেন অতিষ্ঠ।

পার্থ শহর স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী নয়, স্থানীয় লোকে একে মহানগরী বলে যতই বড়াই করুক, এমন কিছু বৃহৎ আয়তনও এর নয়। তবু অন্য পাঁচটা নগরীর চাইতে পার্থ একটখানি বিশিষ্ট মর্যাদা চিরদিনই পেয়েছে রাজা-প্রজা সকলেরই চোখে। তার কারণ, এ-শহরের চার কোণে, অতিকায় বিহার আছে চারটি। বিরাট এলাকা প্রতিটি বিহারের, অসংখ্য সেখানে ঘরবাড়ী, অগুন্তি সেখানে লোকজন। গির্জা, বক্তৃতামঞ্চ, যাজকদের বাসস্থান, অতিথিশালা, অনাথ-আশ্রম, বিদ্যালয় ইত্যাদি মিলিয়ে এক একটা বিহার স্বয়ং-সম্পূ। এক একটা শহর বললেই হয়। সে-শহরের সর্বেশ্বর হচ্ছেন এক একজন এ্যাবে। বিহারের অভ্যন্তরে তাঁর ক্ষমতা প্রায় একটা বিশপেরই সমান। পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ স্থাপনের অধিকারী তিনি।

এর মধ্যে ডোমিনিকান বিহারের আয়তন, সমৃদ্ধি, মর্যাদা সবই বেশী। এ্যাবের বাসস্থান বলে চিহ্নিত যে বাড়ীটি, সেটি একটি প্রাসাদ বললেই হয়। সেই প্রাসাদেই এসে সম্প্রতি অধিষ্ঠান করেছেন রাজা তৃতীয় রবার্ট। সঙ্গে আছেন রাজভ্রাতা আর্ল অব আলবানি, এবং যুবরাজ ডেভিড, উপাধি যাঁর ডিউক অব রথসে। রাজা বিপত্নীক, যুবরাজ অবশ্য বিবাহিত, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ডাচেস মার্জরি স্বামীর সঙ্গে আসেন নি, পিত্রালয়ে আছেন। কেন আসেন নি স্বামীর সঙ্গে? দু'টো কারণের যে কোন একটা হতে পারে। প্রথমতঃ, ধর্মবিহারে ক্যাথলিক খ্রীষ্টানেরা নারীর প্রবেশ অনুমোদন করেন না। দ্বিতীয়তঃ, যুবরাজ এবং তাঁর পত্নীর মধ্যে সদ্ভাব মোটেই নেই। ডাচেস মার্জরির ডোমিনিক বিহারে না-আসার কারণ এ-দু'টোর যে-কোন একটা হতে পারে। আবার দু'টো কারণই একসাথে কাজ করে থাকে যদি, তাতেও অবাক হবার কিছু নেই।

রাজা রবার্ট অতি স্নেহশীল লোক। বিশেষ এই জ্যেষ্ঠ পুত্রটি,

এই তরুণ ডেভিড তাঁর নয়নের মণি বললেই হয়। গুণ এবং রূপ দু'টোই পর্যাপ্ত আছে এঁর। তেমনি আবার দোষও অসংখ্য। গুণের মধ্যে বলা যেতে পারে এই কথা যে যুবরাজটির বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, অন্তর অতি কোমল, দানধ্যান প্রচুর, আশ্রিত বাৎসল্য একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ের। আর দোষ? তার ফিরিস্তির দৈর্ঘ্য হবে অনেক বেশী। প্রথমতঃ তিনি হঠকারী, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কথা বলেন এবং কাজ করেন। মানী লোকের মান রেখে কথা বলেন না সব সময়। দ্বিতীয়তঃ, তিনি অপরিণামদর্শী। যাকে চটিয়ে দিলে নিজের ঘোরতর অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তিলমাত্র দ্বিধা না করে তাকে তিনি চটিয়ে দেবেন। চটিয়ে দেবেন হয়ত সামান্য কারণে বা একেবারে বিনা কারণেই। লোকটাকে তিনি অপছন্দ করেন. সুতরাং তাকে খাতির করে চলবার দরকার বোঝেন না তিনি।

কিন্তু এ-সবের চাইতেও মারাত্মক দোষ অনেক অনেক আছে রথসের। বয়সে তরুণ, স্বভাবে বিলাসী। স্বভাবতঃই তাঁর কুসঙ্গী জুটেছে অনেক। তারা সারা দেশের পক্ষে একটা বিষম উৎপাত। যুবরাজ যখন যেখানে থাকেন, তাঁর এই কুসঙ্গী পল্টন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। সারারাত্রি ঘুমোতে দেয় না শহরের লোককে। পথে পথে হল্লা করে ঘোরে, মাতলামি করে, পথচারীদের ধরে শীতের রাতে মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়, এমনি এমনি সব কুকাণ্ড।

সব চেয়ে পরিতাপের কথা, এই কুসঙ্গীদের দলে অনেক সময় খোদ যুবরাজকেও দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ নতুন নতুন বেলেল্লাপনার উদ্ভাবন করে তিনিই অনেক সময় সহচরদের লেলিয়ে দেন নিরীহ নাগরিকদের পিছনে। অত্যাচারিত লোকগুলো রাজার কাছে গিয়ে যুবরাজের বিরুদ্ধে নালিশ করবার সাহসও পায় না। সবাই ধরে নিয়েছে যে পুত্রের উপরে কঠোর হওয়ার সামর্থ্য বৃদ্ধ রাজার নেই, স্নেহের আতিশয্যে তিনি বিবেক হারিয়ে ফেলেছেন।

স্যার প্যাট্রিক চার্টেরিস, কিনফাউন্স কেল্লার অধিপতি, পার্থ নগরীর প্রভোস্ট। তিনি পার্থের বাজারে ঐ যে গজাল মেরে একখানা ছিন্ন

হাত ঝুলিয়ে দিয়েছেন। মনে প্রাণে তিনি বিশ্বাস করেন, ঐ হাতখানা সেই উচ্ছৃংখল যুবরাজেরই কোন অভিজাতবংশীয় কুসঙ্গীর। লোকটা যে অভিজাতবংশীয়, তার প্রমাণ ঐ হাতখানিই। খেটে-খাওয়া কোন লোকের হাত অমন নধর সুডৌল সুন্দর হতে পারে না। তার উপরে আবার এমন কথাও শোনা গিয়েছে যে ঐ হাতের আঙুলে একটা হীরের আংটিও ছিল গোড়ায়, পরে তা অপহৃত হয়েছে একটা ডগলাস গোষ্ঠীর পাহাড়িয়ার দ্বারা। তবেই ত দ্বিতীয় একটা প্রমাণ পাওয়া গেল অপরাধীর বংশগৌরবের। হেজিপেঁজি লোকের হাতে ত আর হীরে মানিক থাকতে পারে না।

এই কারণেই চার্টেরিস প্রস্তাব দিয়েছেন যে হাতের মালিক উচ্চ-বংশীয় হলে, তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করার জন্য নিজেই তিনি অবতীর্ণ হবেন।

রাজা এসে স-পারিষদ ডোমিনিক বিহারে অধিষ্ঠান করেছেন। নিজে তিনি ধর্মভীরু লোক, বিহারের ধর্মীয় পরিবেশে মনটা ভাল থাকবে নিশ্চয়ই। ওদিকে ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি রাজার পরিপূর্ণ আনুরক্তির এই পরিচয় পেয়ে পোপের সন্দিগ্ধ অন্তরও হয়ত আশ্বস্ত হতে পারবে। মোটের উপর রাজা আছেন। তাঁর আরাম বিরামের জন্য এ্যাবে মহাশয় সম্ভাব্য সকল রকম ব্যবস্থাই করে যাচ্ছেন। অর্থে সামর্থ্যে তো উচ্চপদের যাজকের বড় বড় আর্লের চাইতেও কম যান না।

রাজার সঙ্গে আছেন তাঁর ভাই, আর্ল অব আলবানি। দেখতে রাজারই মত। বরং রাজার চাইতেও ভাল। কারণ রাজা খোঁড়া, ইনি খোঁড়া নন! ইনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন, হাঁটতে গেলে টাল খেয়ে পড়েন না। রাজা এঁকে বিশ্বাস করেন খুবই, রাজকার্যে প্রতিনিয়তই এঁর পরামর্শ নিয়ে থাকেন। আগে ডগলাসের আর্ল ছিলেন রাজ্যের লেফটেনান্ট। অর্থাৎ রাজার সহকারী হিসাবে রাজক্ষমতার পরিচালন তিনিই করতেন। আলবানিরই পরামর্শে ডগলাসের সে-ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন রাজা। নিজের হাতে সব শক্তি কেন্দ্রীভূত করাই উদ্দেশ্য তাঁর।

সারা স্কটল্যাণ্ডে সব-চেয়ে বেশী শক্তিধর ব্যক্তি হচ্ছেন এই আর্ল অব ডগলাস। সারা উত্তর স্কটল্যাণ্ডই বলতে গেলে তাঁর জমিদারি। সৈন্যবল তাঁর অন্য সব জমিদারের চাইতে অনেক বেশী। তার উপরে হাতে-কলমে সৈন্য-চালনা করার অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। বলতে গেলে, তাঁর মত সক্ষম সেনাপতি রাজা রবার্টের দ্বিতীয় আর একটিও নেই। এ-অবস্থায় রাজা তাঁকে লেফটেনাণ্ট পদ থেকে অপসারিত করতে গেলেন কেন? এবং করতে গেলেন কী সাহসে? আজ যদি ডগলাস বিদ্রোহ করেন—

কিন্তু না, তা তিনি করবেন না। কারণ ডিউক অব রথসের সঙ্গে তিনি বিয়ে দিয়েছেন তাঁর মেয়ে মার্জরির। যে-সিংহাসনে একদিন তাঁর মেয়েরও দাঁড়াবে আধাআধি অধিকার, সে-সিংহাসনের অস্তিত্বই যাতে বিপন্ন হতে পারে, এমন কাজ করবেন না ডগলাস।

অস্তিত্ব অবশ্যই বিপন্ন হতে পারে, দেশে অন্তর্বিপ্লব শুরু হলে। কারণ সেক্ষেত্রে ঐ পোপ মহাশয় একটা সুযোগ পাবেন স্কটল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাবার। স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পরাক্রান্ত দেশগুলির রাজারা গোঁড়া ক্যাথলিক। পোপের নির্দেশ তাঁদের কাছে ঈশ্বরেরই আদেশ। সে-নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তাঁরা স্কটল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠাবেন, শান্তিস্থাপনের জন্য চেষ্টার অজুহাতে। ফলে রাজা রবার্টের রাজ্যচ্যুতি ঘটতে পারে। তা যদি ঘটে, রথসে ও মার্জরির সিংহাসনে বসার আশা আর কোথায় থাকবে?

রথসে চান নি ডগলাসের কন্যাকে বিবাহ করতে। কারণ আগে থাকতেই তাঁর বাসনা ছিল, আর্ল অব মার্চের কন্যাকে বিবাহ করবেন। ডগলাসের চাপে পড়ে রাজা বাধ্য হয়েছিলেন, ডগলাস দুহিতাকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনতে। সেই থেকে রথসে নাম শুনতে পারেন না ডগলাসের। মার্জরির সঙ্গেও তিনি বিশেষ সম্পর্ক রাখেন নি। আগেও তিনি উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের যুবক ছিলেন। বিবাহের পর থেকে সে-উচ্ছৃঙ্খলতা যেন আরও বেড়ে গিয়েছে তাঁর।

রাজা বাস করছেন ডোমিনিক বিহারে। আলবা'ন তাঁর সঙ্গে

আছেন। রথসেরও অবশ্যই পিতার কাছে থাকবার কথা। লোকসমাজে প্রকাশ যে রথসে আছেনও তাই। কিন্তু ভিতরের কথা যারা জানে, তারা জানে যে রথসেকে পিতার দরবারে কদাচিৎই দেখা যায়, বিহারের অভ্যন্তরে রাত্রি-যাপনও তিনি করেন কদাচিৎই। ডাচেস মার্জরি এই উচ্ছৃঙ্খলতা বরদাস্ত করতে না-পেরেই রাজ-পরিবার ত্যাগ করে পিতার আশ্রয়ে বাস করছেন।

ছোটখাটো ব্যাপারে বিচলিত হওয়ার পাত্র নন ডগলাস। লেফটেনাণ্ট পদ থেকে অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিঃশব্দে নিজের জমিদারিতে চলে গিয়েছিলেন। বেশ কয়েক মাসই তাঁকে রাজদরবারে দেখে নি কেউ। হঠাৎ কিন্তু তাঁর আবির্ভাব হয়েছে টে-নদীর ওপারে, তাঁর সঙ্গে আছে অন্ততঃ হাজার পাঁচেক হাইল্যাণ্ডারের একটা সৈন্যদল। সেইখান থেকে তিনি রাজার কাছে এত্তেলা পাঠিয়েছেন—দক্ষিণ সীমান্তে ইংরেজ আক্রমণের প্রবল সম্ভাবনার কথা জানতে পেরে তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ছুটে এসেছেন।

রাজভ্রাতা আলবানি হেসেই উড়িয়ে দিতে চান একথা। ডগলাস বসেছিলেন স্কটল্যাণ্ডের উত্তর মাথায়। দক্ষিণ সীমান্তে ইংরেজ আক্রমণের সম্ভাবনা সেইখান থেকে দেখতে পেলেন তিনি, আর মাঝ-পথে পার্থে বসে রাজা বা তাঁর পারিষদেরা টের পেলেন না কিছু ?

রাজারও মনে ধরেছে কথাটা। আলবানির সুরে সুর মিলিয়ে তিনি বললেন—"তার উপরেও কথা আছে একটা। দক্ষিণ দিকে স্কটল্যাণ্ডের সীমান্ত রক্ষার ভার চিরদিনই রয়েছে আর্ল অব মার্চের উপরে। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর খানিকটা অসন্তোষের কারণ ঘটেছে হয়ত আমাদের উপরে। তাঁর কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ না করে ডগলাসের কন্যাকে গ্রহণ করেছি আমি। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিযোগের দোহাই দিয়ে কেউ দেশদ্রোহিতা করতে পারে কি ? মার্চ যদি ইংরেজ আক্রমণের প্রতিরোধ না করেন সর্বশক্তি দিয়ে—"

রাজা অতঃপর কী বলবেন, তাই ভাবছেন, ইতিমধ্যে আলবানি টিপ্পনী কাটলেন একটা—"ব্যক্তিগত অভিযোগ বলতে যদি মহারাজ এই কথা বোঝাতে চেয়ে থাকেন যে মার্চের কন্যা রাজপরিবারে প্রবেশাধিকার না পাওয়াতে খুব একটা ক্ষতি হয়েছে মার্চের, তাহলে আমি সবিনয়ে নিবেদন করব যে এ-অধম ও-বিষয়টাতে মহারাজের সঙ্গে একমত হতে পারছে না। আমার তো মনে হয়—"

রাজা হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন—"কী মনে হয়? এইটাই কি মনে হয় তোমার যে রথসের সঙ্গে বিয়ে না হওয়ার ফলে খুব একটা মারাত্মক রকমের দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে মার্চের মেয়ে? জানি, জানি, তুমি কোনদিনই দেখতে পার না রথসেকে। দু'টো ছেলে আমার, দেখতে পার না তাদের কোনটাকেই। কারণ, স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে তোমার বা তোমার পুত্রদের বসবার পক্ষে অন্তরায় তো ওরাই।"

"মহারাজ! মহারাজ! এ আপনি কি বলছেন?" বলে একেবারে হাহাকার করে উঠলেন আলবানি—"আমি কি এতই নরাধম? যুবরাজ রথসে আর রাজপুত্র জেমসকে কি আমি নিজের পুত্রদের চেয়ে কম ভালবাসি? আপনি যদি সত্যি সত্যিই ভেবে থাকেন যে—"

রাজা মানুষটি অতি ভদ্র, ভাইকে তিনি ভালবাসেনও যথেষ্ট। হঠাৎ আবেগের বশে তার মনে একটা আঘাত দিয়ে ফেলে পরের মুহূর্তেই মনস্তাপে দগ্ধ হচ্ছেন। একটা ঢোঁক গিলে, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, তারপর তিনি বললেন—"না, ভাই, সত্যি সত্যি যে আমি তাই ভাবি, তা নয়। আমার এবং আমার পুত্র দু'টির সবচেয়ে বড় হিতৈষী যে তুমি, তা কি আর আমার অজানা? হঠাৎ ঝোঁকের বশে যা বলে ফেলেছি, তা তুমি ভুলে যাও। কিন্তু ডগলাসকে তো একবার ডাকতেই হয়। একে সে পরমাত্মীয়, তায় সে পরম পরাক্রান্ত। পাঁচ হাজার সৈনিক সঙ্গেই এনেছে। দরকার বুঝলে

আরও পাঁচ হাজার সাত দিনের মধ্যেই এনে ফেলবে। তার সঙ্গে হঠাৎ অসদ্ভাব করা চলে না। কী বল ?"

আলবানি আর কী বলবেন ?

ডগলাসের কাছে রাজার আমন্ত্রণ চলে গেল। সৈন্য সব যেমন আছে ছাউনিতে, তেমনি থাকুক। ডগলাস নিজে চলে আসুন ডোমিনিক বিহারে। দক্ষিণ সীমান্তের আসন্ন সংকট সম্পর্কে রাজা তাঁর কাছ থেকে সব শুনতে চান। তারপরে, ডগলাসের মত রণপণ্ডিত এবং অপরাজেয় সেনাপতি যখন রাজার সহায় আছেন, সংকট কাটিয়ে উঠতে কতক্ষণ লাগবে ?

পরের দিনই ডগলাস এসে উপস্থিত। সঙ্গে মাত্র একশো দেহরক্ষী। কিন্তু কী দুর্ধর্ষ বীরমূর্তি সেই দেহরক্ষীদের। আর তাদের ঘোড়াগুলিই বা কী আশ্চর্য রকম বলবান আর তেজীয়ান। হাইল্যাণ্ডার সেন্যেরা পায়দলেই লড়াই করে সাধারণতঃ। ভাল ঘোড়া, বড় ঘোড়া জন্মায় না পাহাড়ে। ডগলাস কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন এসব ঘোড়া ?

রাজার কাছে তখন আলবানি, রথসে দু'জনেই উপস্থিত। ডগলাস এসে রাজাকে অভিবাদন করলেন নতজানু হয়ে। আলবানির দিকে বাড়িয়ে দিলেন হাত, রথসের দিকে নিক্ষেপ করলেন অপ্রসন্ন দৃষ্টি।

উভয় পক্ষে সামান্য শিষ্টাচার বিনিময়ের পরেই ডগলাস বললেন —"রাজনীতি রণনীতির আলোচনা শুরু করার আগে সামান্য একটা ঘরোয়া কথা আমি বলে নিতে চাই, মহারাজের অনুমতি হলে। হাইল্যাণ্ডারেরা সদাই চুরি-চামারি করে, তা জানেন মহারাজ! আমার সহচরদের মধ্যে একটা লোক পরশু কিনফাউন্স-এর পথে একটা হরিণ মেরেছিল। পার্থবাসী একটি লোকের সঙ্গে সেজন্য তার কলহ হয়। সামান্য লড়াইয়ের পরে পার্থবাসীর ঝোলাটা কেড়ে নেয় আমার লোকটি। সেই ঝোলায় সে পায় একখানা কাটা হাত। সেই হাতের আঙুলে ছিল একটি হীরের আংটি। হাতখানা আমার

লোকটি আনে নি, সে-হাত এখন পার্থের বাজারে গজাল দিয়ে লটকানো আছে শুনেছি। কিন্তু হাতের সেই আংটিটা নিয়ে আসে লোকটা। এবং কর্তব্যবোধে আমার কাছেই নিয়ে আসে। আমি, মহারাজ, আংটিটা দেখে মূর্ছা যাওয়ার মত হয়েছিলাম। কারণ আংটিটা আমার ভয়ানক-রকম চেনা। লণ্ডন থেকে কিনে এনে আমি মেয়ের বিয়ের যৌতুক হিসাবে জামাইকে দিয়েছিলাম। এই সেই আংটি। আংটি আমার জামাই কাকে দিয়েছিলেন, তিনিই জানেন। কাটা হাতখানা যে তাঁর নয়, তা তো চোখেই দেখতে পাচ্ছি, এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, তা দেখতে পেয়ে।"

৫

শত দোষ সত্ত্বেও ডিউক অব রথসের চরিত্রে মহৎ গুণ আছে একটি, তিনি মিথ্যা কথা বলেন না।

আর্ল ডগলাস, তাঁর পরম পূজ্য শ্বশুর মহাশয় যখন হীরের আংটিটা রাজার সমুখে রেখে দিলেন, তখন সমবেত মহিমান্বিত ব্যক্তি যুগল, রাজা ও রাজভ্রাতা তো বজ্রাহতবৎ নিস্পন্দ হয়ে গেলেন বটেই, স্বয়ং রথসেও দিশেহারা হয়ে পড়লেন তাঁদের মতই। আংটিটা দেখেই তিনি চিনেছেন। এ তাঁরই আংটি বটে, বিয়ের সময় যৌতুক হিসাবে শ্বশুরের কাছ থেকে পাওয়া। তাঁরই আংটি ছিল, তাতে সন্দেহ কিছুমাত্র নেই, ঐ যে ওর ভিতর দিকে 'ডি' অক্ষর খোদাই করা আছে একটি। 'ডি' অর্থে ডেভিড, যুবরাজের নিজেরই নাম।

নাঃ, আংটি তাঁর, তাতে ভুল নেই, কিন্তু আংটি তাঁর কাছ থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছে অনেকদিন আগেই, তাতেও ভুল নেই। শ্বশুরকে তিনি পছন্দ করেন না, পছন্দ করেন না শ্বশুর কন্যাকেও। সেই শ্বশুরবাড়ীর আংটি তিনি আঙ্গুলে পরতে যাবেন কোন্ দুঃখে? বিয়ের পর থেকেই ওটা তাঁর টেবিলের দেরাজে পড়ে ছিল। র্যামর্নি একদিন দেখতে পায়। হাতে তুলে নিয়ে তারিফ করছিল ওটার অশেষ প্রকারে। যুবরাজ বললেন—"অত যদি তোর পছন্দ হয়ে থাকে, নিয়ে যা তুই। আমি ওটা পরি না।"

র্যামর্নি তো আহ্লাদে আটখানা। যুবরাজের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সেবক সে। বকশিস সে অনেক সময় অনেক রকমই পেয়ে থাকে তাঁর কাছে। কিন্তু একথা ঠিক, এত বেশী দামের কোন বকশিস সে এর আগে আর কখনও পায় নি। আংটি সে নিয়ে গেল, তার হাতে তারপর থেকে ওটাকে সর্বদাই দেখেছেন যুবরাজ।

আংটি র্যামর্নির হাতে ছিল। সেই আংটি প্রথমে পার্থবাসীরা,

পরে এক হাইল্যাণ্ডার দস্যু হাতিয়ে নেয় একখানা কাটা হাত থেকে। তাহলে সেই কাটা হাত কি র‍্যামর্নির? সে-চিন্তা মাথায় আসতেই যুবরাজের মাথা ঘুরে গেল। কী সর্বনাশ! র‍্যামর্নি দুই তিনদিন তাঁর কাছে আসে নি। এটা তাঁর খেয়াল হচ্ছে এখন। সেই যেদিন সাইমন গ্লোভারের বাড়ীতে তার যাওয়ার কথা ছিল, যুবরাজের তরফ থেকে একটা প্রস্তাব নিয়ে!

রাজা, রাজভ্রাতা, ডগলাস, তিনজনই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে, একটা কিছু তাঁকে বলতেই হয়। এক মিনিটের মধ্যেই তিনি সামলে নিয়েছেন নিজেকে। যেন গুরুতর ব্যাপার কিছুই ঘটে নি, এমনি তাচ্ছিল্যের সুরে বলছেন—"আংটি আমারই ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আমার পরম স্নেহশীল শ্বশুরমহাশয় আমাকে দিয়েছিলেন। আমিও এক বন্ধুকে দিয়েছিলাম, যাকে আমিও স্নেহ করি অত্যধিক। সে সম্ভবতঃ অন্য কাউকে দিয়ে থাকবে আবার, এমন কাউকে, যার উপর সে আবার অতিমাত্র স্নেহশীল। মনে হয়, কাটা হাতখানা সেই তৃতীয় স্নেহভাজন ব্যক্তির। যা হোক, আমি খোঁজ নেব এবং আপনাদের জানাব। মহামান্য আর্ল অব ডগলাস রাজকার্য উপলক্ষে মহারাজের কাছে এসেছেন এ-সময়ে এই তুচ্ছ আলোচনা আর না চালালে ক্ষতি কী?"

কথা সঙ্গত। রাজাও সায় দিলেন এই কথায়। তখন ডগলাস শুরু করলেন তাঁর সব কথা। দেশের প্রশাসনে কুত্রাপি দৃঢ়তা নেই। হাইল্যাণ্ড অঞ্চলে কুহেল গোষ্ঠীর সঙ্গে চ্যাট্টান গোষ্ঠীর বহু পুরাতন বিবাদ এবার চরমে উঠেছে। তাদের কঠোর হস্তে দমন না করলে, পার্বত্য অঞ্চলের অর্ধেক অধিবাসী খুন হয়ে যাবে সেই বিবাদের কোন-না-কোন পক্ষে যোগদান করে। ওদিকে দক্ষিণ দিকে ইংরেজ সেনা সীমান্ত পেরুবার তোড়জোড় করছে, ডগলাস এ-খবর পেয়েছেন চর-প্রমুখাৎ।

রথসে স্থানকালপাত্র বিচার করে কথা বলতে অনভ্যস্ত। তিনি

হঠাৎ মাঝখান থেকে বলে উঠলেন—"চর? স্কটল্যাণ্ডের রাজা গুপ্তচরও রাখেন, এটা আমি জানতাম না।"

ডগলাসের দু'টো চোখ জ্বলে উঠল ক্রোধে। নিজের কথার মাঝখানে অন্য কেউ কথা কইবে, এ তাঁর অসহ্য। হোক না সেই অন্য ব্যক্তি রাজার পুত্র বা তাঁর নিজের জামাতা। ক্রোধটা তিনি দমন করলেন, কিন্তু কথার সুর শোনা গেল তাঁর। বিরস, তিক্ত—"না, গুপ্তচর রাজা রাখেন না। কিন্তু আমি রাখি। যখন লেফটেনান্ট ছিলাম, তখনই বহাল করি তাদের। আমি আর লেফটেনান্ট নই এখন, কিন্তু তারা এখনও কাজ করে যাচ্ছে আগের মতই। তাদের বেতন এখন রাজা দেন না, আমি দিই।"

ডগলাসের রোষ-প্রশমনের জন্য রাজা মধুর মন্তব্য করলেন একটি—"এরই নাম তো দেশপ্রেম। তারপর, আপনি যা বলছিলেন, তা শেষ করুন ভাই ডগলাস।"

রাজাদের এটা দস্তুর। পরাক্রান্ত ভূস্বামীদের ভাই বলে ডাকা। "কাজিন" অর্থাৎ তুতো-ভাই, অবশ্য। 'ব্রাদার' নয়।

ডগলাস প্রশমিত হবার জন্য আসেন নি। তিনি এসেছেন রাজার কাছ থেকে এমন কিছু কার্যভার আদায় করতে, যাতে করে হারানো লেফ্‌টেনান্ট পদটি আবার তিনি পেতে পারেন, এবং সেই সঙ্গে রাজার উপর চাপ দিয়ে দিয়ে তাঁর কন্যার রাজান্তঃপুরে প্রত্যাবর্তনের পথ সহজ করতে পারেন। কথার তিক্ত সুর কোমল করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে তিনি নিজের বক্তব্য আবারও বলতে শুরু করলেন—"ইংরেজ-আক্রমণ হয় যদি, হোক তা। আমরা তাতে ডরাই না। ওয়ালেশের আমল থেকেই তো ঐ দক্ষিণী প্রতিবেশীদের সঙ্গে পৌনঃপুনিক শক্তিপরীক্ষা করে আসছে স্কচ-জাতি। না, একক ইংরেজকে ডরাই না আমরা। কিন্তু চিন্তার কারণ ঘটে, যখন এধার থেকে দেশদ্রোহীরা হাত মেলায় সেই চিরকেলে বহিঃশত্রুর সঙ্গে। মহারাজ অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন, কার কথা বলছি আমি।"

রাজাকে উত্তর দিতে হ'ল না। আলবানি—মনে মনে আঁৎকে উঠেছেন—কে জানে ডগলাস দেশদ্রোহী বলতে তাঁর দিকেই ইঙ্গিত করছেন কি না। ডগলাসের অভিযোগে কারও নাম উচ্চারিত হয় নি, কিন্তু তিনি যে আর্ল অব মার্চের দিকেই রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান, তা রাজা বুঝতে পারুন বা না-পারুন, যুবরাজ ঠিকই বুঝে ফেলেছেন। রাজাকে উত্তর দেওয়ার দায় থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন—"মহামান্য আর্ল যদি সমপদস্থ কোন ব্যক্তির সম্পর্কে অভিযোগ আনতে চান, সে-অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ তাঁর হাতে কী আছে, তাও তাঁর রাজসমক্ষে পেশ করা উচিত।"

"রাজসমক্ষে কী পেশ করা উচিত বা অনুচিত, তা বিচার করার ভার যে রাজা যুবরাজের হাতে ন্যস্ত করেছেন, তা ত আমার জানা ছিল না!"—ডগলাসের কণ্ঠ যুবরাজের চেয়েও অগ্নিগর্ভ এবার।

রাজা আবার যথারীতি শান্তিস্থাপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন—"ভাই ডগলাস, এটা ভুললে চলবে না যে রাজকার্যে রাজার সাহায্য করবার জন্য যে শাসন-পরিষদ রয়েছে দেশে, তার পাঁচটি সদস্যের মধ্যে চারটিই আমরা উপস্থিত আছি এখানে। সুতরাং উপস্থিত সমাবেশকে অনায়াসেই সেই পরিষদেরই একটি অধিবেশন বলে বিবেচনা করা যায়। যুবরাজও সে-পরিষদের অন্যতম সদস্য, যেমন অন্যতম সদস্য হচ্ছেন আর্ল অব মার্চও।"

আলবানি এইবার একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন, নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার, শান্তভাবেই নিবেদন করলেন—"মার্চ যখন নেই আজ এখানে, তাঁকে অধিবেশনের সংবাদও কেউ দেয় নি, তখন তাঁর সম্পর্কে কোন প্রসঙ্গ এখানে না-ওঠাই বোধ হয় উচিত। কিন্তু মার্চের কথা ছেড়ে দিন। মহারাজ বোধ হয় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে যেহেতু যুবরাজও পরিষদের সদস্য, সেই কারণেই নিজের মত প্রকাশ করার পরিপূর্ণ অধিকার তাঁরও আছে। 'রাজসমক্ষে' পেশ করা উচিত, একথা তিনি যা বলেছেন, সেটার অর্থ ধরতে হবে 'পরিষদ-সমক্ষে'। তাই ধরলেই মহামান্য ডগলাসের আর আপত্তির

কারণ থাকে না। আবার মহামহিম মহারাজেরও সম্মানের লাঘব তাতে হয় না। কারণ পরিষদের যা কিছু-মর্যাদা বা অধিকার, তা ত তাঁরই দেওয়া।"

ডগলাস তিতিবিরক্ত। সোজা কথা কত সহজে জটিল হয়ে উঠতে পারে, তারই আর একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল আজ। তিনি রাজার দিকে তাকিয়ে চড়া গলায় বলে উঠলেন—"মার্চের সম্পর্কে যুবরাজের যে অনেকখানি দুর্বলতা ছিল ও আছে, তা সারা স্কটল্যাণ্ডের লোকই জানে। তিনি এক সময়ে মার্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। তা মার্চের নাম উচ্চারণে যদি পরিষদের আপত্তি থাকে, তবে আমি তা না-ই বা করলাম। প্রমাণ আমি কিছুই দিতে পারছি না এই মুহূর্তে, কারণ যা-কিছু খবর আমি পেয়েছি তা মুখে মুখে। দলিল-দস্তাবেজ চিঠিপত্র কিছু হাতে নেই আমার। তবে মৌখিক খবর যা পেয়েছি, তাইতেই যথেষ্ট আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে আমার মনে। সৈন্য আমার নিজের যা আছে, তাই নিয়েই ছুটে এসেছি। মহারাজের খুড়ি, শাসন-পরিষদের অনুমতি পেলে দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষার জন্য অগ্রসর হতে পারি।"

একটু থেমে শাণিত ব্যঙ্গের সুরে তিনি আবার বললেন, "পরিষদের পঞ্চম সদস্য আজ ভাগ্যিস উপস্থিত নেই। থাকলে তিনি নিশ্চয়ই বিরোধিতা করতেন আমার প্রস্তাবের। যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁরা কেউ করেন কিনা বিরোধিতা, দেখবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছি আমি।"

অন্য কেউ? অর্থাৎ রথসে? আলবানি একবার তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে। তারপর অতি মিষ্টি সুরে বললেন—"শাসন-পরিষদই বলুন, আর যাই বলুন, আমরা যারা আছি এখানে উপস্থিত, সবাই ত আমাদের পরম আশ্রিতবৎসল মহারাজেরই অনুগামী! কর্তব্য নির্ধারণের ভার এবং অধিকার চিরদিনই তাঁরই মূলতঃ। তিনি যা বলবেন, সেইমতই কাজ হবে।"

রাজা বললেন—"তা কেন? তা কেন? তোমাদের সবাইয়ের যা মত, আমারও তাই, একে একে বল তোমরা—"

রথসে আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন—"এর আর বলাবলি কী? সীমান্তে সতর্কতা অবলম্বন ত কোন ক্ষেত্রেই আপত্তিকর হতে পারে না। সীমান্তরক্ষার ভার নিয়ে আর্ল অব মার্চ আছেন ওখানে, ভালই। তা বলে রাজা তাঁর সৈন্য সেখানে পাঠাতে পারবেন না, এমন ত কোন কথাই বলবে না কেউ। মহামান্য আর্ল ডগলাস যে আগুবাড়িয়ে এসেছেন এ-ব্যাপারে, সেজন্য সারা স্কটল্যাণ্ড তাঁকে ধন্যবাদ দেবে। তবে আমার মনে হয়, রাজার তরফ থেকে একটা সংবাদ যাওয়া উচিত আর্ল অব মার্চের কাছে, এই মর্মে যে বিশেষ কারণে রাজা দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব সাময়িকভাবে আর্ল অব ডগলাসের উপরে ন্যস্ত করেছেন। আর্ল অব মার্চকে এখানে ডেকেও পাঠাতে পারা যায়, পরামর্শের নাম করে।"

"ডেকে পাঠাতে পারা যায় নিশ্চয়ই"—ডগলাস মনে মনে বলছেন—"তবে সকন্যা নয়"। প্রকাশ্যে তিনি বললেন—"মহারাজের ও রাজভ্রাতার মত পেলেই আমি বোধ হয় রণযাত্রা করতে পারি—"

"আমার পরিপূর্ণ মত আছে"—ঝটিতি বলে উঠলেন রাজা—"যুবরাজ বয়সে তরুণ হলেও মতামত প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞের মত। ভাই আলবানি, কী বল?"

"আমারও পরিপূর্ণ মত আছে"—বললেন আলবানি।

শাসন-পরিষদের অধিবেশনও ভঙ্গ হল, যুবরাজও বিদায় চাইলেন পিতার ও পিতৃব্যের কাছে—"আমার একটু বিশেষ কাজ আছে। অনুমতি হলে বেরিয়ে পড়তে পারি—।" ডগলাস তখন বাইরের চত্বরে ঘোড়ায় চেপেছেন।

রাজা বললেন—"তা ত বেরিয়ে পড়বেই তুমি। কিন্তু আমি জানতে চাই, তোমার বিয়ের আংটি কী সূত্রে একখানা কাটা-হাতের আঙুলে পাওয়া গেল কিনকাউন্সের মাঠে।"

"মহারাজ! তারই তদন্ত করতে ত যাচ্ছি আমি। ব্যাপারটা

যে অত্যন্ত বিসদৃশ হয়েছে, তা কি আর আপনার অধম সন্তান বোঝে নি? বিশ্বাস করুন, কী সূত্রে যে এ-আংটি—মানে, আমি দিয়েছিলাম আমার এক বিশেষ অনুগ্রহভাজন কর্মচারীকে। তার হাত কাটা যাবে, এটা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই কাটা হাতখানা কার, সে কী করে আংটি পেলো র‍্যামর্নির কাছ থেকে, এইসবই আমাকে জানতে হবে।"

রথসের কথা শেষ হওয়ার আগেই রাজা ও আল্‌বানি দুইজনেই এক সঙ্গে কথা ক'য়ে উঠেছেন। ছোট্ট একটি শব্দ—"র‍্যামর্নি"। রাজা সেটি উচ্চারণ করেছেন বিস্ময়ের সঙ্গে ঘোরতর বিরক্তি মিশিয়ে, আলবানির উচ্চারণে বিস্ময় প্রচুর পরিমাণে থাকলেও, তার চেয়ে বেশী ফুটেছে কৌতুক।

"র‍্যামর্নি? তাকে তুমি হীরের আংটি দিতে গেলে? তোমার বিয়ের যৌতুক হিসেবে তোমার শ্বশুরের দেওয়া আংটি?"—রাজার মত পুত্রবৎসল পিতার পক্ষে গলা যতখানি কঠোর করা সম্ভব, তা তিনি করেছেন।

"অত্যন্ত কাজের লোক বাবা! সে আমার দেহরক্ষী সৈন্যের অধিনায়ক, জানেন ত?"—আদুরে ছেলের মত আবদারের সুর যুবরাজের কথায়। আলবানি তা শুনে হাসি চাপলেন অনেক কষ্টে।

কাজের লোক? সন্দেহ কী!

রাজা সাদাসিধে নির্বিরোধী মানুষ। র‍্যামর্নির সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবর তিনি কোনদিনই রাখেন না। পুত্রের দেহরক্ষীদলের কাপ্তেন সে। যুবরাজ নিজেই তাকে বেছে নিয়েছেন। ছেলেটি অভিজাতবংশীয়ও বটে, "স্যার" উপাধিটা ওদের বংশানুক্রমিক। এর চেয়ে বেশী কিছুই জানার দরকার বোঝেন নি রাজা। র‍্যামর্নিকে চাক্ষুষ দেখেছেন বোধ হয় মাঝে মাঝে। বোধ হয় বা বলি কেন, দেখেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু মনে নেই লোকটার চেহারা। এই মুহূর্তে তার সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি রাজার। সে ফাঁকি দিয়ে যুবরাজের কাছ

থেকে বাগিয়ে নিয়েছে এমন একটা আংটি, যা উপলক্ষ করে যুবরাজকে অপ্রীতিভাজন হতে হয়েছে তাঁর শক্তিমান শ্বশুরের কাছে।

ডগলাস যে শক্তিমান, তা স্কটল্যাণ্ডের দুগ্ধপোষ্য শিশুটাও জানে। শক্তিমান বলেই পুত্রের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডগলাসের কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন রাজা। আশা ছিল তাঁর এই বিবাহের ফলে ডগলাস চিরদিনের মত অনুরক্ত হয়ে থাকবেন রথসের। পুত্রটি তাঁর অব্যবস্থিতচিত্ত, দুর্বলচিত্ত। তাতে সিংহাসনলোভী আলবানির শনির দৃষ্টি অহরহ অনুসরণ করছে তার। রথসের নিরাপত্তার জন্য রাজা সদা চিন্তিত। ডগলাসের পক্ষপুটে আশ্রয় পেলে আলবানির দিক থেকে রথসের আর ভয় করবার কিছু থাকত না। কিন্তু ভগবানের বোধ হয় তেমন ইচ্ছা নয়। নিরুপায় রাজা নৈরাশ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন শুধু। পুত্রটির ভবিষ্যৎ-চিন্তায় সদাই ব্যাকুল তিনি।

যুবরাজ বেরিয়ে পড়লেন ডোমিনিক বিহার থেকে। তিনি যাবেন র‍্যামর্নির খোঁজে। রাজদরবার যদিন এসে অধিষ্ঠান করল এই বিহারে, যুবরাজের দেহরক্ষীদের বৃহৎ অংশ স্থান পেলো না এখানে। অন্ততঃ যুবরাজ রটনা করলেন এই কথা যে শো-খানিক অশ্বারোহীর এবং তাদের শো-খানিক ঘোড়ার এবং ঘোড়াদের শো-খানিক সহিসের বসবাসের মত দরাজ জায়গা বিহারে মেলা অসম্ভব। তাইতে তিনি বাধ্য হচ্ছেন, পার্থ নগরীর ভিতরে একটা বৃহৎ পরিত্যক্ত বাড়ী বেছে নিয়ে, সেইখানে তাঁর দেহরক্ষীদের বাসস্থান নির্দেশ করতে।

আসল কথা, যুবরাজের এই দেহরক্ষীরা তাঁর যাবতীয় কুকর্মের নিত্যসঙ্গী। বিলাসী, বিবেকহীন, উচ্ছৃংখল, বেপরোয়া, দুঃসাহসী, সর্বতোভাবে সভ্যসমাজে বিচরণের অনুপযুক্ত এরা। এদের অধিনায়ক স্যার জন র‍্যামর্নি একটি মূর্তিমান নরপিশাচ, যদিও বাহ্যতঃ তার মত সুসভ্য, মার্জিতরুচি, সাহসী, মর্যাদাবান যুবক স্কটল্যাণ্ডে অত্যন্তই অল্প। হ্যাঁ, অধিনায়ক এবং তার অধীনস্থ লোকেরা যে কী-চরিত্রের লোক, তা কি আর যুবরাজ জানেন না? যুবরাজের শত দোষ সত্ত্বেও

তাঁর একটা গুণ এই যে পাপকে তিনি পাপ বলে বোঝেন, এবং নিজে পাপী হলেও ঘৃণা করেন পাপকে। চরিত্র তাঁর দুর্বল, র‍্যামনি প্রমুখ দুর্বৃত্তের সঙ্গে মিলেমিশে যে-সব লজ্জার জনক দুষ্কর্মে তিনি লিপ্ত হন, প্রলোভনে পড়ে, নিভৃত চিন্তারকালে সেগুলির জন্য তাঁর লজ্জা আর অনুতাপ কম হয় না। কাজেই, ঐ গুণ্ডার দলটাকে ধর্মবিহারের মত পবিত্র স্থানে তিনি নিয়ে যাবেন কোন্ মুখে? লোকসমাজ ধিক্কার দেবে তাঁকে। রাজা অগাধ পুত্রস্নেহ সত্ত্বেও কঠোর তিরস্কার করতে বাধ্য হবেন তাঁকে, শেষ পর্যন্ত দুর্বৃত্তগুলো বহিষ্কৃত হবেই বিহার থেকে

কাজ কী তাতে? আগে থাকতেই তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন যুবরাজ। সেইখানে ব'সে তারা যা-খুশী করুক, সেইখানে গিয়ে যুবরাজও তাদের সঙ্গে মিশে যা-খুসী তাই করতে পারবেন নির্ভয়ে।

বিহার থেকে বেরুবার সময়ে যুবরাজের উদ্দেশ্য ছিল, হীরের আংটি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া র‍্যামনির কাছে। কিন্তু র‍্যামনির এবং তার পরিচালনাধীন দেহরক্ষী সৈন্যের বাসস্থানে গিয়ে তিনি দেখলেন যে র‍্যামনি অদৃশ্য, সে নাকি গুরুতর অসুস্থ। নিজের শয়নকক্ষ থেকে বেরোয় নি তিনদিন।

আরও একটা জিনিস তিনি দেখলেন—র‍্যামনি অনুপস্থিত থাকলেও তার একশো সৈনিক একটা সারারাত্রিব্যাপী উৎসবের জন্য তৈরী হচ্ছে। শ্রোভটাইডের উৎসব এটা, এর প্রধান অঙ্গ হল, জনে জনে নানা ধরণের কিম্ভূতকিমাকার পোষাক এবং মুখোশ পরে, দল বেঁধে পথে পথে মিছিল করে বেড়ানো। অশ্লীল নাচে গানে হুল্লোড়ে সম্ভাব্য সবরকম বেলেল্লাপনা করা, প্রত্যেকে অজস্র পরিমাণে মদ খাওয়া, এবং পথে কোন দুর্ভাগা পথচারীকে দেখতে পেলে তাকে জোর করে অজস্র পরিমাণে মদ খাওয়ানো এবং অশেষ প্রকারে তাকে লাঞ্ছিত করা।

উৎসবের গন্ধ পেয়ে যুবরাজ মেতে উঠলেন। হীরের আংটির কথা একেবারে ভুলে গেলেন তিনি।

৬

শ্রোভটাইড, অর্থাৎ পাপস্খালনের উৎসব। সকাল বেলায় গির্জায় গিয়ে উপাসনায় যোগ দাও, শান্তিজল নাও পাদরি সাহেবের হাত থেকে, পূর্বতন সব পাপ কেটে যাবে তোমার।

যাবেই যখন, তখন আজ রাত্রে আরও খানিকটা পাপ করে ফেলতে বাধা কোথায়? যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন। এই নীতিতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে যুবরাজের, তথা র‍্যামনির অনুচরেরা পথে নেমেছে আজ সন্ধ্যায়। ঢং ঢং করে কার্ফ্যু র ঘণ্টা বাজল রাত সাতটায়। পথে লোক-চলাচল এবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা একেবারেই। যদিও কোনদিন তা হয়না কার্যতঃ। লোকজন সব বেপরোয়া। দেশে শান্তি শৃংখলার অবস্থা খুবই পল্‌কা, সাইমন গ্রোভারের বাড়ীতে সাম্প্রতিক ডাকাতির চেষ্টা থেকেই তা বোঝা যায়। তবু, বিপদের ঝুঁকি যে বিলক্ষণ আছে, তা জেনেও গেরস্তরা কিছুতেই বসে থাকবে না। রাস্তায় রাস্তায় হোটেল আছে। গেলেই ইয়ার বন্ধুর সঙ্গে বসে দুই চার গেলাস সস্তা পানীয় সেবন করা যায়। দুই চার পেনী বাজি ধরে তাস-পাশাও খেলা যায় বৈঠকের আবহাওয়ায় উত্তেজনা আমদানির জন্য। এ-অবস্থায় উৎসাহী পুরুষেরা ঘরে বসে ঝিমোনোর কথা ভাবতেও রাজী নয়।

এই রকমেরই উৎসাহী পুরুষ একজন হচ্ছে অলিভার প্রাউডফুট। টুপি সেলাইয়ের নিরীহ পেশায় ব্যাপৃত থেকেও যে উচ্চাশা পোষণ করে, হেনার উইণ্ডের মতই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বলে সে একদিন স্বীকৃত হবে সারা দেশে। শ্রোভটাইডের সন্ধ্যাটা কি এ-হেন অলিভার ঘরের দোর বন্ধ করে কচিকাচা ছেলেমেয়ের কচকচি শুনে শুনে কাটিয়ে দিতে পারে? সে বেশভূষা করে বেরিয়ে পড়ল যথোচিত সমারোহে উৎসব সন্ধ্যা যাপনের সদুদ্দেশ্য নিয়ে।

বেশী দূর যেতে হল না। বিশাল একটা ভিড়ের মধ্যে সে পড়ে গেল। ভিড়ের ভিতরে ওগুলো মানুষ, না ভূত প্রেত দত্যিদানো? পোষাক তাদের ভূতুড়ে, চালচলন তাদের পৈশাচিক, নাচগান তাদের দানবীয়। পাশ কাটাবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল অলিভারের। মিছিলের সঙ্গে মশাল আছে দেদার, রাস্তায় আলোর বান ডেকেছে যেন।

শতকণ্ঠে রব উঠল—"মক্কেল! মক্কেল!" অলিভার দাঁড়াবে না পালাবে, ঠিক করে ওঠার আগেই কয়েকটা যুবাবয়সী ভূত এসে তাকে ধরে ফেলল। মুখে তাদের রাক্ষসের মুখোশ, হাতে তাদের মোটা লাঠি। কথা যখন কইছে তারা, বাজ ডাকছে যেন বর্ষার আকাশে—"খবর্দার পালাবার চেষ্টা করলেই মারা পড়বি।"

বুদ্ধি শুদ্ধি তখন যেটুকু অবশিষ্ট আছে টুপিওয়ালার, তাইতেই সে বুঝতে পেরেছে, এই যে মুখোশধারীর মিছিল, এর ভিতর প্রত্যেকটা লোকই তার চেয়ে অনেক উঁচুস্তরের লোক। সমাজে তখন বড়-ছোট ভেদটা—বড়-বেশী স্পষ্টভাবে চিহ্নিত, বড়র সামনে ছোটদের মাথা নুইয়ে চলাই রীতি। জোর জবরদস্তি করতে পারলে, মুখোশধারীদের কবল থেকে অলিভার হয়ত মুক্তি পেতেও পারত। কিন্তু তার জন্মগত সংস্কার যেখানে তাকে বলছে নত হতে, সেখানে জবরদস্ত সে সাজে কেমন করে? সে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করল শুধু—"আমায় আপনারা ধরলেন কেন?"

"তুই আবার কথাও কইছিস, বান্দা?"—মুখোশধারীদের মধ্যে তর্জন করে উঠল একজন—"বন্দী যে, সে আবার কথা কয় কোন্ স্পর্ধায়? মারব চাবুক, জানিস?"

"না, না, না, মহাপরাক্রান্ত বীর পুরুষেরা, চাবুক-টাবুক দরকার নেই। আপনাদের সব হুকুমই আমি মানতে রাজী।"

"আয় তাহলে, আমাদের প্রভুর কাছে। প্রহসনের বাদশা, নাচিয়েদের রাজা, নিশীথ-রাতের গ্রাণ্ড ডিউকের দরবারে। তাঁর কাছে গিয়ে কৈফিয়ত দে যে শ্রোভটাইডের রাতে তুই ঘর থেকে যখন

বেরিয়েই পড়েছিস, সোজা তাঁর সামনে হাজির না হয়ে তুই একা একা পথে ঘুরছিস কেন। এতে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা দেখানো হচ্ছে. তা তুই জানিস না? আর রাজা বাদশা গ্রাণ্ডডিউকের প্রতি অবজ্ঞা, সে ত চরম রাজদ্রোহই। এর জন্য ত তোর মুণ্ডুই যেতে পারে অনায়াসে।"

ভয় খানিকটা না পেয়েছে অলিভার, তা নয়। মুখোশধারীরা সংখ্যায় অনেক, তাতে তারা মাতাল হয়েছে সবাই। নেশার বশে পথচারীদের উপরে নানারকম অত্যাচারই করতে পারে তারা। করেও থাকে প্রতি বছর। কিন্তু মুণ্ডু-যাওয়া টাওয়া বাজে কথা। শ্রোভটাইডের রাতে মানুষ খুন হওয়ার কথা এ-যাবৎ শোনে নি কেউ।

হ্যাঁ, ভয় খানিকটা পেয়েছে অলিভার। সেটা নাস্তানাবুদ হওয়ার ভয়। গায়ে হয়ত মদ ঢেলে দেবে। নোংরা জলের চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে ধরবে হয়ত। মুখে কালি মাখিয়ে নিজেদের মত ভৌতিক চেহারা বানিয়ে দেবে অলিভারের। আর ওরা করবে কী?

তবে পারলে সেগুলোর হাত থেকেও রেহাই পাওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করা উচিত। সেইজন্যই সে সবিনয়ে বলল—"দেখুন, প্রহসনের বাদশা এবং নাচিয়ে রাজার মন্ত্রী-সেনাপতি-মশাইরা. অপরাধ আমি যদি করেই থাকি, সেটা অজ্ঞতার দরুণই হয়ে গিয়েছে। আজ যে শহরের শাসনভার রাজা তৃতীয় রবার্টের হাতে আর নেই, শাসন দণ্ড যে চলে গিয়েছে উক্ত বাদশা, রাজা এবং গ্রাণ্ড ডিউকের হাতে, তা আমায় কেউ জানিয়ে দেয় নি। তা কসুর যখন হয়েই গিয়েছে, তার দরুণ কিছু জরিমানা নিয়ে এ-অধমকে ছেড়ে দিন আপনারা। এই ধরুন এক গ্যালন মদের দাম যদি আপনাদের ধরে দিই—"

"জরিমানা হোক, ফাঁসী হোক, সে-সব হুকুম দেবার মালিক আমরা নই। বাদশার কাছে তোমায় হবেই যেতে।"—এই বলে অলিভারকে এইবার টানতে টানতে নিয়ে চলল মুখোশধারীরা।

নিয়ে ফেলল মিছিলের একেবারে পিছন দিকে, হাজির ক'রে দিল একহারা চেহারার এক সুন্দর যুবকের সমুখে। কী তার পোষাকের জাঁকজমক! রেশমী ঝোলা জামা, তার উপরে চিতাবাঘের চামড়ার জ্যাকেট। কোমরবন্ধে আর মাথার খাড়া পাগড়িতে ময়ূর পাখা গোঁজা। এ-জিনিসটা হালে এদেশে চালান আসতে শুরু হয়েছে দূর প্রাচ্য থেকে। অলিভার এর আগে দুই একখানা ছবি দেখেছে ভারতীয় রাজাদের। এই বাদশার পোষাকের যেন খানিকটা মিল সে দেখতে পেলো সেই রাজাদের পরিচ্ছদের সঙ্গে। এঁর পায়ে চপ্পল, লাল রেশমী ফিতে দিয়ে বাঁধা। এঁর হাতে একখানা পাখা, অভিজাত মহিলাদের হাতে যেমন থাকে। তফাতের মধ্যে বাদশার পাখাখানা ময়ূরপাখা দিয়ে তৈরী। এই নকল ভারতীয় রাজা গলাটা যথাসম্ভব বিকৃত করে হাঁকডাক শুরু করলেন—"কে হে এই অনধিকারী? আমাদের রাজ্যে এসে হানা দিয়েছে শ্রোভটাইডের রাতে? কথা কইছে না কেন লোকটা? পিপাসায় গলা শুকিয়ে গিয়েছে নিশ্চয়। এক মগ মদ ঢেলে দাও ওর গলায়।"

এক ক্যালাবাশ * মদ একজন তুলে ধরল অলিভারের মুখে। "খেয়ে ফ্যালো শীগ্‌গির মুখ কাচুমাচু কোরো না, খবর্দার।"—হুকুম হ'ল বাদশার।

অলিভারের কী ঘোর বিপদ বল দেখি! এক গেলাস মদ পেলে সে হাসিমুখে খেয়ে ফেলত এক্ষুণি, কিন্তু এ যে এক ক্যালাবাশ! এত মদ? এ যে তার এক মাসের বরাদ্দ। সে এক ঢোঁক খেয়েই কান্নাকাটি শুরু করল, "দোহাই বাদশা, গরিব প্রজাকে মেরে ফেলবেন না। পেট ফেটে যাবে অত মদ গিলতে হলে। আমায় অনেকটা পথ যেতে হবে। পেট সত্যি সত্যি ফেটে না-ও যদি যায়, এক পা চ'লবার আগেই আমি ট'লে প'ড়ে যাব নর্দমায়।"

"মদ যদি খেতে না-পার, নাচো অন্ততঃ এক চক্কোর।"—হুকুম

---

* লাউয়ের মত একজাতীয় ফলের ভিতর থেকে শাঁস ফুঁ'রে বার করে ফেলা হয়। খোলটা শুকিয়ে কলসীর মত ব্যবহার করে আদিম জাতীয় লোকেরা।

হ'ল বাদশার "এই, লাঠি দিয়ে মারো ত খোঁচা ওর পিছন দিকে! দেখি, কেমন না নাচে।"

ধেই, ধেই, ধেই! অলিভার নাচে, "যেমন হাতী নাচে, ভালুক নাচে, নাচে দাঁড়ের টিয়া"। ধেই, ধেই, ধেই—ধপ্‌পাস! টাল সামলাতে না পেরে অলিভারের সশব্দে পতন।

বাদশা হাতে তালি দিয়ে বাহবা দিচ্ছেন। এইবার ওকে পড়ে যেতে দেখে বললেন—"তুলে দাও লোকটাকে, আর ক্যালাবাশটা ওর মুখে আর একবার ধর। না, এবার আর জুলুম নয়, ইচ্ছেসুখে যতটুকু খায়, তাই। ওর যা সাজা পাওনা ছিল, তা ত হয়েই গেল; আর কেন! যাও হে, কোথায় অনেকদূর যেতে হবে এত রাতে, চলে যাও। বারদিগর যেন আমাদের সামনে পড়ো না, হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি।"

এই প্রহসনের বাদশা যে স্বয়ং—যুবরাজ বয়সে, তাও কি বলে দিতে হবে?

যুবরাজ তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে শহর পরিক্রমায় বেরিয়ে গেলেন। অলিভার ছুটল নিকটতম আড্‌ডার পানে।

যুবরাজ র‍্যামর্নির সন্ধান করতেই এসেছিলেন। এসে খোঁজ খবরও নিয়ে ছিলেন র‍্যামর্নির সম্পর্কে—"কোথায় সে? কী হয়েছে তার? তিন দিনের মধ্যে আমি তার দেখা পাই নি কেন?" —ইত্যাদি ইত্যাদি।

উত্তর পেয়েছিলেন—"র‍্যামর্নি এই বাড়ীতেই আছেন। তাঁর শয়ন কক্ষে। সেদিনকার সেই যে দাঙ্গা, সাইমন গ্রোভারের জানালায় মই বেয়ে উঠতে গিয়ে, তাতে র‍্যামর্নি আঘাত পেয়েছিলেন একটু। বিশেষ কিছু নয়। তবে অস্ত্রচিকিৎসক ডেনিং তাঁকে উঠতে দিচ্ছেন না। কাজেই যুবরাজের দরবারে হাজির হওয়া সম্ভব ছিল না তার।"

এর পরেও যুবরাজ প্রশ্ন করেছিলেন দুই একটা—"সেদিন তাহলে তিল থেকে তাল হয়ে গেল, এ্যাঁ? একখানা হাত না কি কাটা

গিয়েছিল কার? তা নিয়ে ত প্যাট্রিক চার্টেরিস মহা গোলমাল লাগিয়ে দিয়েছে।"

এরও উত্তর পেয়েছিলেন যুবরাজ—"তিল থেকে তাল, ঠিকই বলেছেন যুবরাজ। একটা লোক ত মারাও গেল। তবে তার লাশ আমরা সরিয়ে ফেলতে পেরেছিলাম। কিন্তু ঐ হাতখানা যে ওখানে পড়ে রইল, তা খেয়ালই হয় নি আমাদের। হাতখানা হ'ল আর্জিলশায়ারের রেমন্ড ক্লে'র। স্যার জন তাকে পরদিন সকালেই তার বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর মরা লোকটাকে কবর দেওয়া হয়েছে—কী জানি, অস্ত্র-চিকিৎসক ডেনিং জানেন, কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে। তিনিই বন্দোবস্ত করেছিলেন।"

আসল কথা র‍্যামর্নির সহচরেরা কেউ জানে না। ডেনিং সে-দেহটা কবর আদৌ দেন নি। সেটা তিনি আরক দিয়ে রেখে দিয়েছেন, ব্যবচ্ছেদ করবার জন্য। বাজারে ডাক্তারী পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কিনতে পাওয়া যায় মৃতদেহ। দাম তার প্রচুর। এক্ষেত্রে ডেনিং একটা দেহ পেয়ে গেলেন বিনা মূল্যে।

যা হোক, যুবরাজের যা জানার দরকার, তা তিনি জেনেছেন। এখানে তাঁর বাকী রইল শুধু আর একটা কাজ, র‍্যামর্নিকে একবার দেখা দেওয়া শিষ্টাচারের খাতিরে। বেচারী তাঁরই কাজ করতে গিয়ে চোট খেয়েছে যখন, তখন এটুকু শিষ্টাচার সে প্রত্যাশা করতে পারে। কিন্তু দোষ তার নিজেরই। সাইমন গ্লোভারের মেয়ে ক্যাথারাইন পার্থসুন্দরী নামে খ্যাতিলাভ করেছে, একথা র‍্যামর্নিই কানে তুলেছিল যুবরাজের। যুবরাজ তাকে একটা কিছু উপহার পাঠাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। র‍্যামর্নি সেই ইচ্ছারই কদর্থ করে নিয়ে নিজের দায়িত্বে চড়াও হতে গেল সাইমন গ্লোভারের বাড়ী। যেন এদেশটা অরাজক। যেন এখানকার মানুষগুলো সব মানুষ নয়, ভেড়া। বেশ হয়েছে। র‍্যামর্নি যেমন কাজিল, তার উচিত শিক্ষা হয়েছে। তার সঙ্গীদের মধ্যে মারা পড়েছে একজন, হাত কাটা গিয়েছে আর একজনের, সে নিজেও অল্পস্বল্প আহত, শোনা

যাচ্ছে। মরুকগে! একমাত্র দুঃখ যুবরাজের এই যে তাঁর হীরের আংটিটা সেই কাটা হাতের আঙুলে পাওয়া গিয়েছে। এবং পেয়েছে তারাই, দুনিয়ার মধ্যে যুবরাজের সব-চেয়ে অবাঞ্ছিত লোক যারা, সেই ডগলাস গোষ্ঠীরই একজন। ফলে সেটি গিয়ে পড়ল যুবরাজের শ্বশুরের হাতে, কেলেঙ্কারির এক শেষ। যুবরাজ ছাড়ছেন না। র‍্যামর্নিকে জিজ্ঞাসা করবেন, যুবরাজের স্নেহের দান হীরের আংটি সে কোন্ বিবেচনায় খয়রাত করতে গেল রেমণ্ড ক্লে-নামক একটা বাজে লোককে। এতে ত যুবরাজের প্রতি-অবজ্ঞা প্রকাশই করা হয়েছে তার। ছাড়ছেন না যুবরাজ! কঠোর তিরস্কার করবেন র‍্যামর্নিকে এজন্য। আপাততঃ এই শ্রোভটাইড উৎসবটা সেরে আসা যাক। এটা শেষ হলেই যুবরাজ ফিরে আসছেন এই বাড়ীতে। র‍্যামর্নিকে ঘুম থেকে তুলে একটা বোঝাপড়া করবেন তার সঙ্গে।

যা হোক, যুবরাজ ত বেরিয়ে পড়লেন শহরের পথে—'

এদিকে র‍্যামর্নি, তাঁর অত্যুৎসাহী সহকারী ঐ বাড়ীরই উপরের ঘরে ছটফট করছেন শয্যায় পড়ে। তিন দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি তাঁর মুখে, চোখের কোলে কালি, মুখে অবিরাম কাতরোক্তি। মুখ আর বাঁ-হাতখানা ছাড়া সারা দেহ একটা কম্বলে ঢাকা, শয্যার পাশে বসে আছেন ডাক্তার ডেনিং, একটা বাটিতে কী যেন ওষুধ মাড়ছেন অতি-যত্নে।

র‍্যামর্নি কাতরকণ্ঠে ডাকলেন—"ইডিয়ট! ইডিয়ট! কোথায় গেলি?" দরোজার পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল এক কিশোর, ভৃত্যশ্রেণীর মতই তার পরিচ্ছদ বটে, কিন্তু চেহারায় এটুকু অত্যন্ত পরিস্ফুট যে তার জন্ম ভদ্র-বংশেই। র‍্যাম - তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'নীচেটা যে বড় ঠাণ্ডা মালুম হচ্ছে রে? লোকগুলো নেশায় বুঁদ হয়ে গেল নাকি?"

"না, স্যার, নেশা অবশ্য তারা করেছে, কিন্তু বুঁদ এখনও হয়নি। নীচেটা ঠাণ্ডা মালুম হচ্ছে, তার কারণ যুবরাজ তাদের নিয়ে শহরে বেরুলেন, শ্রোভটাইডের উৎসব করবার জন্য।"

"যু—বরাজ? এসেছেন না কি?"—র‍্যামনির কথায় বেশ উত্তেজনা।

"হ্যাঁ, এসেছিলেন। আপনারই খোঁজ করতে এসেছিলেন, বললেন। তিন দিন আপনার দেখা নেই, কাজে কাজেই—"

"আমার—এ-এ-এ দুর্ঘটনার কথা বলেছিস না কি?"

"না ত! আপনি একটু অসুস্থ, তাই বলেছি শুধু। একটু সামান্য আঘাত লেগেছে, বিশেষ কিছু নয়, ডাক্তার দেখছেন—"

ডাক্তার ডেনিং তখনও মলম মাড়ছেন বাটিতে। তাঁর মুখে চকিতের জন্য হাসির ঝিলিক একটু।

"সা—মান্য আঘাত?"—দাঁত কিড়মিড় করে উঠলেন র‍্যামনি।

"সবাইকে তাই ত বলা হয়েছে। আসল কথা ত দুইজন লোকই জানত। তা তারা এক শো পাউণ্ড করে বকশিষ নিয়ে যে-যার বাড়ী চলে গিয়েছে।

"হুঁ—" এক মিনিট গুম হয়ে রইলেন র‍্যামনি—তারপর বললেন—"বনগ্রনও গিয়েছে না কি শ্রোভটাইড করতে? সে ত ওসব হালকা আমোদে মজা পায় না, ঘরে বসে পিপে পিপে মদ গেলে।"

'ঠিক বলেছেন স্যার, সে ঘরেই আছে, পিপে পিপে মদই সে ওড়াচ্ছে বটে! এভাবে আর কিছুক্ষণ চললে সে বেহুঁস হয়ে যাবে।"

"বেহুঁস বনগ্রন হয় না কখনো। ডাক তাকে আমার নাম করে।"

ইডিয়ট বেরিয়ে গেল। ঘরে শুধু ডাক্তার ডেনিং। মলম তৈরি ক'রে ব'সে আছেন তিনি। ইডিয়ট বেরিয়ে যাওয়ার পরে তিনি বললেন—"এইবার তাহলে মলমটা লাগানো যাক স্যার জন?"

"আর একটু দেরি কর ডাক্তার। একটা জরুরী কথা বলার আছে ঐ বনগ্রনকে। ভাল কথা, তোমাকে আমি পরিপূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি নিশ্চয়ই? আমারও সব কথা তুমি জান, তোমারও

অনেক কথা আমি জানি। ইচ্ছে করলে আমার সর্বনাশও তুমি করতে পার, তোমারও সর্বনাশ আমি অনায়াসে করতে পারি। পরস্পরের স্বার্থে পরস্পরকে বাঁচিয়ে চলতে আমরা বাধ্য। কেমন কি না? স্পষ্ট বল এইবেলা—"

ডেনিং বলল—"আমি ত এই মুহূর্তেই আপনাকে যমের বাড়ী পাঠাতে পারি স্যার জন! এই যে মলম, এর সঙ্গে এক কৌটা কড়া বিষ মিশিয়ে দিলেই হয়ে যায়। তা যখন করছি না, তখন ত বুঝতেই পারছেন। আপনাকে মেরে ফেলার চাইতে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখাই আমি আমার নিজের পক্ষে সুবিধাজনক মনে কর্‌ছি—"

"ঠি—ক আছে" বললেন র‍্যামর্নি—যদিও ডাক্তারের কথাগুলো তাঁর আদৌ ভাল লাগে নি। কিন্তু আর কথা বাড়ানোও চলে না, বনগ্রনকে নিয়ে ইডিয়ট এসে পড়েছে।

ঘরে ঢুকল প্রথমে ইডিয়ট। তার পরে একটা জীব, তাকে মানুষের বদলে মহিষ বলে যদি কেউ মনে করে, তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যাবে না। মহিষের মতই ঘাড়ে-গর্দানে একাকার, বেঁটে মোটা একটা লোক। মোটা কিন্তু মেদ বাহুল্যের জন্য নয়। ওর হাড়গুলোই অমনি ডবল মোটা অন্য যে-কোন লোকের চেয়ে। খাঁদা নাকের দু'পাশে দু'টো কুৎকুতে চোখ লাল টকটক করছে তার। কটিতে তরোয়াল নেই, তার বদলে আছে একখানা রণকুঠার, এক কাঠের মোটা কাঠে সাঁটা সেই ভীষণ অস্ত্রের ফলাটা চামড়ার একটা থলে দিয়ে আটকানো।

'বনগ্রন! একটা খুন করতে হবে রে! পারবি ত?"

বনগ্রন শুধু দাঁত বার করল গোটাকতক। বড় বড় হলদে দাঁত।

"লোকটা হ'ল হেনরি উইণ্ড, কামার। তার বাড়ী নিশ্চয় চিনিস তুই। কে আর না চেনে পার্থে? আজ রাতে সে নিশ্চয় বেরুবে

গ্রোভটাইডের উৎসব করতে। বাড়ীর কাছাকাছি ওৎ পেতে থাকলেই পেয়ে যাবি তাকে। হাজার পাউণ্ড পাবি কাজ হাঁসিল করলে। আজ রাত্রেই—বুঝলি ?”

বনগ্রন আবার দাঁত বার করল কয়েকটা। বড় বড় হ'লদে দাঁত।

৭

অলিভার প্রাউডফুট ওদিকে ঢুকে পড়েছে গ্রিফিন হোটেলে। সেখানে ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে বসে আনন্দ করল অনেক রাত পর্যন্ত। তারপর আড্ডা ভেঙ্গে সদস্যেরা যখন যে-যার বাড়ীর পথে পা বাড়া'লো, তখন তার মনে পড়ল। উৎসবের দিনটাতে বন্ধুবর হেনরি উইণ্ডের সঙ্গে একবার মুলাকাৎ করা, এবং তার সঙ্গে বসে একত্রে এক গেলাস পানীয় গ্রহণ করা বান্ধবতার খাতিরে একান্ত পক্ষেই কর্তব্য তার। হেনরির মত বন্ধু কে আছে তার? এক কর্মা ভবেন্মিত্রং: দু'জনেই এক পথের পথিক, বীরধর্মের পথ।

ঐ অতরাত্রে হেনরির বাড়ীতে কাজেই যেতে হল তাকে। এপথে কোন গোলমাল নেই। হেনরি নিজে কোন হুল্লোড়ে যোগ দেয় না কোনদিন। এবং কোন হুল্লোড়ের আওয়াজ তার কানে যায় রাত্রিবেলায়, এটাও সে পছন্দ করে না। যেহেতু সবাই তাকে ভয় ক'রে চলে তার শক্তি সামর্থ্যের জন্য, সেইজন্য এই উইণ্ড-পল্লীটাতে কোন রাত্রেই শান্তিভঙ্গ হয়না নিশাচরদের বেলেল্লাপনায়।

আর সেই প্রহসনের বাদশার দলটা? অলিভার জানে, তারা শহরের অন্যদিকে চলে গিয়েছে। সেদিক থেকে ভয় করবার কিছু নেই।

হেনরি ঘরেই আছে। সন্ধ্যার আগেই দরোজা বন্ধ করে বসেছে। অলিভার যত ধাক্কাই দিক, দরোজা কিছুতেই খুলছে না হেনরি।

অলিভারও নাছোড়বান্দা। ক্রমাগত ধাক্কা দিয়েই চলেছে দরোজায়। অনেকক্ষণ পরে, তিতোবিরক্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, উপরের জানালা খুলে হেনরি সাড়া দিল—"কে?"

"আরে, আমি। তোমার বন্ধু প্রাউডফুট—"

"তা, এত রাত্রে তুমি কেন? বাড়ী যাও! বাড়ী যাও!"—তাকে এক কথায় বিদায় দেবারই চেষ্টা হেনরির।

"আরে বল কী তুমি, হেনরি গাউ? আজ গ্রোভটাইডের পরব। আমি কোথায় এলাম প্রিয়বন্ধুর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য, আর তুমি আমায় ধূলো পায়ে বিদায় করতে চাইছ? সোজা কথা শোন ভাই হেনরি, এর নাম বান্ধবতা ত নয়ই, ভদ্রতাও নয়।"

এর উপরে আর কথা বলা চলে না। বাধ্য হয়ে দোর খুলে দিল হেনরি। প্রাউডফুট রান্নাঘরে গিয়ে জাঁকিয়ে বসল, এবং গেলাস-ভরা লাগচে মদ সমুখে নিয়ে সবিস্তারে নিজের দুঃখের কথা শোনাতে লেগে গেল হেনরিকে। সেই যে মুখোশধারীদের খপ্পরে পড়ে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল তাকে সন্ধ্যারাত্রে, তারই করুণ কাহিনী। পিছনের অঙ্গে মোটা লাঠির খোঁচা খেয়ে খেয়ে নাচতে হয়েছিল তাকে — এ-লজ্জা ত মলেও যাবে না। কী করা যাবে! উৎসবের রাতেও সশস্ত্র হয়ে বেরুতে হবে পার্থ শহরের পথে, এমন কথা ধারণাই করতে পারে নি সে।

"আদৌ বেরুনো ঠিক হয় নি হে! দেখছ ত, আমি বেরুই নি। ঐ যে ডোমিনিক বিহারে রাজপুত্রটি এসে বসে আছেন, ওঁর পোষা গুণ্ডা আছে এক দঙ্গল! দেহরক্ষী বলে পরিচয় তাদের, কিন্তু আসলে তাদের কাজ হ'ল মাতলামি, গুণ্ডামি, ভদ্র গেরস্থর বাড়ীতে দুপুর রাত জানালায় মই লাগানো। দেখলে ত, গ্লোভারদের বাড়ীতে—"

"দেখলাম না আবার? তুমি আর আমি সময়মত এসে না পড়লে, সেদিন তমন্ত অনর্থ হয়ে যেত ও বাড়ীতে। ক্যাথারাইনকে হয়ত চুরি করেই নিয়ে যেত।"

"তুমি আর আমি—" বলেছে অলিভার। যেন দস্যুদের সঙ্গে লড়াইয়ে অলিভারও উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ নিয়েছিল। যা হোক, একথা নিয়ে বাদানুবাদ করার মত লোক হেনরি নয়। সে কথাটা ঘুরিয়ে দিল—"এত রাত্রে ফিরবে তুমি, আবার সেই গুণ্ডাদের হাতে পড়ে না যাও—"

ঠিক এই কথাটাই হেনরির মুখ থেকে শুনতে চাইছিল অলিভার, সে ঝপ্ ক'রে ব'লে বসল—"তুমি না-হয় আমায় একটু এগিয়েই

দিলে। আমি যদি বাড়ী না ফিরি, বৌ ভয়ানক ভাববে। তোমার ত ভাববার লোক নেই কেউ, তুমি আমার বাড়ীতেই রাতটা কাটিয়ে এসো।”

হেনরি এ-প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে নাকচ ক'রে দিল। “আমার হাতে অনেক কাজ হে! শেষ রাত্রেই আমি হাতুড়ি পিটতে শুরু করব। তোমার বাড়ীতে রাত কাটালে, উঠে বাড়ী আসতে আসতেই অনেক বেলা হয়ে যাবে আমার। তা তোমার বা ভয় কী অত? তখন গুণ্ডারা তোমাকে বাগে পেয়েছিল, কারণ তুমি অস্ত্র আনো নি। এবার তুমি হাতিয়ার নিয়ে বেরোও। আমার বর্ম তরোয়াল সব আমি ধার দিচ্ছি তোমায় আজ রাতটার মত। সশস্ত্র সতর্ক অবস্থাতেও তুমি একদল ডাকাতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না, এই কথাই কি তুমি বিশ্বাস করতে বল আমাকে? আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তুমি, অলিভার প্রাউডফুট, তোমাকে না সারা পার্থ জানে আমার সমান-সমান তরোয়ালবাজ বলে?”

এইভাবে হেনরি যখন চুপ করে দিল অলিভারকে, সে তার দ্বিতীয় বার বলতে পারল না যে একা পথে যেতে ভয় করবে তার। তখন হেনরি নিজের বর্ম এনে অলিভারের পিঠে বেঁধে দিল। তার মাথায় তুলে দিল নিজের লোহার টুপি কিন্তু অলিভারের মাথায় আঁটল না টুপিটা বড়, তার চোখ পর্যন্ত নেমে পড়ল সেটা। তখন অগত্যা টুপিটা খুলে নিল হেনরি। নিজের তরোয়াল ঝুলিয়ে দিল তার কটিবন্ধে। হেনরি লম্বায় অন্ততঃ তিন ইঞ্চি বেশী অলিভারের চেয়ে, কাজেই সবগুলো জিনিসই একটু ঢেলে-ঢালা বেঢপ হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু হেনরি তাকে বোঝালো, রাতের অন্ধকারে বেঢপ বলে ধরতে পারবে না কেউ। আর শত্রুর অস্ত্র আটকানো নিয়ে কথা ত! একটু বেশী লম্বা বর্ম কি শত্রুর বল্লম তরোয়াল আটকাতে অক্ষম হয় না কি কোনদিন?”

অলিভার নিজেকেও নিজে আশ্বাস দিচ্ছে—“বল্লম তরোয়াল ত কই দেখি নি তাদের হাতে।”

"তবে? কোন ভয় নেই। এবারে দেখো, তোমায় দেখেই তারা লেজ গুটিয়ে পালাবে"—বলে অলিভারকে বিদায় দিল হেনরি।

অলিভার রাস্তায় বেরিয়েই হাঁটতে লাগল হেলে-দুলে হেলে-দুলে, ঠিক যেভাবে হেনরি নিজে হাঁটে। গুনগুন ক'রে একটা রাগিণীও ভাঁজতে লাগল, যেমন পথ-চলার সময় ভাঁজে হেনরি উইগু সর্বদাই। টুপিওয়ালার আশা, তাকে হেনরি ব'লেই ভুল করবে রাস্তার মাতালেরা, ঘেঁষবে না তার দিকে।

হায় ভবিতব্য! সত্যিই হেনরি ব'লে তাকে ভুল করল একটা লোক, যে এতক্ষণ ওৎ পেতে ছিল হেনরির বাড়ীর কাছে। এইবার, অলিভার যখন চলতে শুরু করল, সেও একটুখানি দূরে থেকে হাঁটতে লাগল তার পিছনে। তার কোমরে ঝোলানো এক শাণিত রণকুঠার।

*　　　*　　　*

এদিকে রাত অনেক হয়েছে। মুখোশধারী মিছিলের বাদশাগিরি করতে আর ভাল লাগছে না যুবরাজের। তিনি সহচরদের ডেকে বললেন—"তোমরা টহল দিতে থাক সারা শহর, আমার একবার র‍্যামোর্নির কাছে যাওয়া উচিত। বেচারীর কী যে হ'ল, দেখতে হয়।"

যুবরাজ চলে এলেন র‍্যামোর্নিকে দেখতে, সঙ্গে মাত্র গুটি দুই লোক, তাদেরও আর ভাল লাগছিল না রাস্তায় রাস্তায় হল্লা ক'রে বেড়াতে।

বাড়ীর দরোজা খুলল ইডিয়ট। যুবরাজকে দেখে সে ত দিশেহারা। ডেনিং ডাক্তার ব'লে গিয়েছে—র‍্যামোর্নিকে এখন কোনমতেই বিরক্ত করা চলবে না। তার ঘুমোনো দরকার অনেকক্ষণ। কিন্তু যুবরাজ কি ডাক্তারের নিষেধকে কোন গুরুত্ব দেবেন? স্বভাবতঃই বেপরোয়া লোক তিনি। তার উপর, কী যে হয়েছে র‍্যামোর্নির, তা জানবার জন্য নিশ্চয়ই প্রবল কৌতূহল

যুবরাজের এই মুহূর্তে। ইডিয়ট যতদূর জানে, এ-সম্বন্ধে কোন খবরই তাঁর কাছে পৌঁছোয় নি এখনো। পৌঁছোয় নি, তার কারণ, যুবরাজ এই তিনদিন পিতার কাছে ছিলেন ডোমিনিক বিহারে, সেখানে তাঁর কুসঙ্গীদের আনাগোনা যুবরাজই বারণ ক'রে দিয়েছেন। তারা যে রাজদরবারের ধারে কাছে যাওয়ার মত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকে না সর্বদা, তা ত তাঁর অজানা নয়!

"প্রভু দয়া ক'রে বিবেচনা করুন, স্যার জন ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি গুরুতর অসুস্থ। ঘুম ভাঙ্গানো নিষেধ আছে ডাক্তারের—" কাঁচুমাচু হয়ে নিবেদন করল ইডিয়ট।

যুবরাজ হেসেই উড়িয়ে দিলেন ইডিয়টের মিনতি। "র‍্যামোর্নি যে কী ধাতুর লোক, তা তুমিও জান না, তোমাদের ডাক্তারও জানে না। জানি কেবল আমি। তার যে-অসুখই হয়ে থাকুক না কেন, ঢক ঢক ক'রে এক বোতল মদ খাইয়ে দাও, এক্ষুণি সে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।"

ইডিয়ট শিউরে উঠল—"ডাক্তার বলেছেন, এ-সময়ে এক ঢোঁক মদ খেলেও তা বিষের কাজ করবে স্যার জনের শরীরে।"—সে-কথা বোধ হয় কানেই ঢুকল না যুবরাজের। তিনি তখন সিঁড়ির মাথায়। ইডিয়ট মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। সে নিরুপায়। যুবরাজকে ত সে জোর করে হাঁকিয়ে দিতে পারে না দরোজা থেকে! একে তিনি যুবরাজ, তায় র‍্যামোর্নি, ইডিয়ট সবাই তাঁর ভৃত্য।

ঘুমটা স্বাভাবিক র‍্যামোর্নির, ওষুধ খাইয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে ডাক্তার। এ-রকম ঘুম যখন আসে, তখনও স্বস্তি পায় না রোগী। আবার সে-ঘুম যদি অকালে ভেঙ্গে যায় কোন কারণে, স্বস্তি পায় না তখনও। বাইরে কথা হচ্ছে ইডিয়টে আর যুবরাজে। ইডিয়ট নিজে অবশ্য চুপি চুপি কথা কইছে। কিন্তু যুবরাজ চুপি চুপি কথা কইবেন কিসের দায়ে? তাঁর গলা যথারীতি দরাজ। ঘরের বাইরেই সে-আওয়াজ সুপ্ত র‍্যামোর্নিকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলছে।

জাগরণের কালে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে অভাগা নাইটের। তিনি চোখ মেলে তাকাচ্ছেন খুব কষ্টেই।

ঘরে ঢুকেই কিন্তু যুবরাজ শান্ত হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে শয্যাপার্শ্বে এসে কোমল কণ্ঠে কথা কইলেন র‍্যামোর্নির সঙ্গে—"ভাই স্যার জন, এ-সময়ে তোমার ঘুম ভাঙ্গাতে আসা যে কতদূর অন্যায় হয়েছে আমার পক্ষে, তা এতক্ষণে বুঝতে পারছি। তোমার কিছু একটা অসুখ করেছে, এইটুকু খবরই পেয়েছিলাম। বিশেষ গুরুতর ব'লে মনে হয়নি আমার। কিন্তু এখন তোমার মুখের চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছি যে সে-ধারণা ভুল। ব্যাপারটা সত্যি সত্যি কী? হয়েছিল কী? সেণ্ট ভ্যালেণ্টাইনের রাত্রিতে কী হয়েছিল? তারপর থেকে তোমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি আমার। শুনতে পাচ্ছি রেমণ্ড নামে একটা লোক—তার হাত—"

"কোয়েন্টিন, ব্ল্যাক কোয়েন্টিন!"—অতি মৃদুস্বর বেরুলো স্যার জনের মুখ থেকে—"অন্ততঃ তাই প্রকাশ করেছি আমরা। আসলে আহত যে হয়েছিল, সে কোয়েন্টিনও নয়, রেমণ্ডও নয়—"

"কে সে তবে?"—যুবরাজ দিশেহারার মত তাকাচ্ছেন।

"সে আপনার এই বশম্বদ ভৃত্য—" এই ব'লে কম্বলের তলা থেকে ডান হাতখানা বার করলেন। কনুইয়ের ঠিক নীচেই দ্বিখণ্ডিত সে-হাত। কাটার মুখে পুরু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

রথসে ভয়ে বিতৃষ্ণায় তিন পা পিছিয়ে এলেন একেবারে। "এর শোধ নেব আমি—"

"শোধ খানিকটা নেওয়া বোধহয় হয়ে গেল এতক্ষণে।"—কঠিন সুরে জবাব দিলেন র‍্যামোর্নি—"অন্ততঃ বনথ্রন গিয়েছে শোধ নেওয়ার জন্য। ইডিয়ট, খোঁজ নে ত, বনথ্রন ফিরেছে কি না।"

ইডিয়ট নীচে নেমে গেল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল বনথ্রনকে নিয়ে। তার কুড়াল এখন তার হাতে, কুড়োলের মুখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে তখনও।

"না, না, ওকে এত কাছে আসতে দিও না"—ব'লে উঠলেন

যুবরাজ—"আমার ঘেন্না করছে, ভয় করছে ওকে দেখে, যেমন লোকের করে বিষধর সাপ দেখলে।"

"কথাটাই শুনুন ওর যুবরাজ!"—ক্ষীণ কণ্ঠে ব'লে উঠলেন র‍্যামোর্নি—"বেশী কথার মানুষ ও নয়। যা বলবে, খুব সংক্ষেপেই বলবে। বনথ্রন, পেয়েছিলি তাকে? যা বলেছিলাম, করেছিস?"

বনথ্রন কুড়োলখানা উঁচু ক'রে তা দিয়ে হাওয়ার আগে ত্যারছা কোপ মারল একটা।

"ঠিক আছে। চিনলি কী ক'রে? রাত ত আজ আঁধার নিশ্চয়।"

"ওর চেহারা চিনি, ওর গুনগুন গান আগেও শুনেছি, ওর হেলে-দুলে চলা, ওর লোহার জামা—"

"ঠিক আছে। যা এখন। ইডিয়ট, যত চায় ওকে মদ খেতে দে। আর যত মোহর চায়, ওকে দিয়ে দে। যা, ওর সঙ্গে তুইও যা এ ঘর থেকে।"

ঘাতকটা যতক্ষণ ঘরে ছিল, যুবরাজ যেন আড়ষ্ট হয়েছিলেন তাকে দেখে। সে চলে যাওয়ার পরে তিনি স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ফেললেন এতক্ষণে। "একজনা কাউকে ভবপারে পাঠিয়ে দিয়েছ, বুঝলাম। কে সে ভাগ্যবান?" র‍্যামোর্নিকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

"ঐ পশুটার মতই প্রায়, আর একটা পশু। এক পাষণ্ড কামার। বরাতের ভোগ, সেই তুচ্ছ কামারের এক কোপেই অঙ্গহীন হয়ে যেতে হ'ল র‍্যামোর্নির মত নাইটকে। আমার যা ক্ষতি ক'রে গেল হতভাগা. তার তুচ্ছ প্রাণটা সে-ক্ষতির কতটুকু পূরণ করতে পারবে? কিন্তু, আমার কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে যুবরাজ। তাড়াতাড়ি তা সেরে নিই। আমার মাথার ঠিক থাকছে না সব সময়। মাঝে মাঝেই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।"

"বল"—অনুমতি দিলেন যুবরাজ। কী কথা বলবে র‍্যামোর্নি, তাই জানবার জন্যই তিনি এখন ব্যগ্র। একটা তুচ্ছ কামার যে নিহত হ'ল কশাইয়ের দোকানে পশুর মতন, সে কথা নিমেষে মুছে গেল তাঁর স্মৃতি থেকে।

র‍্যামোর্নি বলছেন তখন—"জানেন যুবরাজ, আপনি আজ ঘোরতর বিপন্ন। আমি যা বলছি, তা নিশ্চয় জানি বলেই বলছি। প্রথমতঃ ডাগলাসের মত পরাক্রান্ত লোককে আপনি শত্রু করে তুলেছেন, পিতৃব্য আলবানিকেও করে তুলেছেন ঘোরতর অসন্তুষ্ট। অবশ্য তাঁকে সন্তুষ্ট রাখা আপনার পক্ষে কখনোই হত না সম্ভব, আপনাকে সরাতে না পারলে তিনি নিজের ছেলেকে সিংহাসনে বসাতে পারেন না। এটাও বিবেচনা করুন যে আপনার পিতাকেও আপ'ন করে তুলেছেন বিরক্ত। অবশ্য তাতে চিন্তা করার কিছু থাকত না, যদি তাঁর মনটাকে আপনার উপর বিষিয়ে তুলবার জন্য তাঁর পাশে ঐ দুই পাষণ্ড আর্ল না থাকতেন।"

যুবরাজ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন যেন—"বাবা যদি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, সেটা আমার পক্ষে খুবই পরিতাপের কথা। কিন্তু ঐ যে আর দুটির কথা বললে, ওদের আমি থোড়াই গ্রাহ্য করি। ডাগলাসের দর্প আমি চূর্ণ করব, আর আলবানির শয়তানির ফাঁদে সে নিজেই জড়িয়ে পড়বে, যদি আমি মরে না যাই—"

"যদি মরে না যান!"—র‍্যামোর্নি জোর দিয়ে বলে উঠল—ঐটিই ত কথা। যদি—যদি—যদি—মরে না যান। মরতে যদি না চান যুবরাজ, তা হলে আপনাকে এক্ষুণি তৈরী হতে হবে ঐ দুটিকে মারবার জন্য। এক্ষুণি! এক্ষুণি!"

"আরে বল কী, র‍্যামোর্নি?—যুবরাজ চমকে উঠলেন—"শ্বশুরকে আর খুড়োকে মেরে ফেলতে হবে এক্ষুণি? আরে ছোঃ, জ্বরের ধমকে তুমি প্রলাপ বকছ।"

"না, যুবরাজ, মোটেই না।"—বললেন র‍্যামোর্নি—"আমার মনে যে-ব্যাকুলতা আপনার জন্য, কোন জ্বরেরই সাধ্য নেই তাকে অন্য দিকে চালিয়ে দেওয়ার। আমার সব চিন্তা এখন একটা মাত্র বিষয়ে, কী করে আপনি বাঁচবেন। শুনুন, অনেক দিনের অনেক চিন্তার ফলে এই সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি, যদি আপনাকে বেঁচে

থাকতে হয়, এমন কি, আগামী বৎসরের সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের প্রভাত পর্যন্তও যদি থাকতে হয় বেঁচে, তাহলে, তাহলে—"

"কী করতে হবে তাহলে র‍্যামোর্নি?"—যুবরাজ অবিচলিত, স্থির—"এমন কিছু করবার পরামর্শ তুমি আমায় নিশ্চয় দেবে না, যা আমার অযোগ্য?"

"অযোগ্য? না! আমি আপনাকে সেই কাজই করতে বলব, যা আপনার আগে স্কটল্যাণ্ডের আরও কোন কোন যুবরাজও করেছেন, এবং ক'রে লাভবান হয়েছেন। আমাদের দেশের ইতিহাস কি পড়েন নি যুবরাজ? তার পাতায় পাতায় রক্তের ঢেউ। তবে একথা ঠিক, যে যুবরাজ প্রহসনের বাদশাগিরি নিয়ে মেতে থাকাই পছন্দ করেন, তাঁর পক্ষে সে-ইতিহাস থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়া একটুখানি শক্ত।"

যুবরাজ স্বভাবতঃই ক্রুদ্ধ এই তিরস্কারে। "তুমি আজ কড়া কথা কইছ অনেক র‍্যামোর্নি। আমি অবশ্য রাগ করছি না। আমার জন্য তুমি যে-ক্ষতি স্বীকার করেছ, তাতে কড়া কথা কওয়ার অধিকার তোমার জন্মেছে বইকি! কিন্তু তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এতদিন অন্তরঙ্গভাবে মিশেছ আমার সঙ্গে, আমায় তুমি তবু কেন চিনতে পারলে না? আমি প্রহসনের বাদশা সেজে পথে পথে হল্লা করি, খুব ঠিক কথা। কিন্তু সেইটাই হ'ল আমার চরিত্রের চূড়ান্ত দোষ। আমি নাগরিকদের জানালায় মই লাগানো অপছন্দ করি, অকারণ রক্তপাত ত বিষবৎ বর্জনীয় বলে মনে করি আমি। যদিই স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে আমি বসতে পাই—"

র‍্যামোর্নির জড়িত রসনা থেকে আবারও ব্যঙ্গের সুর বেরুলো—"যদি—যদি—যদি—"

"হ্যাঁ, যদিই বসতে পাই, তবে এমন ভাবে রাজত্ব করে যাব, যাতে মৃত্যুর পরে আমার কবরের উপরে এই কথাটাই লিখতে পারে আমার দেশবাসীরা, এ-রাজা রবার্ট ব্রুসের মত দুর্জয় বীর ছিলেন না, তৃতীয় রবার্টের মত গির্জায় আর বিহারে ছেয়েও দেন নি সারা

দেশ, এ-রাজার একমাত্র গুণ (বা দোষ) এই ছিল যে দশজনাকে নিয়ে নির্দোষ আমোদে-আহ্লাদে দিন কাটানোই ইনি পছন্দ করতেন। না, র‍্যামোর্নি, হত্যার রাজনীতি আমার জন্য নয়। তাতে যদি নিজে আমি নিহত হই, সেও ভাল। রাত্রি শেষ হতে যায়, ঘুমোও তুমি! শুভরাত্রি—"

৮

হোটেলটার নাম গ্রিফিন। সেই সুবাদে হোটেল-মালিকও শহরে পরিচিত 'গ্রিফিন' নামে। প্রাউডফুট এ-হোটেলের নিয়মিত পৃষ্ঠপোষক। স্প্রোভটাইডের রাত্রেও, মুখোশধারীদের কবল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে সে এই হোটেলেই গিয়ে উঠেছিল, ইয়ারদোস্তের সঙ্গে মিলেমিশে উৎসব-রজনী উদ্‌যাপন করেছিল, তাদের টেবিলে মদের বোতল সাজিয়ে।

সেই গ্রিফিন। শেষ রাত্রি পর্যন্ত খরিদ্দার ছিল হোটেলে। প্রায় ভোর-ভোর সময়ে সে দোকান বন্ধ করল। ছোকরা চাকর দু'টোকে সাবধান থাকতে ব'লে নিজে বেরুলো পিছনের দরোজা দিয়ে, বাড়ী গিয়ে এইবার একটু ঘুমোবে সে।

হায় ঘুম! আধাআধি রাস্তা গিয়েছে কি না-গিয়েছে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল তাকে। সামনেই রাস্তায় রক্তের ঢেউ, একটা মানুষ পড়ে আছে উপুড় হয়ে।

ডাকাডাকি, চ্যাঁচামেচি। গ্রিফিনের গলা সবাইয়েরই চেনা। পড়শীরা ছুটে এল পথে। "সর্বনাশ! এ যে হেনরি উইণ্ড! ঐ ত তার লোহার বর্ম! সকলের চেনা বর্ম! মাথায় লোহার টুপিটা নেই বটে। নেই বলেই আততায়ী কোপ বসাতে পেরেছে গলায়। পিছন দিক থেকে। হ্যাঁ, পিছন দিক থেকে ছাড়া হেনরির গায়ে অস্ত্র ছোঁয়াতে পারে, এমন জল্লাদ স্কটল্যাণ্ডে নেই।"

পিছন দিক থেকে, ঠিক গলার উপরে বসিয়েছে কোপ। তরোয়াল? না, অত গভীরও হয় না তরোয়ালের কোপ, অত চওড়াও হয় না, যদি নাকি পাশের থেকে সে-কোপ ঝাড়া না হয়। পাশের কোপ এটা নয়, খাড়া কোপ। তরোয়াল নয়, বল্লম নয়। কী অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে হেনরিকে, বুঝতে পারে না কেউ।

মৃতদেহ, যতক্ষণ পর্যন্ত শেরিফ এসে না দেখছেন, নাড়াচাড়া করা বারণ। কাজেই দেহটা যে হেনরির নয়, সেকথা প্রকাশ পেতে দেরি হচ্ছে। ইতিমধ্যে লোক চলে গিয়েছে ক্রেইগডালিকে ডাকতে। তিনি হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়লেন। সে কী? হেনরি খুন? হেনরি উইণ্ড?

শেরিফ আসার পরে দেহটা ওল্‌টানো হ'ল। তখন একসঙ্গে শোনা গেল বহুকণ্ঠের খুশীর কলরব, আর অল্প কয়েকটা কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ। খুশী প্রায় সবাই, কারণ নিহত লোকটি হেনরি নয়। আর আর্তনাদ ক'রে উঠেছে একটি মাত্র নারী আর গুটি তিন চার শিশু, অলিভারের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা। তারা চিনেছে, স্ত্রী চিনেছে তার স্বামীকে, সন্তানেরা চিনেছে তাদের বাবাকে।

অবশ্য যারা প্রথমে আনন্দ করে উঠেছিল, তারাও পরের মুহূর্তেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কারণ হেনরি তাদের প্রিয় যদিও, অলিভারও কিছু অপ্রিয় ছিল না। তার দোষ শুধু একটাই ছিল, ভীতু মানুষ হয়েও বাইরে সে সাহসী পুরুষ ব'লে ডম্ফাই করত কারণে অকারণে। তা, সেটাকে ভাঁড়ামি হিসেবেই গণ্য করেছে সবাই চিরদিন, বিরক্ত না হয়ে হেসেছেই তার আস্ফালন শুনে।

সবাই এখন সমস্যায় পড়ল, হেনরির বর্ম কেন অলিভারের গায়ে। সে-সমস্যার সমাধান হ'ল অনেক পরে, শেরিফের লোক যখন গিয়ে কামারশাল থেকে ডেকে নিয়ে এল হেনরিকে। হেনরি এল, মনস্তাপে পুড়তে পুড়তে। অলিভার তাহলে প্রকৃতপক্ষে কাল রাতে আশ্রয় নিতেই গিয়েছিল তার কাছে। সে তাকে দেয় নি আশ্রয়। তারই ফলে মারা গেল মানুষটা। হেনরি নিজেকে দায়ী মনে করছে ওর মৃত্যুর জন্য। সে যদি সঙ্গে আসত ওকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়ার জন্য, নিশ্চয়ই মারা যেত না অলিভার।

হেনরিরও ধারণা, ক্রেইগডালিরও বিশ্বাস, আততায়ী আসলে খুন করতে চেয়েছিল হেনরিকেই। বর্ম দেখেই ভুল করেছে পাষণ্ডেরা। এঃ, শুধু যদি টুপিটা থাকত মাথায়। সেটা অলিভারই

আপত্তি করেছিল পরতে। পরলে চোখ দু'টো ঢেকে যেত টুপিতে। তার মুখের আন্দাজে অনেকটা লম্বা ছিল কিনা শিরস্ত্রাণটা। টুপিটা পরলে গলা তাতেই ঢাকা পড়ত। এভাবে অস্ত্রটা বিঁধে যেতে পারত না। অস্ত্রটা রণকুঠার। অন্য কেউ না চিনুক, আঘাত দেখেই হেনরি চিনেছে, ওরকম লম্বা, গভীর জখম কুড়োলের কোপে ছাড়া হতে পারে না।

কিন্তু পার্থের কোন লোক ত কুড়োল দিয়ে লড়াই করে না! এ আবার কাঠ-চেরাইয়ের কুড়োল নয়! যুদ্ধের কুড়োল! টাঙ্গি! কার আছে?

কিন্তু সংকটের কালে জল্পনায় সময় নষ্ট করার লোক পার্থবাসীরা না। অশ্বারোহী বার্তাবহ ছুটল স্যার প্যাট্রিক চার্টেরিসের কাছে। তিনি দুই ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়লেন। "পার্থ শহরটা ত এরা জাহান্নমে পাঠাবার তালে আছে দেখছি! আজ জানালায় মই লাগানো, কাল খুন, এরা কী ভেবেছে, বল দেখি। চল, রাজার কাছে চল। কে দোষী, খুঁজে বার করা হোক। তাকে ফাঁসীতে লটকানো হোক—"

একটা উত্তেজিত জনতা ডোমিনিক বিহারে গিয়ে হাজির হ'ল। রাজার দর্শন চায় তারা। স্যার প্যাট্রিক তাদের মুখপাত্র। তিনি আলবানির আর্লকে স্পষ্ট ভাষায় শুনিয়ে দিলেন—"এরকম অরাজক কাণ্ড পার্থে কোনদিন হয় নি। হতে শুরু করেছে, রাজদরবার এখানে এসে অধিষ্ঠান করার পর থেকে। অপরাধী দরবারেরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন লোক, এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কে সে, তার তদন্ত হোক। তার সাজা হোক। তাকে ফাঁসীতে ঝুলতে না-দেখা পর্যন্ত শান্ত হবে না পার্থের নাগরিকরা।"

রাজার পক্ষ থেকে কথা কইছেন আলবানি, কারণ রাজা আজ এখনো শয্যা থেকেই ওঠেন নি, তিনি অসুস্থ।

আলবানি মিষ্ট মধুর বাক্যে বোঝাতে চাইছেন স্যার প্যাট্রিককে। এই কথাটাই পাকে প্রকারে বোঝাতে চাইছেন যে সব অনিষ্টের গোড়া

হ'ল যুবরাজের পক্ষপুটে আশ্রিত গুণ্ডার দলটা, যাদের তিনি দেহরক্ষী নামে অভিহিত ক'রে থাকেন। "জানেন ত স্যার প্যাট্রিক, রাজদরবারের আনাচে-কানাচে কত কুলোক যে ঘাপটি মেরে থাকে, রাজার তা জানবারই কোন উপায় থাকে না। তারা প্রশ্রয় পায় রাজার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। একদল পাষণ্ড এসেছে পার্থে আমাদেরই কর্মচারী নামে পরিচয় দিয়ে। তাদের খুঁজে বার করা শক্ত হবে না, কিন্তু তাদের ফাঁসীতে লটকানোর পক্ষে প্রবল বাধা আসবে আমাদেরই কারও পক্ষ থেকে, একথা আমি খুব গোপনেই আপনাকে বলছি, দোহাই আপনার, প্রকাশ করবেন না। খুব পরাক্রান্ত মুরুব্বি আছে তাদের, আমার ত এমনি ধারণা।"

রথসে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন। ডোমিনিক বিহারে পার্থের ক্রুদ্ধ নাগরিকদের প্রবেশের কথা কানেই যায় নি তাঁর। তবে তাঁর অভ্যাস, সারা রাত্রি জাগরণে কেটে থাকলেও বেলা দুপুরের পরে আর তিনি বিছানায় টিকতে পারেন না। আজও তাই হয়েছে। বেলা বারোটা বাজতেই তিনি উঠে পড়েছেন, কিছু খাবার সমুখে নিয়ে বসেছেন, সেটাকে প্রাতরাশ বলা যায় এই হিসেবে যে এইটিই হতে যাচ্ছে তাঁর আজকের প্রথম আহার। আবার সময়টা যদি বিচার করা যায়, তাহলে লাঞ্চ ছাড়া একে আর কিছুই বলা চলে না। ভৃত্যেরাও জানে না যে ঘুম থেকে উঠে তাদের প্রভু ব্রেকফাস্ট করবেন, না লাঞ্চ করবেন। যদি খুব কম ক'রে খান, তাহলে ওরা এটাকে ব্রেকফাস্ট ব'লে গণ্য করবে। তার অন্যথায় বলতে বাধ্য হবে যে যুবরাজ লাঞ্চ সেরে উঠলেন।

আজ কিন্তু খাওয়া শেষই হতে পেলো না। বাইরের চত্বরে খুব গোলমাল শুনে তিনি হাত তুলে উৎকর্ণ হয়ে বসলেন—"ও কী? কিসের অত গোলমাল?"

এক ভৃত্য জিনিসটাকে খুবই হালকা ক'রে দিতে চাইল—"এমন কিছু কারণ হয় নি যুবরাজ, অত গোলমালের, একটা লোক শহরে

নাকি খুন হয়েছে কাল রাত্রে। নাগরিকরা এসে আবদার ধরেছে, খুনীকে খুঁজে এনে ফাঁসী দিতে হবে এক্ষুণি।"

যুবরাজ কপালটা টিপে ধরলেন বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুল আর মধ্যমা দিয়ে। কী যেন ভেবে নিলেন ঐ ভাবে বসে বসে। তারপর খাওয়া ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রাজার মহলে, দরবার ঘরের চত্বরে। সেখানে স্যার প্যাট্রিক তখনও তর্ক করছেন আলবানির সঙ্গে। আর আলবানি বারবার, এক কথারই আবৃত্তি করছেন—"আমি বলছি আপনাকে, খুব বড় মুরুব্বি আছে তাদের, সাজা দিতে হলে আপনাকে খুব ধীরে ধীরে সতর্কভাবে এগুতে হবে।"

আলবানি টের পান নি যে রথসে এসে ঠিক তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছেন। চার্টেরিস অবশ্য এটা টের পেয়েছেন যে কেউ একজন এসে ঢুকল ঘরে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ আলবানির মুখের উপরে। নবাগত কোন ভৃত্যশ্রেণীর লোক হবে মনে ক'রে তিনি কোন মনোযোগ দিলেন না তার দিকে। খাওয়ার টেবিলে নিজের পরিবেশকের মুখ থেকে যেটুকু আবছা খবর পেয়েছিলেন যুবরাজ, তাইতেই গত রাত্রির অনেক ব্যাপারের স্মৃতি ফিরে এসেছে তাঁর। খুন? খুনের ঘটনাটা অবশ্য তিনি প্রত্যক্ষ করেন নি, কিন্তু এমন একটি লোককে তিনি দেখেছিলেন, যাকে খুনী ছাড়া অন্য কিছু ব'লে ভেবে নেওয়াই শক্ত। তাছাড়া র‍্যামোর্নির কথা থেকেও এমনই আভাস যুবরাজ পেয়েছিলেন যে একটা খুনই বস্তুতঃ ক'রে এসেছে লোকটা ক্ষণপূর্বে।

"মিলর্ড খুড়ো মশাই"—এইবার বললেন যুবরাজ, নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েই। তাঁর কণ্ঠ শুনেই আলবানি ঝটিতি সমুখ থেকে সরে গিয়েছেন, স্থান গ্রহণ করেছেন কয়েক ফুট তফাতে।

"মিলর্ড খুড়ো মশাই, ভৃত্যদের কাছে শুনলাম, কাল রাত্রে পার্থের রাজপথে খুন হয়েছে একটা। খুন বা খুনী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ খবর আমি কিছু দিতে পারব না। তবে এমন একটি লোককে কাল রাত্রে আমি দেখেছি, যার হাতের কুঠার থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল।

লোকটা, কীভাবে জানি না, আমার দেহরক্ষী দলের সঙ্গেই রয়েছে, যে-বাড়ীতে আমার দেহরক্ষীরা থাকে, সেই বাড়ীতেই। আমি সচরাচর সেখানে যাই না। স্যার জন র‍্যামোর্নি খুব অসুস্থ, খবর পেয়েই গিয়েছিলাম একবার।"

আলবানি নির্বাক। স্যার প্যাট্রিকও দিশেহারা। যুবরাজ সম্পর্কে এ-যাবৎ প্রখর নিন্দাবাদ ছাড়া আর কিছুই তিনি শোনেন নি এর আগে। সেই বহুনিন্দিত যুবরাজকে আজ তিনি দেখছেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর নিজের অনুগামী একজনাকে ধরিয়ে দিতে চাইছেন হত্যাকারী ব'লে, এর অর্থ কী হতে পারে?

মনের ভাবনা মনেই চেপে রেখে চার্টেরিস কোনক্রমে প্রশ্ন করলেন—"মহিমান্বিত যুবরাজ, আপনার কাছ থেকে এই খবরটি পেয়ে আপনার চির-অনুরক্ত রাজভক্ত পার্থবাসীরা কৃতার্থ হ'ল। যুবরাজের কি জানা আছে, সেই লোকটার নাম কী?"

"ব্রনথন"—বললেন যুবরাজ। আর আলবানির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চার্টেরিসকেই বললেন—"আমার দেহরক্ষীদের আমিই মুরুব্বি স্বভাবতঃ। কিন্তু মুরুব্বি বলেই যে আমি হত্যাকারীকে ন্যায্য দণ্ড থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করব, এমন কোন আশঙ্কা আপনি করবেন না। হ্যাঁ, লোকটার নাম ব্রনথন।"

চার্টেরিস অভিবাদন করলেন, প্রথমে যুবরাজকে, আন্তরিক কৃতজ্ঞতায়। তারপর আলবানিকে, নিয়মরক্ষার প্রয়োজনে। চার্টেরিস ঝুনো লোক। আলবানি যে সুযোগ পেয়ে যুবরাজকে খুনীর প্রশ্রয়দাতা বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন, সেটা বুঝতে পেরেছেন চার্টেরিস। আর, সেকথা বোঝার পরেই হঠাৎ দারুণ রকম বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন বুড়ো আর্লের উপরে।

চার্টেরিস গেলেন ব্রনথনকে গ্রেপ্তার করার জন্য। কাজটি হয়ত সহজ হবে না। যুবরাজের দেহরক্ষী প্রায় একশোটা থাকে ওখানে। তাদের মাঝখান থেকে ব্রনথনকে ধরে আনতে-হলে রীতিমত একটা পল্টন সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার। অবশ্য পল্টন চার্টেরিসের আছে।

কিনকাউন্সে খবর পাঠিয়ে সেখান থেকে আনিয়ে নিতে হবে সেই পল্টন। পার্থের দোকানদার শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে, হেনরি উইণ্ড ছাড়া ত এমন কেউ নেই যে শিক্ষিত দেহরক্ষী সৈনিকদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়তে পারে!

এদিকে ডোমিনিক বিহারে—

যুবরাজ খবর নিয়ে জানলেন যে রাজা তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নি। শুনেই তিনি নিজের মহলে ফিরে গেলেন। জীবনে আজই প্রথম তাঁকে চিন্তায় পড়তে হয়েছে একটু। এ তিনি নামতে নামতে কোথায় নেমে এলেন? আশা ছিল, পিতা যতদিন বেঁচে থাকবেন, নিজে তিনি নির্দোষ আমোদ-আহ্লাদে মজে থাকবেন ততদিন। কিন্তু বর্তমানে যে-পর্যায়ের আমোদে-আহ্লাদে দিন (এবং রাত্রি) কাটছে তাঁর, তাকে নির্দোষ কে বলতে পারবে? হতে পারে, তিনি নিজে কোন গুরুতর অন্যায় কাজে হাত দেন না, বা তাঁর প্রয়োজনে তাঁর সাথী সঙ্গীদের লিপ্ত হতে বলেন না কোন গুরুতর অন্যায়ে। কিন্তু সাথী সঙ্গীরা যে কী ধরনের চীজ হয়ে দাঁড়াতে পারে, রাশ আলগা পেলে, তা ত যুবরাজের জানা ছিল না! আজ তিনি কতকটা জানতে পেরেছেন তা।

সাইমন গ্লোভারের বাড়ীর জানালায় মই লাগিয়েছিল র‍্যামোর্নি। কী মতলবে, ঠিক বুঝতে পারছেন না যুবরাজ। র‍্যামোর্নির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ, সেই ঘটনার পরে, কালই হয়েছে প্রথম। সাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু ও-প্রসঙ্গ একবারও ওঠে নি দু'জনের মধ্যে। একে যুবরাজ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন র‍্যামোর্নিকে অঙ্গহীন দেখে, তার উপরে ব্রনথন সমুখে এসে দাঁড়ালো কুড়ুলের মুখ থেকে রক্ত ছড়াতে ছড়াতে। চমকের পরে চমক। তারই মধ্যে আবার র‍্যামোর্নি ক্রমাগত কুডাক ডাকতে লাগল—"যদি আপনাকে বেঁচে থাকতে হয়, এইরকম এইরকম করতে হবে আপনাকে। যদি আপনাকে বেঁচে থাকতে হয়, এইরকম কখনো করবেন না আপনি।" মাথা গুলিয়ে দিয়েছিল যুবরাজের।

হ্যাঁ, কী মতলবে র‍্যামোর্নি হানা দিতে গিয়েছিল পার্থ-সুন্দরীর

জানালায় এখনো তা অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছে যুবরাজের। ব্যাপারটা, তিনি যেটুকু জানেন, তা সামান্য। পার্থে এসে পার্থসুন্দরী ক্যাথারাইনের রূপের সুখ্যাতি তিনি অজস্র শুনতে থাকলেন। কেউ বলে, হেলেন ক্লিওপেট্রার মতই সৌন্দর্য তার। কেউ আবার বলে, তাকে দেখলে ম্যাডোনার কথা মনে পড়ে যায় মানুষের, শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে পড়ে তার পবিত্রতার দ্যুতি দেখে। যুবরাজ শুধু র‍্যামোর্নিকে বলেছিলেন—"তুমি একবার মিস্ গ্লোভারকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসবে, আমি যদি তাঁকে কোন উপহার পাঠাই, তিনি তা নেবেন কিনা। তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যের কিছু স্বীকৃতি আমি দিতে চাই। উপহার ছাড়া অন্য কী দিয়ে তা দেব ?"

এই মাত্র। রাত্রিবেলায় যেতেও বলেন নি যুবরাজ, জানালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকতেও বলেন নি। নির্দোষ বার্তাটা একদম কলুষিত ক'রে ছাড়ল দুর্বৃত্ত র‍্যামোর্নি। পাপের উচিত সাজাই ও পেয়েছে। ওর হাতখানা গিয়েছে, তার দরুন অভিযোগ করার কোন নৈতিক অধিকার আর নেই ওর।

র‍্যামোর্নির সঙ্গে আর সংশ্রব রাখবেন না, ঠিকই ক'রে ফেললেন যুবরাজ। প্রাতরাশ খাওয়া হয়নি; এইবার লাঞ্চ সমাধা করলেন ঠাণ্ডা হয়ে। তার পরে যাত্রা করলেন রাজার মহলের দিকে। পিতা নিশ্চয়ই শয্যা ত্যাগ ক'রে থাকবেন এতক্ষণে। রনখনের ব্যাপার উপলক্ষ ক'রে আলবানি আবার রাজার কান ভারী না করতে পারেন যুবরাজের বিরুদ্ধে, সেদিকেও হুঁশিয়ার থাকতে হবে। র‍্যামোর্নি ওটা কিন্তু খুবই সত্য কথা বলেছে। বলেছে যে ঘরে বাইরে শত্রু যুবরাজের। ডাগলাস হিংস্র, আলবানি কুটিল। একজন হিংস্র শার্দূল, অন্যজন কালভুজঙ্গ। এক হিসাবে আলবানিই বেশী মারাত্মক।

রাজার মহলের দরোজাতেই রথসে দেখতে পেলেন লর্ড-হাই কনস্টেবল আর্ল এরলকে। ইনি সারা দেশের শান্তিরক্ষক-বাহিনীর অধিনায়ক।* রাজদরবার যখন যেখানে থাকে, ইনিও থাকেন তার

* এ যুগের ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ।

সঙ্গে। বর্তমানে ডোমিনিক বিহারেই আছেন স্বভাবতঃ। কিন্তু রাজার শয়নকক্ষের দ্বারে তাঁর উপস্থিতি খুবই অস্বাভাবিক। এখানে যদি রাজা এঁকে ডাকিয়ে থাকেন, নিশ্চয়ই বুঝতে হবে যে হঠাৎই কারও উপরে কঠোর ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

যুবরাজকে দেখে অবশ্যই লর্ড-হাই কনস্টেবল সসম্মানে অভিবাদন জানালেন। যুবরাজ হেসে আপ্যায়িত করলেন তাঁকে—"পিতা কি একা আছেন ?"—জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে।

বেশ একটু দ্বিধার সুরেই এরল উত্তর করলেন—"না যুবরাজ, রাজার সঙ্গে আর্ল অব আলবানি রয়েছেন বহুক্ষণ থেকেই। আমাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রাখার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, এইটি শুধু দেখার জন্য যে এ-সময়ে মহারাজের কাছে অন্য কেউ যেতে না পারে।"

রথসে হেসে বললেন—"আমার উপরে নিশ্চয় প্রযোজ্য নয় সে-নিষেধ ?"

একথা শুনে এরলের মুখখানা কালো হয়ে গেল একেবারে। তিনি জবাব দিলেন—"আমার অপরাধ নেবেন না যুবরাজ ! নিষেধটা বিশেষ রকমে আপনার উপরেই প্রযোজ্য।"

"কী ? আপনি বলছেন কি এরল ? আমি যেতে পারব না আমার পিতার কাছে ?"

হঠাৎ দরোজাটা একটুখানি ফাঁক ক'রে আলবানি মুখ বার করলেন। রথসেকে তিনি দেখেও দেখলেন না। চোখের ইশারায় এরলকে ডাকলেন ভিতরে। এরল ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র দরোজা আবার বন্ধ হয়ে গেল, রথসের মুখের উপরেই। রথসে যেন বজ্রাহতের মত নিস্পন্দ হয়ে গেলেন একেবারে।

এও কি সম্ভব ? ভাবছেন রথসে—রাজার কাছে তাঁর পুত্রের প্রবেশ নিষেধ ? ঐ কালসাপ আলবানি কী খেল খেলছে ?

বেশী ভাববার সময় পেলেন না রথসে। এরল বেরিয়ে এলেন, একাকী। এসেই বললেন—"মহারাজের আদেশ, যুবরাজ এখন

দিনকতক এই দীন ভৃত্যের বাড়ীতে গিয়ে তার অতিথিভাবে বাস করুন।"

"বন্দী?" শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন যুবরাজের।

"না না, সাময়িক ভাবে নির্বাসিত বলতে পারেন।"

৯

চাকার ভিতরে চাকা, তার ভিতরে আরও চাকা। বনবন ঘুরছে অবিরত।

পোপের পীড়ন অসহ্য হয়ে উঠেছে স্কটল্যাণ্ডের সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষে, যারা ইদানীং ধর্মসংস্কারের অনুকূলে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। "ওদের ধর, আর পুড়িয়ে মার, যেমন করছেন স্পেন পোর্তুগালের রাজারা। বাইবেলোক্ত মহাধর্মের প্রতি তোমাদের আনুরক্তি যে প্রগাঢ় এবং নির্ভেজাল, তা প্রমাণ করতে হলে ও-ছাড়া আর অন্য পথ নেই।" মহামান্য পোপের এই হ'ল নবতম নির্দেশ।

রাজা রবার্ট শান্তিপ্রিয় লোক, রোমের উপর তাঁর আনুরক্তি খুবই খাঁটি। কিন্তু রোমের এ-আদেশ তিনি মেনে নিতে পারছেন না। প্রজারা জানে যে বৃদ্ধ রাজা যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন ধর্মচক্রের আগুনকে তারা ফাঁকি দিতে পারবে। কিন্তু তারপর? রাজা বৃদ্ধ, রুগ্ন, একান্তভাবেই আর্ল আলবানির উপরে নির্ভরশীল। আর আলবানি। তাঁর সম্বন্ধে দেশের লোকের ধারণা মোটেই ভাল নয়। রাজার মৃত্যুর পর সিংহাসনটা গ্রাস করবার জন্য একটা আপ্রাণ চেষ্টা যে তিনি করবেনই, তা জানে সবাই। সে-চেষ্টায় যদি রোমের সমর্থন পান তিনি, তাহলে তার বিনিময়ে স্কটল্যাণ্ডের অর্ধেক লোককে পুড়িয়ে মারতেও তিনি কাতর হবেন না। প্রজারা তা বোঝে।

প্রজারা তা বোঝে বলেই তারা সতর্ক হচ্ছে। বিশেষ করে সেই সব লোক, রোমের ধর্মীয় স্বৈরাচারের বিরোধী যারা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হচ্ছেন সাইমন গ্লোভার, পার্থের দস্তানাওয়ালা। তিনি এবং তাঁর কন্যা, পার্থসুন্দরী ক্যাথারাইন যে প্রোটেস্টাণ্ট দলভুক্ত, প্রোটেস্টাণ্ট পাদরি ফাদার ক্লিমেণ্ট-এর সঙ্গে যে তাঁদের যোগাযোগ আছে আড়ালে আড়ালে, তা ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত বিশপ এবং এ্যাবেরা জানতে পেরেছেন। খবরটা সাইমনের কাছে পৌঁছোলো ফাদার ক্লিমেণ্টেরই মারফত।

এই আখ্যায়িকার সঙ্গে গোড়াতেই একটু যোগ ছিল ফাদার ক্লিমেণ্টের, তা জনসমাজে প্রকাশ পায় নি। সেই যে সেণ্ট ভ্যালেণ্টাইনের উষা! যেদিন হেনরি উইণ্ডের অস্ত্রাঘাতে র‍্যামোর্নির একখানা হাত দুই টুকরো হ'য়ে গেল, সেদিন শেষ রাত্রে পথচর হেনরিকে আড়াল থেকে ডেকে সাইমন গ্লোভারের বাড়ীতে হানাদারের আসন্ন উৎপাতের আশঙ্কার কথা যিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি এই ফাদার ক্লিমেণ্ট ছাড়া আর কেউ নয়। ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা, শলা-পরামর্শের জন্য গভীর রাত্রে তিনি সাইমনের বাড়ীতে যাচ্ছিলেন, কার্ফু স্ট্রীট ঢোকায় পরই তিনি টের পেলেন, বাড়ীতে ডাকাত পড়বার দেরি নেই। তিনি আর সে-অবস্থায় সাইমনের কাছে যাওয়া উচিত মনে করলেন না। চেষ্টা করলেও তিনি যেতে পারবেন না নিশ্চয়ই, মাঝখান থেকে হয়ত মারা পড়বেন নিজেই। তাই তিনি ঝোপঝাড় ভেঙ্গে দৌড়োতে থাকলেন সাহায্যের খোঁজে। বরাত জোর, হেনরি উইণ্ডকে দেখতে পেলেন। সে সাইমনের বাড়ীর দিকেই যাচ্ছে। অমনি আড়াল থেকে ডেকেই তাকে ব'লে দিলেন, "ছুটে যাও, যেখানে যাচ্ছ। দেরি করলে ওদিকে বিপদ ঘটে যাবে।" সেই হুঁশিয়ারি শুনে হেনরি কী করেছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি।

ক্লিমেণ্ট কিন্তু পার্থে আর বেশী দিন থাকা উচিত মনে করলেন না। তাঁকে নিরাপদ করবার জন্য সাইমন পাঠিয়ে দিলেন হাইল্যাণ্ড অঞ্চলে বন্ধু গিলক্রাইস্টের কাছে। সেখানে পোপের দালালেরা এখনো প্রবেশ করতে পারে নি।

ক্লিমেণ্টকে পাঠিয়ে দিলেন, এবং নিজেও সাইমন, ব্যবসা বন্ধ ক'রে দিয়ে পালিয়ে গেলেন সেইখানেই। প্রাণ বড়? না, ব্যবসা বড়?

সাইমন খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন, ক্যাথারাইনকে কোথায় পাঠাবেন। সঙ্গে ক'রে তাকে হাইল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে

হ'ল না তাঁর। সেখানে কোনাকার রয়েছে। সে যে ক্যাথারাইনের অনুরাগী, তা গোপন ছিল না কোনদিন। এ-অবস্থায় ক্যাথারাইন যদি সেই কোনাকারের কাছেই গিয়ে পড়ে ঘটনা চক্রে, সেই নির্বান্ধব দেশে কোনাকার হয়ত জোর করেই বিবাহ করতে চাইবে পার্থসুন্দরীকে। কোনাকার যে কীরকম উদ্ধত প্রকৃতির যুবক, তা ত জানেন সাইমন।

তাহলে কোথায় রেখে যাওয়া যায় ক্যাথারাইনকে? স্যার প্যাট্রিক চার্টেরিসকে সব সমস্যার কথা ব'লে তাঁর পরামর্শ চাইলেন সাইমন।

বেশ ভাল পরামর্শই দিলেন চার্টেরিস। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় আছে ডাচেস মার্জরির। যে-মার্জরি হলেন ডাগলাসের কন্যা এবং যুবরাজ রথসের পরিত্যক্তা পত্নী। মার্জরি এখন আছেন ফকল্যাণ্ড দুর্গে। দুর্গটা আলবানির আর্লের, তিনিই মার্জরিকে দিয়েছেন সাময়িক বসবাসের জন্য।

চার্টেরিস এই ডাচেস মার্জরির কাছে পাঠিয়ে দিলেন ক্যাথারাইনকে।

সাইমনকে আশ্বাস দিলেন—"আপনি নির্ভয়ে চলে যান হাইল্যাণ্ডে। আপনার মেয়ের জন্য কোন ভয়ই করবেন না। ডাগলাস কন্যার হেফাজত থেকে তাকে ছিনিয়ে আনবার শক্তি কারোই হবে না। পোপের দালালেরাও ঘেঁষতে পারবে না সেখানে, রথসের গুণ্ডারাও না।"

অতঃপর অশ্রুজলে পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে ক্যাথারাইন চলে গেল ফকল্যাণ্ডে, সাইমন চলে গেলেন পাহাড়ে।

পাহাড়ে গিয়েই ভয়ানক একটা আঘাত পেলেন সাইমন। প্রথম লোক যাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল সেখানে, তিনি সেই ফাদার ক্লিমেণ্ট, আগুনের ভয়ে আগেই যিনি পালিয়ে এসেছেন পার্থ থেকে। এই ক্লিমেণ্ট খবর দিলেন, কুহেল সর্দার গিলক্রাইস্টের হয়েছে মৃত্যু। কুহেল উপজাতির সর্দার এখন হচ্ছে ইয়াকিম এক-হেক্টর গিলক্রাইস্ট,

যে কিছুদিন আগেও কোনাকার নাম গ্রহণ ক'রে চামড়া পরিষ্কার করেছে পার্থে, এই সাইমনেরই কারখানায়।

সাইমনের সঙ্গে কোনাকারের দেখা হ'ল দুইদিন পরে। তার চেহারা আগের চেয়ে ভালো, অনেক জমকালো হয়েছে। একটু মোটা হয়েছে সে, এই অল্প দিনেই, তাতে সর্দারোচিত ভারিক্কি ভাব একটা এসেছে তার মধ্যে। পোশাকও আর আগের মত সাদাসিধে নেই, গলায় একটা সোনার হারও দেখা যাচ্ছে তার।

সাইমনের সঙ্গে কিন্তু প্রথম সাক্ষাৎটাই অপ্রীতিকর হয়ে দাঁড়াল এই সর্দার ইয়াকিম হেক্টরের। সাইমন যে-আশঙ্কায় কন্যাকে আনেন নি সঙ্গে, সেটা যে অমূলক ছিল না, তা স্পষ্ট হয়ে গেল আধঘণ্টা আলাপচারির পরেই। ইয়াকিম প্রকাশ ক'রে ফেলল তার মনের কথা—"আমি আপনার মেয়ে ক্যাথারাইনকে বিয়ে করতে চাই। বিয়েতে আপনার আপত্তির কারণ কী থাকতে পারে? আমি একটা পরাক্রান্ত হাইল্যাণ্ডার উপজাতির সর্দার, ছোট-খাটো একটা রাজারই মত। আমার কথাই এই বিস্তীর্ণ পাহাড়িয়া মুলুকে একমাত্র আইন, এখানকার সব মানুষের জীবন-মৃত্যুর মালিক আমি। এতখানি মর্যাদা সত্ত্বেও কি আমি যোগ্য নই আপনার জামাই হওয়ার?" সাইমনের ঘোর বিপদ। ইয়াকিমকে মুখের উপর তিনি কেমন ক'রে বলবেন যে সত্যই যোগ্য নয়! সে যে কী রকম উদ্ধত প্রকৃতির ছেলে, তা কি আর জানেন না সাইমন? সেই উদ্ধত প্রকৃতিতে এখন এসে মিলিত হয়েছে অবারিত প্রভুত্ব, পর্যাপ্ত ক্ষমতা। সাইমন যদি এখানে এসে তারই আশ্রয়ের ভিতর নিরাপত্তা খুঁজতে বাধ্য না হতেন, তাহলে কোন কথা ছিল না। ইয়াকিমকে সোজা ব'লে দিতে পারতেন—"না বাপু, তোমার প্রভূত ক্ষমতা, প্রশস্ত রাজ্যসীমা স্বচক্ষে দেখেও আমি বিবেচনা করতে পারছি না যে তোমার সঙ্গে বিবাহ হলে আমার মেয়ে সুখী হবে জীবনে।"

ব'লে দিতে পারতেন, অবস্থা বৈগুণ্যে নিজে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে তার সমুখে দাঁড়াতে না হলে। কিন্তু তাই যখন হয়েছে দাঁড়াতে,

কেমন ক'রে তিনি মুখের উপর ইয়াকিমকে অমন একটা অপ্রিয় কথা বলবেন? বাধ্য হয়ে তিনি—"দেখা যাক, ব্যস্ত কী, হবে অথন"—জাতীয় দ্ব্যর্থ কথায় ইয়াকিমকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। উপায় কী তা ছাড়া?

ইয়াকিমও আপাততঃ বেশী জেদ করতে পারছে না এই বিষয়ে। সে নিজে, এবং তার সমস্ত কুহেল সম্প্রদায়টা ঘোর সংকটের সম্মুখীন। কুহেল আর চ্যাট্টান, এই দুই উপজাতির বিপদ বহু শতাব্দীর পুরাতন। সম্প্রতি সে-বিবাদ একেবারে চরমে পৌঁছেচে। ক্রমাগত হানাহানি, খুনোখুনিতেও শান্তি আসছে না দু'টো সম্প্রদায়ের একটাতেও। এ-অবস্থায় ডাগলাস—

হাইল্যাণ্ডার বলতে যতগুলি সম্প্রদায় আছে, ডাগলাসকে এক ধরনের মুরুব্বি ব'লে তারা সবাই মানে। কুহেল, চ্যাট্টান দুই পক্ষ থেকেই একটা অনুরোধ গিলক্রাইস্টের জীবৎকালেই ডাগলাসের কাছে গিয়েছিল। সেটা এই যে তিনি মধ্যস্থ হয়ে আপোষে একটা ঘরোয়া যুদ্ধের বন্দোবস্ত ক'রে দিন এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। সেই যুদ্ধে যারা পরাজিত হবে, তারা শতাব্দীকালের জন্য তাদের শত্রুপক্ষকে শ্রেষ্ঠ ব'লে মেনে নেবে।

আপোষে যুদ্ধ? কথাটা খুবই অদ্ভুত, সন্দেহ কী?

কিন্তু আপোষে যুদ্ধ ব্যাপারটা হাইল্যাণ্ড অঞ্চলে নতুন নয়। পাহাড়িয়াদের যে-ইতিহাস লোকসঙ্গীতের আকারে জনগণের মুখে মুখে ফেরে, তাতে ঘরোয়া যুদ্ধের নজির অনেক পাওয়া যায়। ব্যাপারটা হয় এইরকম।

প্রথমেই একজন পরাক্রান্ত অথচ নিরপেক্ষ লোককে নির্বাচিত করা হয় মধ্যস্থ ব'লে। তিনিই সিদ্ধান্ত নেন, কবে কোন স্থানে যুদ্ধটা হবে, এবং প্রতি পক্ষে কতগুলি ক'রে যোদ্ধা থাকবে। সমসংখ্যক যোদ্ধা দুই দলেই। সংখ্যাটা একশো ছাড়িয়ে যায় না, এযাবৎ যত যুদ্ধ হয়েছে এ-রকম, কোনটাতেই যায়নি ছাড়িয়ে। দুই দলেরই নির্দিষ্ট সংখ্যক যোদ্ধা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে এসে উক্ত মধ্যস্থের সমুখে

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে, এবং একদল নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত করতেই থাকবে যুদ্ধ। যে দল হ'ল নির্মূল, তারা, আগের ব্যবস্থা অনুযায়ী বিশ, পঞ্চাশ বা একশো বছর কাল বিজয়ী শত্রুর সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা আর করবে না। অন্যায় অত্যাচার যদি হয় তাদের উপরে, সরাসরি লড়াইয়ের পথে আর তারা যাবে না, উক্ত মধ্যস্থ বা তাঁর স্থলাভিষিক্তের কাছে নালিশ করবে, প্রতিকার প্রার্থনা করবে।

অতীতে এরকম ঘরোয়া যুদ্ধ মাঝে মাঝেই হয়েছে ভূডার হরণের প্রয়োজনে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয়েছে সেসব যুদ্ধ। হাইল্যাণ্ডাররা প্রাণান্তে কখনও কথার খেলাপ করে না। ঘরোয়া যুদ্ধের ফল যে রকমই হোক না কেন, যেসব শর্তে সে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তা ভঙ্গ করে না কোন পক্ষই।

এই রকম একটা ঘরোয়া যুদ্ধের মধ্যস্থতা করবার জন্য ডাগলাসের কাছে অনুরোধ ইদানীং গিয়েছিল, কুহেল আর চ্যাট্টান, এই উভয় দলের পক্ষ থেকেই। ডাগলাস অসম্মত হন নি মধ্যস্থতা করতে! কিন্তু যুদ্ধটাতে অনিবার্যভাবে দেরি পড়ে গেল, ডাগলাস সসৈন্যে দক্ষিণ সীমান্তে চলে যাওয়ার দরুন। আর্ল অব মার্চের উপর আস্থা রাখতে না পেরে তিনি নিজেই ইংরেজ আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য দক্ষিণ সীমান্তে চলে গিয়েছিলেন, নিজেরই দশ হাজার সৈন্য নিয়ে। সম্প্রতি রাজার কাছেও খবর এসেছে, এবং তা এসেছে কুহেল ও চ্যাট্টান সর্দারদের কাছেও এই খবর যে সীমান্ত যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত, বিতাড়িত ক'রে স্বদেশে ফেরত পাঠিয়েছেন ডাগলাস। তাঁর সন্দেহ অমূলক ছিল না। আর্ল অব মার্চ নিজে তো ইংরেজ দলনের কোন চেষ্টাই করেন নি। বরং গোপনে গোপনে ইংরেজদের সাহায্যই করেছিলেন সব রকম সম্ভাব্য উপায়ে। এখন, ইংরেজ সেনার পশ্চাদপসরণের পরে তাঁর যে নিজের আর নিরাপত্তা নেই স্কটল্যাণ্ডের মাটিতে, এটা বুঝতে পেরে, ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও পালিয়ে গিয়েছেন ইংল্যাণ্ডে। তাঁর অধিকৃত সব দুর্গে এখন ঘাঁটি বসেছে ডাগলাসের সেনার।

না, এসব ব্যাপারে হাইল্যাণ্ডাররা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, এসব ব্যাপারকে তারা নিজেদের মনোযোগের অংশ দিতে চিরদিনই নারাজ। হাইল্যাণ্ডের গণ্ডীর বহির্ভূত কোন জিনিস নিয়েই তারা মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয়। যতক্ষণ তারা আগু বাড়িয়ে এসে হাইল্যাণ্ডের আদিম ধারার জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত না ঘটাচ্ছে। সুতরাং মার্চের দেশত্যাগ বা ইংরেজ সেনার পলায়ন নিয়ে তাদের আগ্রহ বা উদ্বেগ কিছুই নেই। ডাগলাসের প্রেরিত সংবাদটির মধ্যে যেটুকু জিনিসকে কিছুমাত্র গুরুত্ব দিল, তা হ'ল এই যে ডাগলাস ফিরে আসছেন, এইবারে সেই স্থগিত ঘরোয়া যুদ্ধটা হয়ে যেতে পারবে। ডাগলাস যে নিজের কার্যকলাপের একটা বিবরণ কুহেল বা চ্যাট্টান দলপতিদের কাছেও পাঠিয়েছেন, তার অর্থই এই। তিনি ওদের প্রকারান্তরে বলেছেন—"তোমরা এইবার তৈরী হতে পার।"

এইসব কারণেই সাইমন গ্লোভার রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন ইয়াকিমের জুলুম থেকে। গিলক্রাইস্ট হঠাৎ মারা গেলেন, সর্দার-পদে ইয়াকিমের অভিষেক ত স্বাভাবিক ও আসন্ন। প্রথম কিছুদিন তারই তোড়জোড়ে কাটছে, এসব মিটে গেলেই শুরু হবে সেই ঘরোয়া যুদ্ধের ব্যবস্থাপনা। ডাগলাসের কাছে দৈনন্দিন লোক পাঠানো দরকার হবে তখন। কোথায় হবে যুদ্ধ, কত লোক নামবে যুদ্ধে, কারা কারা নামবে, এ-সবই অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ক্ল্যান কুহেলের প্রতি কুটিরে যোয়ানেরা তরোয়ালে ধার দিচ্ছে, বল্লমের ফলা শক্ত ক'রে আঁটছে বাঁটের সঙ্গে, যার লোহার বর্ম নেই, সে সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে। আগের দিনে দোভাঁজ চামড়ার জামা পরত যোদ্ধারা। সমতলে এখন সমাদর হয়েছে লৌহবর্মের। বিশেষ ক'রে পার্থ শহরের হেনরি কামারের গড়া বর্ম। কিন্তু এখানে ইয়াকিম ব'লে দিয়েছে—"লৌহবর্ম যে কিনবে, সে কেনো। ভাল কথাই। কিন্তু হেনরি কামারের বর্ম নয়। ওর হাতের কাজ? সে ত আমার দেখা আছে। একদম পল্‌কা জিনিস। তরোয়ালের কোপ কি বল্লমের খোঁচা খেয়েছে কি ঝুরঝুর ক'রে ভেঙে পড়েছে। অন্য যে-

কোন কামারের মাল কেনো, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু হেনরি উইণ্ডের? ভগবান যেন অমন দুর্মতি না দেন তোমাদের।"

সাইমন শোনেন, আর মুখ ফিরিয়ে হাসেন। ঈর্ষা এমনি বস্তুই বটে!

ইয়াকিম কিন্তু দিনে দিনে বিমর্ষ, শুকিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের দিন যত নিকট হচ্ছে, ততই কেমন যেন উন্মনা হয়ে উঠছে ও। থাকে থাকে চমকে ওঠে, কথা কইতে কইতে হঠাৎ থমকে থেকে যায়, দূরে কিসের দিকে যেন তাকিয়ে থাকে, ভয়ে ভয়ে। অন্য কেউ সেটা লক্ষ্য না করুক, লক্ষ্য করেছে ইয়াকিমের পালক পিতা টর্কুইল, সেই কাঠুরে। সে একদিন আড়ালে পেয়ে ইয়াকিমকে বলল—"বাবা হেক্টর, তোমার কি অসুখ করেছে কিছু? চেহারা শুকিয়ে যাচ্ছে তোমার, এর মানে কী? যুদ্ধ নিকট, এ-সময় ত অসুখ হয়ে পড়লে চলবে না। তুমি যে সর্দার!"

ইয়াকিম আর পারল না, পালক পিতাকে জড়িয়ে ধরে, তার বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—"বাবা, আমার ভয় করে, ভয় করে আমার। যুদ্ধের নামে আমার দারুণ ভয় করছে।"

টর্কুইল একেবারে যেন বজ্রাহত। কুহেল কুলের সর্দার! সে ভয় পাচ্ছে যুদ্ধের নামে? এ যে স্বপ্নেরও অগোচর। কুহেলরা যে আগুন-খাওয়া জাত!

কিন্তু পরক্ষণেই সে তিক্ত হাসি হাসল। তার মনে পড়ে গিয়েছে—"হবেই ত! হরিণীর দুধ খেয়ে মানুষ যে! কিন্তু উপায় কী? তুমি সর্দার, তোমায় বাদ দিতে ত যুদ্ধ হতে পারে না!"

অনেক ভেবে টর্কুইলই কিন্তু উপায় ঠিক করল একটা—"কুহেলদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ হলে তুমি, আর চ্যাট্টানদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ হ'ল ফ্রেড আর্কুহাল। ফ্রেড আবার আমার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য পাগল। আমি মত দিই নি কিছুতেই। এইবার দেব মত। এই শর্তে দেব যে আমার মেয়েকে নিয়ে সে এক্ষুণি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। সে যদি যায়, আমরা দাবি করতে পারব,

আমাদেরও সবচেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠকে ছেড়ে দেওয়া হোক বাছাই করা জোয়ানদের মধ্য থেকে।"

মনে মনে লজ্জা যতই হোক, ইয়াকিম সাগ্রহে স্বীকৃত হ'ল এ-ব্যবস্থায়। টকু'ইল বলল—চ্যাট্টানদের ফ্রেড যে পালাচ্ছে, তা সে আগে প্রকাশ করবে না। প্রকাশ পাবে যুদ্ধের দিন।

যুদ্ধের দিন এসে গেল। ডাগলাস ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন দক্ষিণ সীমান্ত থেকে, রাজার অনুমতি নিয়ে তিনি পার্থ-নগরীর উপকণ্ঠে রণাঙ্গন নির্বাচন করলেন, টে-নদীর ধারে। একটা উপত্যকা, তিনদিকে তার পাহাড়, চতুর্থ দিকে টে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে দর্শকদের বসবার, দাঁড়াবার জায়গা করা হয়েছে। রাজা এবং তাঁর পারিষদবর্গের জন্য সুসজ্জিত মঞ্চ। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের জন্য আলাদা আলাদা বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে দূরে দূরে।

ত্রিশজন করে জোয়ান লড়বে এক একদিকে। যুদ্ধের নির্দিষ্ট দিনে সকালে চ্যাট্টান সর্দার লজ্জায় ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হয়ে এসে ডাগলাসকে বলল—তার দলের ফ্রেড আকু'হাল রাত্রিবেলা পালিয়ে গিয়েছে শিবির থেকে।

"তা যাক না"—বললেন ডাগলাস—"কুহেল-দল থেকেও একজন বাদ দাও। ত্রিশের জায়গায় উনত্রিশ জন লড়লে ক্ষতি কী?"

টকু'ইল এগিয়ে এসে বলল—"ফ্রেড আকু'হাল ছিল ও-দলের সবচেয়ে কনিষ্ঠ। আমাদের সবচেয়ে কনিষ্ঠ হ'ল ইয়াকিম হেক্টর। সেই তাহলে বাদ যাক।"

অপ্রত্যাশিত ভাবে ডাগলাস চমকে উঠলেন একথা শুনে—"ইয়াকিম হেক্টর? সেই না কুহেলদের সর্দার?"

টকু'ইল আমতা-আমতা ক'রে বলল—"তা, খুব সম্প্রতিই তার বাবা গিলক্রাইস্ট মারা গেলেন যখন, সর্দারি ইয়াকিমই পেয়েছে বটে। কিন্তু ছেলেমানুষ খুবই।"

ডাগলাস কঠিন হয়ে বললেন—"তা হতে পারে না। সর্দার হব,

অথচ লড়াইয়ের বেলায় সরে পড়ব, তা হতে পারে না। অন্য কাউকে বাদ দাও।"

অন্য কেউ কিন্তু বাদ পড়তে রাজী নয়। প্রত্যেকেই বলে, "আমি কি মায়ের দুধ খাই নি? আমায় যখন একবার বাছাই করা হয়েছে, তখন আমি লড়বই। বীরত্বের পরীক্ষা দেবার এমন সুযোগ দু'বার আসে না কারও জীবনে। আমি যখন বরাতগুণে সে-সুযোগ পেয়ে গেছি, তা কি আর ছাড়ি কখনো?"

তাহলে কুহেল দলে এই অবস্থা দাঁড়াচ্ছে যে, একটি মাত্র লোক পালাতে ইচ্ছুক, কিন্তু পালাবার তার উপায় নেই। আর অন্য যারা ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারে যুদ্ধ ছেড়ে, তারা কেউই ইচ্ছুক নয় যেতে।

বেচারা ইয়াকিম! বড় আশায় ছাই পড়ল তার। বড় আশায় বুক বেঁধেছিল বেচারী যে জীবনটা নিয়ে সে বেরুতে পারবে এ-সংকট থেকে। কিন্তু ডাগলাস তাকে দিলেন না বেরুতে। এখন আর বাঁচার কোন পথ নেই তার। তার নৈরাশ্যপীড়িত অন্তরে বৃথাই সাহস সঞ্চারের চেষ্টা করে তার স্নেহশীল পালক-পিতা—"কী ভয় তোমার? আমি আছি, আমার আট ছেলে আছে। নয়টা মহারথী। আমরা অনুক্ষণ ঘিরে রাখব তোমাকে। আমাদের ভিতর থেকে তোমায় টেনে বার করবে, এমন যোদ্ধা তো চ্যাট্টান বংশে দেখি না। তুমি নির্ভয়ে থাক। তুমি দেখবে যে তোমার ত্রিসীমাতেও প্রবেশ করতে পারছে না কোন শত্রু।"

ইতিমধ্যে আর একটা জটিল প্রশ্ন উপস্থিত হয়েছে ডাগলাসের সামনে। কুহেল গোষ্ঠীতে ত্রিশজন যোদ্ধা লড়ছে, কিন্তু চ্যাট্টান গোষ্ঠীতে দাঁড়িয়ে গেল উনত্রিশ। গোনা-গুনতি লোকই এসেছে পাহাড় থেকে। বাড়তি লোক ডাগলাসই আনতে দেন নি। এখন, ঐ যে একটা লোক কম পড়ছে চ্যাট্টান-দলে, সেটা পূরণ হয় কেমন ক'রে? চ্যাট্টানদের নিজের লোক কেউ নেই। বাধ্য হয়ে

পার্থবাসীদের কাছে তারা আবেদন পাঠালো—"তোমরা একজন লোক দিতে পার? এমন লোক যে অস্ত্র ধরতে জানে? এমন লোক যে জানের পরোয়া করে না?"

এ-রকম একটা আবেদন যদি পার্থের নাগরিকদের কাছে আসে, তাহলে পার্থের সেরা অস্ত্রবিশারদ হেনরি উইণ্ড তা অগ্রাহ্য করে কেমন ক'রে? স্যার প্যাট্রিক তার দিকে তাকান, নগরীর মান-ইজ্জত তার হাতে। আত্মীয়-বন্ধুরা তার দিকে তাকায়। চিরদিন তারা গর্ব ক'রে এসেছে হেনরির বীরত্বের, যেন সেই বীরত্ব তাদেরই। আজ কি হেনরি তাদের পথে বসাবে?

না, হেনরি তা পারে না। পার্থের মর্যাদার জন্য, নিজের মর্যাদার জন্য সে চ্যাট্টানদের ডাকে সাড়া দিল—"অয়মহম্ ভো। আমি আছি। হেনরি উইণ্ড। ভয় নেই তোমাদের।"

চ্যাট্টানেরা পুলকিত। হার-জিৎ ভাগ্যের কথা। কিন্তু মনের মত লোক তারা পেয়েছে। হেনরির নামে তখন জয়ধ্বনি উঠছে পার্থবাসী দর্শকদের মধ্যে—"আমাদের হেনরি! আমাদের হেনরি! জীতা রহো হেনরি।"

ডাগলাস রাজার কাছে অনুমতি নিয়ে সংকেত দিলেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল বাছাই করা জোড়ায়-জোড়ায়। ত্রিশটা জোড়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেতেছে যুগপৎ। দর্শকদের মুস্কিল। কোন্ জোড়াকে রেখে কোন্ জোড়াকে দেখে?

কিন্তু সে-সমস্যা বেশীক্ষণ রইল না। হেনরির প্রতিদ্বন্দ্বী যে ছিল, সে এক মিনিটে ধরাশয্যা গ্রহণ করল। হেনরি এগিয়ে গেল সেই দিকে, যেখানে একটা অস্ত্রধারী কুহেলকে পিছনে রেখে নয়জন কুহেল এক সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই দিচ্ছে। দুর্মদ যোদ্ধা তারা নয়-জনই। চ্যাট্টানেরা ধরাশায়ী হচ্ছে তাদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে। এক একজন ধরাশয্যা নিচ্ছে, আর টর্কুইল সিংহনাদ করে উঠছে—"হেক্টরের জন্য লড় বাচ্চারা! ধাই-ভাইয়ের ঋণ শোধ কর।"

হেনরি অগ্রসর হ'ল এই দুর্ভেদ্য ব্যূহের পানে। দুর্ভেদ্য ব্যূহ

বিচূর্ণ হয়ে গেল নিমেষে। টকুইলের এক পুত্র রণশয্যায় শয়ন করল। আর টকুইল? নিহত পুত্রের পানে একবার মাত্র তাকিয়ে সে হুঙ্কার ক'রে উঠল—"কাঠুরের বাচ্চারা! হেক্টরের জন্য আর দু'জন!"

টকুইলের দুই পুত্র একসাথে দেহ দিয়ে আগলে ধরল ইয়াকিমকে। হেনরির বাহুতে কি আজ ঝঞ্ঝা ভর করেছে? তার অসি ঘুরছে বিদ্যুৎবেগে। তার গায়ে তার নিজের হাতে গড়া বর্ম, কুহেল শত্রুদের তরোয়াল, বল্লম তাতে প্রতিহত হয়ে ফিরে ফিরে আসছে, গিরিগাত্র থেকে শিলাখণ্ডের মত। দুই চার মিনিট পরে পরেই কাঠুরে টকুইলের হুঙ্কার ধ্বনিত হয়ে উঠছে রণস্থলে—"আরও দু'জন হেক্টরের জন্য। আরও দু'জন!"

যুদ্ধ এখন হেনরিকে কেন্দ্র ক'রেই। হতাবশেষ কুহেলরা সবাই ধেয়ে আসছে তাকে নিহত করবার জন্য, আর চ্যাট্টানেরা সবাই ধেয়ে আসছে তার পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব রক্ষা করবার জন্য। সমুখে? সমুখে ঘুরছে তার বিদ্যুৎজিহ্ব তরবারি, তার চক্রোরের ভিতর শত্রুর অস্ত্র প্রবেশ করবে, সাধ্য কী তার?

জোড়ায় জোড়ায় টকুইলের পুত্রেরা রণশয্যায় শায়িত হচ্ছে, তবু টকুইলের সিংহনাদের বিরাম নেই—"আরও দু'জন হেক্টরের জন্য!"

"আর কেউ নেই, টকুইল"—ব'লে উঠল এক মুমূর্ষু কুহেল।

"আ-মি ত আছি"—ব'লে টকুইল লাফিয়ে পড়ল হেনরির উপরে।

বীর টকুইলও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে দুই মিনিটের ভিতর। আর সেই মুহূর্তেই রণস্থল ত্যাগ ক'রে ইয়াকিম ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে শুরু করল টে-নদীর দিকে। সেদিকটাতে কোন দর্শক নেই। ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে ইয়াকিম পৌঁছোলো টে-নদীর কূলে, ঝাঁপিয়ে পড়ল

তার উদ্দাম স্রোতে। হরিণীর দুধে যে-জীবন রক্ষা হয়েছিল একদিন, তার অবসান হ'ল আজ টে-র জলে। কুহেল দলের ত্রিশজন যোদ্ধা নিশ্চিহ্ন একেবারে।

আর্ল এরলের বাড়ী টে-নদীর ধারেই। বাড়ী থেকে নদী পর্যন্ত থরে থরে বাগান সাজানো। তারই এক ফুলে-ঘেরা প্রস্তর বেদীর দুই পাশে সুখাসনে বসে আছেন যুবরাজ রথসে আর লর্ড এরল। বেদীর উপরে সদ্য সমাপ্ত লাঞ্চের বাসনপত্র তখনও পড়ে আছে। এরল যুবরাজের সুখ-সুবিধার দিকে সদা মনোযোগী, বিশেষ কাজে অন্যত্র যেতে না হলে সদাই তিনি সশরীরে হাজির আছেন তাঁর কাছে।

এক ভৃত্য এল বাসনপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য, এবং নিম্নস্বরে কী যেন বললও এরলকে। হাই কনস্টেবল তাই শুনে যুবরাজের কাছে ছুটি চাইলেন কয়েক মিনিটের জন্য—"আপনার অনুমতি হলে একবার ওদিকে যেতে চাই, বিশেষ প্রয়োজনে কয়েকটি লোক এসেছে, শুনছি। সরকারী কাজই—"

যুবরাজ হেসে বললেন—"আপনার কথা শুনলে যে-কোন তৃতীয় ব্যক্তি মনে করবে, লর্ড এরল, যে আমি আপনার বন্দী নই, আপনিই বন্দী আমার।"

এরল জিভ কেটে উত্তর দিলেন—"যুবরাজ পরিহাস করছেন নিশ্চয়ই। আমরা কেউই বন্দী নই কারও। আমি আপনার ভৃত্য, সাময়িকভাবে নিজের গৃহে প্রভুসেবা করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।"

এরল চলে গেলেন। যুবরাজ উদাস নেত্রে তাকিয়ে আছেন উদ্যানবীথির দিকে। ঘুরে ফিরে এঁকেবেঁকে, ফুলের পাড়-পরানো নুড়ি-বিছানো পথটা চলে গিয়েছে টে-নদীর সৈকত পর্যন্ত। ঐ নদীরই ধারে, মাইল পঁচিশ পুবে যে একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গিয়েছে তিন দিন আগে, আর সেই যুদ্ধে হাইল্যাণ্ডার ক্ল্যান কুহেলের

সামরিক শক্তি যে বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে—পার্থনিবাসী হেনরি কামারের শৌর্যে, এ-খবরটা কালই এরলের মুখে শুনেছেন যুবরাজ। শুনে খুশী হন নি তিনি। বলেছিলেন—"কেন এই হানাহানি, আমি কিছুই বুঝি না এরল। কুহেল আর চ্যাট্টান, দুটো উপজাতিরই বসবাসের পর্যাপ্ত জায়গা ত পাহাড় অঞ্চলে রয়েছে, কেন তারা শান্তিতে থাকতে পারে না মিলেমিশে, বলতে পার?"—এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন এরলকে, আর নিজেই জবাব দিয়েছিলেন নিজের জিজ্ঞাসায়—"মিলেমিশে থাকতে পারে না, লোভের দরুন। যার যা নয়, সে তাই পেতে চায়। হরণ করতে চায় পরস্ব। তাই থেকেই সর্বত্র হানাহানি, হিংসার তাণ্ডব। স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন আলবানির নয়, অথচ তিনি তা পেতে চান, সেইজন্যই আমাকে হাই কনস্টেবলের বাড়ীতে নির্বাসিত করা দরকার ছিল আলবানির। তা তিনি করেছেন। এইবার যদি প্রয়োজন বোঝেন, আরও কিছু দূরে পাঠাবারও ব্যবস্থা অনায়াসে করতে পারবেন। কী বলেন মিলর্ড এরল? এমন দূর স্থানে, যেখান থেকে ফিরে আসার আর উপায় থাকবে না আমার?

যুবরাজের কথা শুনে কানে আঙুল দিয়েছিলেন এরল—"অমন কথাও মুখে আনবেন না যুবরাজ! কার মনে কী আছে, কেমন করে জানব? কিন্তু আমার গৃহে আপনি যতক্ষণ আছেন, আমার মৃতদেহ লঙ্ঘন না ক'রে কেউ অনিষ্ট কামনায় আপনার দিকে এক পদও এগুতে পারবে না।"

যুবরাজ কথা পালটে ফেলেছিলেন তারপর। এরল লোক ভাল, ওকে কেন দুশ্চিন্তায় নিক্ষেপ করা এলোমেলো কথা ব'লে?

আজ কিন্তু নিজের সেই কথাগুলোই আবার মনে পড়ে যাচ্ছে যুবরাজের। একা উদ্যানে ব'সে অদূরবর্তী টের জলকল্লোল শুনছেন, আর ভাবছেন—রাজার বিচারবুদ্ধি আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যাচ্ছে, পিতৃব্য আলবানি যা বলেন, তিনি যন্ত্রচালিতের মত তাই ক'রে যান। রথসের সম্বন্ধে নতুন কী আদেশ আলবানি রাজার মুখ থেকে

বীর টর্কুইলও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে দু'মিনিটের ভিতর। পৃঃ ৯৩

বার করিয়ে নেন। কে জানে তা। এরলের বাড়ীতে রথসেকে নির্বাসিত ক'রেই আলবানি ঠাণ্ডা হয়ে ব'সে থাকবেন, এমন আশা না করাই ভাল।

আঁকা-বাঁকা উদ্যানবীথী। একটা মোড় ঘুরে যুবরাজের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হ'ল একটা লোক। টে-র দিক থেকে আসছে, পরিচিত চেহারা—র‍্যামোর্নি।

র‍্যা-মো-র্নি? তাকে তো তিনি খুবই পীড়িত দেখে এসেছিলেন, পার্থের বাড়ীতে। র‍্যামোর্নি সুস্থ হয়ে উঠেছে তা হলে। একখানা হাত নেই। কিন্তু গায়ে একটা অঙ্গবাস এভাবে জড়ানো, যে জানে না, সে হঠাৎ ধরতে পারবে না লোকটা অঙ্গহীন।

র‍্যা-মোর্নি! লোকটাকে এক সময়ে খুব ভালবাসতেন যুবরাজ। মাঝে তার উপর ক্রুদ্ধও খুব হয়েছিলেন। আর তাকে নিজের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবেন না, এমন সংকল্পও তিনি করেছেন। কিন্তু তবু—তবু মনের অগোচরে পাপ নেই। যাকে পরিত্যাগ করবার জন্য তিনি কৃতসংকল্প, এই বন্ধুহীন নির্বাসনে হঠাৎ তারই দর্শন পেয়ে মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন যুবরাজ।

বহুদূর থেকেই টুপি খুলে অভিবাদন করেছে র‍্যামোর্নি। কাছে এসে একেবারে নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জানালো। বাঁ-হাত দিয়ে যুবরাজের হাত ধরে তাতে চুম্বন করল রাজভক্ত প্রজার মত—"বাঁ-হাতে ধরতে হ'ল প্রভুর করপদ্ম, অপরাধ নেবেন না, আমার ডান হাত যে নেই, তা মনে থাকতে পারে আপনার।"

"খুব মনে আছে। এবং তুমি স্বাগত। কিন্তু এখানে তুমি এলে কী ক'রে? শুধু আমাকে দেখার জন্যই নাকি? তোমাকে সুস্থ এবং সবল দেখে আমি সত্যাই খুব আনন্দ পেলাম।"

"ফকল্যাণ্ডে এসেছি কাজের উপলক্ষে, তারপর ফকল্যাণ্ড থেকে এখানে আসা, এ শুধু আপনাকে দেখবার জন্যই বটে। আপনি ত এখানে চলে এলেন, মহারাজের আদেশ এ-দীন ভৃত্যের কাছেও পৌঁছোলো, রোগশয্যাতেই। সে আদেশ এই যে যুবরাজের দেহরক্ষী-

বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে, এবং আমিও কর্মচ্যুত হচ্ছি কাজে কাজেই। তা বেশ, রাজাজ্ঞা শিরোধার্য। সুস্থ হয়ে উঠে কী করব উদরান্ন-সংস্থানের জন্য, তাই ভাবছি, এমন সময় যুবরাজের পিতৃব্য, আর্ল আলবানি অধমকে ডেকে বললেন—"রাজসরকারে তোমার আর কাজ রইল না, কিন্তু আমার অধীনে তুমি চাকরি পেতে পার একটা। ফকল্যাণ্ড দুর্গের কেল্লাদারি। নেবে?"

"আমি ত লুফে নিলাম। পেট চলবার একটা উপায় তো হ'ল। সেখানেই চলে এলাম পত্রপাঠ। জানেন যুবরাজ, আপনার মহিমান্বিতা পত্নী, ডাচেস রথসে, আর্ল ডগলাসের কন্যা, ফকল্যাণ্ডেই বাস করছিলেন কিছুদিন থেকে। এই আজ সকালেই তিনি পিত্রালয়ে চলে গেলেন।"

"তা বেশ করলেন, তিনি কখন কোথায় যাচ্ছেন বা থাকছেন, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তুমি তা হলে ফকল্যাণ্ডের কেল্লাদার, এঁ্যা? বেশ, বেশ! আমার চেয়ে ভাল আছ তুমি। আমি তো বন্দী। ব্রনথনকে দিয়ে একটা টুপিওয়ালাকে খুন করালে তুমি, রাজরোষে প'ড়ে আমি হলাম হাইকনস্টেবলের হেফাজতে নির্বাসিত। কাজীর বিচার। কিন্তু ব্রনথনটার ফাঁসী হয়েছে না কি? সেইরকম আভাস পেয়েছিলাম যেন—"

"ঠিক যুবরাজ! ফাঁসী তার হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তবু সে মরে নি।"

চমৎকৃত হয়ে যুবরাজ বললেন—"কী রকম?"

"আমার হুকুমেই যখন খুনটা হয়েছিল, আমি ওকে বাঁচাবার চেষ্টা না ক'রে পারব কেন? আমার ডাক্তার ডেনিং ফাঁসীর জল্লাদকে হাত করল ঘুষ দিয়ে। যুবরাজ ত জানেন। ফাঁসীর আসামীকে ঝুলন্ত অবস্থায় এক রাত্রি রেখে দেওয়াই দেশের রীতি। ব্রনথনও ঝুলছিল। ঝুলছিল জ্যান্ত অবস্থাতেই, মৃত অবস্থায় নয়। জল্লাদ দড়ির ফাঁসিটা কী-রকম কায়দায় যে এঁটেছিল, তা সেই জানে। ব্রনথনকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিল সে, কিন্তু সে মরল না। রাত্রিতে ডেনিং

লোকজন নিয়ে তাকে নামিয়ে নিয়ে এল ফাঁসীকাঠ থেকে। সে বেঁচে আছে। তবে কোথায় আছে, জানি না।"

যুবরাজ হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছেন র‍্যামোনির দিকে—"তুমি যে এমন অদ্ভুতকর্মা লোক, তা ত জানতাম না। এতদিন একত্র চলাফেরা করেও জানতাম না।"

"ওকথা যেতে দিন যুবরাজ! আমি এসেছি একটা কথা নিবেদন করতে।"—সবিনয়ে বলছে এইবার র‍্যামোনি—"আপনার এখানে ভাল লাগছে কি? যদি না লাগে, দুই একদিন ফকল্যাণ্ডে গিয়ে বাস করুন না! আপনার পিতৃব্যের বাড়ী। আপনার যেতে বাধা কী? বিশেষতঃ সেখানে যখন আপনার এই নফরই বেল্লাদার। রাজ-সরকার আমাকে আপনার ভৃত্য বলে স্বীকার করুন বা না করুন, আমি জানি যে জীবনে মরণে আমি যুবরাজ রথসেরই নফর। চলুন আপনি। আপনি তো আর বন্দী নন সত্যি সত্যি!"

"সত্যি সত্যি বন্দী কিনা, তা এক্ষুণি বোঝা যাবে। তোমার সঙ্গে গিয়ে দুই দিন থাকতে পারলে সত্যিই খুব ভাল লাগবে আমার। এখানে জীবনটা একঘেয়ে লাগছে একেবারে। না একটা নাচগান, না এক গেলাস সুরা। ছোঃ!"

"চলুন, চলুন! ফরাসী নাচওয়ালীর নাচ দেখাব আপনাকে, যে নদীতে বজরা ক'রে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। আর সুরা? আপনার খুড়োর ভাঁড়ারে এক শো বছরের পুরোনো শ্যাম্পেন আছে, যা খেলে অমর হয় মানুষ।"

একটু বাদেই ফিরে এলেন লর্ড এরল। র‍্যামোনিকে দেখেই তিনি ত্রস্ত। একে তিনি বিলক্ষণ জানেন, যুবরাজের জীবনের দুষ্টগ্রহ এটা। কিন্তু র‍্যামোনির এখানে উপস্থিতি সম্পর্কে কোন প্রশ্নই তিনি করবার সময় পেলেন না। তাঁকে দেখেই যুবরাজ বলে উঠলেন—"মিলর্ড

এরল, আপনি প্রায়ই বলে থাকেন যে আমি বন্দী নই আপনার। তা যদি সত্যিই না হই, তাহ'লে আমি র‍্যামোর্নির অতিথি হিসাবে দিন কতক গিয়ে ফকল্যাণ্ডে থাকব, ভাবছি। ও-কেল্লাদার হয়েছে সেখানে।"

এরল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাঁর উপরে নির্দেশ আছে, যুবরাজকে তিনি নিজের কাছে কিছুদিন রাখবেন। এমন কোন নির্দেশ নেই যে যুবরাজ স্বেচ্ছায় থাকতে না চাইলেও জোর ক'রে তাঁকে ধ'রে রাখতে হবে। নির্দেশ নেই যখন, এরল কী সাহসে ভবিষ্যৎ রাজ্যেশ্বরকে বলপ্রয়োগে ধরে রাখবেন? রাখেন যদি, তাঁর সে-কাজকে রাজদ্রোহ আখ্যা দিয়ে বৃদ্ধ রাজাই তাঁর শিরশ্ছেদের আদেশ দিতে পারেন কালই।

এরল এ-অবস্থায় শুধু মিষ্ট বাক্যেই বোঝাতে চাইছেন যুবরাজকে—"মহারাজ যখন আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তাঁকে না জানিয়ে এস্থান ত্যাগ করা আপনার বোধ হয় উচিত হবে না যুবরাজ!"

যুবরাজ এক কথাই বলেন তাঁর কাকুতি মিনতির উত্তরে—"আহা, দুই দিনের জন্য যাচ্ছি বই ত নয়! আপনার এখানেই আসছি ত আবার। খুড়ো মশাইয়ের কেল্লাটা দেখে আসি একবার—"

কোন নিষেধে কর্ণপাত না ক'রে যুবরাজ গিয়ে র‍্যামোর্নির বজরায় উঠে বসলেন। ভাটির টানে বজরা তীর বেগে ছুটতে লাগল। রাত্রি এক প্রহরের আগেই পৌঁছে গেল ফকল্যাণ্ডে।

দেখবার মত দুর্গ নয়। অন্য পাঁচটা মাঝারি আকারের দুর্গ যেমন হয়, তেমনি। তবে ডাচেস অব রথসে কিছুদিন বাস ক'রে গিয়েছেন এখানে। কাজেই ঘরদোরগুলি পরিচ্ছন্ন আছে, কিছু নতুন দামী আসবাবপত্রও আনা হয়েছে সম্প্রতি। যুবরাজের আরাম বিরামের ত্রুটি হবে না বোধ হয়।

যুবরাজ পৌঁছোতেই ডিনার প্রস্তুত। র‍্যামোর্নি নিশ্চয়ই নিশ্চিত

ছিল যে যুবরাজকে সঙ্গেই আনতে পারবে সে। তা নইলে এত সব রাজভোগ্য আহার্য যোগাড় হয়ে থাকবে কেন আগে থেকেই ?

ভোজনান্তে যুবরাজ সেই একশো বছরের পুরোনো শ্যাম্পেন নিয়ে বসেছেন, যা খেলে মানুষ অমর হয়। হঠাৎ র‍্যামোর্নি বলল—"প্রভুর অনুমতি হলে আমার ডাক্তারের পরিচয় করিয়ে দিই প্রভুর সঙ্গে। ডাক্তার ডেনিং! পার্থে আমার চিকিৎসা ইনিই করেছিলেন। ওঁকে সঙ্গেই রেখেছি, ওঁর কাছে অশেষ ঋণে আমি ঋণী।" ডেনিং এসে নতজানু হয়ে কর চুম্বন করল যুবরাজের।

যুবরাজের তখন নেশা জ'মে এসেছে। তিনি স্খলিতবচনে বললেন—"তুমি ডাক্তার ভাল। কিন্তু ফাঁসীর আসামীকে ফাঁসী-কাঠ থেকে জ্যান্ত নামিয়ে আনো তুমি, এটা ত ভয়ানক খারাপ কথা। র‍্যামোর্নির খাতিরে এবারটা আমি ক্ষমা করতে পারি তোমাকে, কিন্তু খবর্দার ভবিষ্যতে আর—"

হঠাৎ তাঁর ওপাশেও যেন একটা লোকের উপস্থিতি টের পেলেন যুবরাজ। তিনি সেদিকে ফিরে তাকাবার আগেই র‍্যামোর্নি বলে উঠল—"সেই ফাঁসীর আসামীটিকেও, আগে যদিও যুবরাজ দেখেছেন একে—তবু, মানে যুবরাজই ওকে হত্যাকারী বলে ধরিয়ে দিয়েছিলেন কি না!—ও আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে চায়—সেই ব্রনথন, যুবরাজ!"

শিউরে উঠে যুবরাজ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে যাবেন, তার আগেই ব্রনথন তাঁকে জাপটে ধরেছে, ডেনিং ত্বরিতহস্তে লোহার শিকল দিয়ে জড়িয়ে বাঁধছে যুবরাজকে—"র‍্যামোর্নি! র‍্যামোর্নি!" —চেঁচিয়ে উঠলেন যুবরাজ।

র‍্যামোর্নি বলল—"আমার মোটে একখানা হাত যুবরাজ! কী করব বলুন!"

কন্যা মার্জরি ফকল্যাণ্ডে আছে, তাকে দেখবার জন্য ডগলাস আসছিলেন ফকল্যাণ্ডে। পথে হাই-কনস্টেবল লর্ড এরলের বাড়ীতে থামলেন একবার। এরলই খবর দিলেন—র‍্যামোর্নি এসে কাল বিকালেই যুবরাজকে ফকল্যাণ্ডে নিয়ে গেল। এরলের কোন নিষেধেই কর্ণপাত করলেন না যুবরাজ।

ডাগলাস খবরটা খুশী মনে নিতে পারলেন না। তারপর দ্রুত বেগে ঘোড়া ছোটালেন ফকল্যাণ্ডের দিকে। র‍্যামোর্নি আলবানির চাকরি নিয়েছে, তা তো জানেন ডাগলাস! অর্থাৎ শুনেছেন এরলের মুখেই।

তাঁকে দুর্গদ্বারে দেখেই শশব্যস্তে নেমে এল র‍্যামোর্নি—"মহামান্যা ডাচেস রথসে ত পরশু এখান থেকে চলে গেলেন—"

"ওঃ, তাই বুঝি? তা ভাল, কিন্তু যুবরাজ কই? ডিউক রথসে? এরল বললেন—তাঁকে তুমি নিয়ে এসেছ?"

"তিনি-তিনি—" কথা যোগায় না র‍্যামোর্নির মুখে—

তৎক্ষণাৎ র‍্যামোর্নিকে বেঁধে ফেলল ডাগলাসের সৈন্যরা। বেঁধে ফেলল ডেনিং আর ব্রনথনকেও। হতভাগ্য রথসের দেহটা পাওয়া গেল এক ভূগর্ভ-কক্ষে, খড়ের গাদার উপরে। তখনও সে-দেহ আষ্টেপৃষ্ঠে লৌহশৃংখলে বাঁধা।

ডাগলাসের আদেশে ফকল্যাণ্ড দুর্গের চূড়ায় এক সারিতে ফাঁসী দেওয়া হ'ল র‍্যামোর্নি, ডেনিং আর ব্রনথনকে।

এর পর আর বলবার কী আছে? বৃদ্ধ রাজা পুত্রশোক সইতে পারলেন না বেশীদিন, মারা গেলেন। কনিষ্ঠ পুত্র জেমসকে তিনি ফ্রান্সে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার আগেই, আলবানির হিংসা থেকে তাকে রক্ষা করবার জন্য। কাজেই রাজা তৃতীয় রবার্টের পরে স্কটল্যাণ্ডের রাজা হলেন আলবানিরই পুত্র মার্ডক। কিন্তু তাঁর ভাগ্যেও বিপর্যয় ঘটল অবশেষে। জেমস ফিরে এলেন সতেরো বৎসর নির্বাসন যাপনের পরে। মার্ডক পরাজিত হলেন, বধ্যমঞ্চে

ঘাতকের কুঠারে প্রাণ দিতে হ'ল তাঁকে। রুথসের হত্যার প্রতিশোধ নিলেন রাজা জেমস।

যাকে নিয়ে গল্পের আরম্ভ, সেই পার্থসুন্দরীর কী হ'ল? তার বিবাহ হয়ে গেল সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ট্রপার প্রিয় সখা হেনরি উইণ্ডের সঙ্গে।

সমাপ্ত